



















me to,



# জননী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়



জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাং পাব্লিশার্স লিমিটেড  
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকতা

প্রকাশক : শ্রীসুদ্রেশচন্দ্র দাস, এম-এ  
জেনারেল প্রিন্টার্স স্যান্ড পারিশাস' লিঃ  
১১৯, ধর্মভালা স্ট্রীট, কলিকাতা

আড়াই টাকা  
দ্বিতীয় সংস্করণ  
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

জেনারেল প্রিন্টার্স স্যান্ড পারিশাস' লিমিটেডের  
মদ্রাশ বিভাগে [ অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মভালা স্ট্রীট,  
কলিকাতা ] শ্রীসুদ্রেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মদ্রাস্ত



## এক

সাত বছর বহুজীবন যাপন করিবার পর বাইশ বছর বয়সে শীতলের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী শ্যামা প্রথমবার মা হইল। এতকাল অনুবরা থাকিয়া সন্তানলাভের আশা সে একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। বার্থ আশাকে মান্দ্রব আর কতকাল পোষণ করিতে পারে। সাতবছর বন্ধ্যা হইয়া থাকা প্রায় বন্ধ্যাষের প্রমাণেরই সামিল। শ্যামাও তাই জানিয়া রাখিয়াছিল। সে তার মাযেব একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তান না হইয়া তার উপায় অবশ্য ছিল না, কারণ সে মাতৃগর্ভে থাকিতেই তার বাবা রক্তপদ্রে নোকাডুবি হইয়া মারা যায়। তারপব তার আর ভাইবোন হইলে সে বড় কলঙ্কের কথা হইত। শ্যামাব যেন তাহা খেয়াল থাকে না। সে যেন ভুলিয়া যায় যে তার বাবা বাঁচিয়া থাকিলে সাতভাই চম্পার একবোন পারুলই হয়ত সে হইত, বোনও যে তাহাব দুপাঁচি থাকিত না তাই বা কে বলিতে পারে? তবু, একটা যুক্তিহীন ছেলেমান্দ্রবী ধারণা সে করিয়া রাখিয়াছিল যে সে নিজের যখন একমাত্র একমেয়ে দুটি একটিব বেশী ছেলেমেয়ে তারও হইবে না।—বড় জোব তিনটি। গোড়ার কয়েক বছরের মধ্যেই এরা আসিয়া পড়িবে এই ছিল শ্যামার বিশ্বাস। তৃতীয় বছরেও মাতৃহলাভ না করিয়া সে তাই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তাব পরের চারটা বছর সে পূজা, মানত, জলপড়া, কবচ প্রভৃতি দৈব উপায়ে নিজেকে উর্ব্বা করিয়া তুলিতেই একরকম ব্যয় করিয়াছে। শেষে, সময়মত মা না হওয়ার জন্য এবং দৈব উপায়ে মা হইবাব চেষ্টা করার জন্য নানাবিধ মানসিক বিপর্যয়ের পর তাব যখন প্রায় হিষ্টিরিয়া জন্মিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে তখন ফাল্গুনের এক দুপুরবেলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শীতলপাটিতে গা ঢালিয়া ঘুমের আয়োজন করিবার সময় সহসা বিনাভূমিকায় আকাশ হইতে নামিয়া আসিল সন্দেহ। বাড়িতে তখন কেহ ছিল না। দুপুরে বাড়িতে কেহ কোনদিনই প্রায় থাকিত না,

থাকিবার কেহ ছিল না—আত্মীয় অথবা বন্ধু। সন্দেহ করিয়াই শ্যামার এমন বন্ধ খড়্‌খড় করিতে লাগিল যে তার ভয় হইল হঠাৎ বন্ধি তার ভয়ানক অসুখ করিয়াছে। সারাটা দুপুর সে চুম্বাম্বয়ে শীত ও গ্রীষ্ম এবং রোমাঞ্চ অনুভব করিয়া কাটাইয়া দিল। সন্দেহ প্রত্যয় হইল একমাসে। কড়া শীতেব সঙ্গে শ্যামার অজ্ঞাতে যাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সে জন্ম লইল শবৎ-কালে। জগজ্জননী শ্যামা জগতে আসিয়া মানবী শ্যামাকে একেবারে সাত-দিনের পুরাতন জননী হিসাবে দেখিলেন।

শ্যামার বহুজীবনের সমস্ত বিস্ময় ও রহস্য, প্রত্যাশা ও উদ্বেজনা তখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। নিঃশেষ হইবার আগে ওসব যে তাহার খুব বেশি পরিমাণে ছিল তা বলা যায় না। জীবনে শ্যামাব যদি কোনদিন কোন অসাধারণ গুণ থাকিয়া থাকে সে তাহার আত্মপ্রকাশের একান্ত অভাব। জন্মের পর জগতে শ্যামার আপনার বলিতে ছিল মা আর এক মামা। এগার বছর বয়সে সে মাকে হারায়। মামাকে হারায় বিবাহের এক বছরের মধ্যে। মামার কিছু সম্পত্তি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরাধিকারীবাহীন এই মামাটির কিছু সম্পত্তি না থাকিলে শীতল শ্যামাকে বিবাহ করিত কিনা সন্দেহ।

মৃত্যুর মধ্যে মামাকে হারাইলে সম্পত্তি শ্যামা পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্যামার বিবাহের পর একা থাকিতে থাকিতে মামার মাথার কি যে গোলমাল হইয়া গেল, নিজের যা-কিছু ছিল চুপিচুপি জলের দামে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়া একদিন তিনি উধাও হইয়া গেলেন। একা গেলেন না। শ্যামার মামাবাড়ির গ্রামে আজীবন সম্যাসীঘেঁষা প্রোড়বসনী ব্রহ্মচাবী মামাটির কীর্তি এখনো প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। প্রসিদ্ধ হইয়া আছে এইজন্য যে শ্যামার মামা সামান্যলোক হইলেও আসল কলঙ্ক বাদে তাদের চেয়ে বনেদী ঘর আশে পাশে দশটা গ্রামে আর নাই। এই গেল শ্যামার দিকের হিসাব। স্বামী'র দিকের হিসাব ধরিলে বিবাহের পর শ্যামা পাইয়াছিল শুধু একটি বিবাহিতা রুদ্রা ননদকে।

সে মন্দাকিনী।

প্রথমবার স্বামীগৃহে আসিয়া শ্যামা কোনদিকে তাকানোর অবসর পায় নাই। মন্দাকিনী তখন সূস্থ ছিল। নিজের নানাপ্রকার বিচিত্র

অনুভূতি, প্রতিবেশিনীদের ভিড়, বোভাতের গোলমাল সব মিলিয়া তাহাকে একটু উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মামার কাছে ফিরিয়া যাওয়ার সময় সে শব্দ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল কয়েকটা হৈ-ঠে ভরা দিনের স্মৃতি। ছ'মাস পরে এক আসন্ন-সন্ধ্যায় আবাব এ বাড়িতে পা দিয়া চোখে সে দেখিয়াছিল অন্ধকার। একি অবস্থা বাড়ি-ঘরের? বাড়িতে মানুষ কই? লণ্ঠন দুটা ধোঁয়া ছাড়িতেছে, উঠানে পোড়া কয়লা ছাই ও হাজার রকম জঞ্জালের গাদা, দেয়ালে দেয়ালে ঝুল, পায়ের তলে খুলাবালির স্তর! আর একঘরে মরমর একটা মানুষ।

সে মন্দাকিনী।

শীতল বলিয়াছিল, সব দেখে শূনে নাও। এবাব থেকে সব ভার তোমার।

বলিয়া সে উধাও হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় খাবার কিনিতে,-- এ বাড়িতে রান্নাব কোন ব্যবস্থা আছে শ্যামা তাহা ভাবিতে পারে নাই। সেইখানে, ভিতবের রোষাকে তাহাব ট্রাঙ্কটার উপর বসিয়া, ভয়ে ও বিষাদে শ্যামাব কান্না আসিতেছে, এমন সময় সদরের খোলা দরজা দিয়া বাড়িতে ঢুকিয়াছিল লম্বা-চওড়া যোয়ান একটা মানুষ।

সে রাখাল। মন্দাকিনীর স্বামী।

এই রাখালের সাহায্য না পাইলে শ্যামা তাহার নূতন জীবনের সঙ্গে নিজে কিসে খাপ খাওয়াইয়া লইত জানিবাব উপায় নাই, কারণ রাখালের সাহায্য সে পাইয়াছিল। শব্দ সাহায্য নয়, দরদ ও সহানুভূতি। এতদিন রাখাল যে সব ব্যবস্থা করিতে পারিত কিন্তু করে নাই, এবার শ্যামার সঙ্গে সমস্তই সে করিয়া ফেলিল। প্রথমে বাড়িঘর সাফ হইল। তারপর আসিল কুকারের বদলে পাচক, ঠিকা ঝির বদলে দিব্যারাত্রির পরিচারিকা। হাটবাজার রান্নাখাওয়া সব অনেকটা নিয়মিত হইয়া আসিল।

মন্দার চিকিৎসার জন্য রাখাল আরও পাঁচ ছয় মাস এখানে ছিল। সে সময়টা শ্যামার বড় সুখে কাটিয়াছিল। সে সময়মত স্নানাহার করে কিনা রাখাল সেদিকে নজর রাখিত, হারিস তামাসায় তাহার বিষন্নতা দূর করিবার চেষ্টা করিত, শ্যামার বয়সোচিত ছেলেমানুষীগদা লইয়া সমর্থন পাইত তারই

কাছে। শীতলের মাথায় যে 'একটু ছিট আছে এটা শ্যামা গোড়াতেই টের পাইয়াছিল। শীতলকে সে বড় ভয় করিত, পুরানো হইয়া আসিলেও এখন পর্যন্ত সে ভয় তাহার রহিয়া গিয়াছে। শীতলের না ছিল নেশার সময়-অসময়, না ছিল খেলার অন্ত ও মেজাজের ঠিক-ঠিকানা। প্রথম ছেলেকে কোলে পাইয়া শ্যামা পূর্ববর্তী সাতটা বছরের ইতহাস আঁতুড়েই অনেক-বার স্মরণ করিয়াছে—যে সব দোষের জন্য শীতল তাহাকে শাস্তি দিয়াছিল তাহা মনে করিয়া জ্বলিবার নয়—শীতল সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল নিজের এমন একটিমাত্র লঘু অপরাধের কথা যদি মনে পড়িয়া যায়, এই আশায়। শীতলের কাছে তাহাব কোন চুড়টির মার্জনা না থাকাটা ছিল এত বড় নিরেট সত্য। কেবল রাখালের কাছেই শ্যামার অপরাধও ছিল না, চুড়িও ছিল না। রাখালের এই সহিষ্ণুতা শ্যামার কাছে আরও পূজ্য হইয়া উঠিবার অন্য একটি কারণ ছিল। সে মন্দার গালাগালি। মন্দার অসুখটা ছিল মারাত্মক। স্বভাবও তাহার হইয়া উঠিয়াছিল মারাত্মক। মন্দাব পান হইতে 'চুনটি শ্যামা কখনো খসাইত না বটে—পান মন্দা খাইত না, কারণ পান খাওয়ার ক্ষমতা তাহার ছিল না—অনুরূপ তুচ্ছ অপবাধে চিঁচিঁ কবিয়া সে এত এবং এমন সব খাবাপ কথা বলিত যে শ্যামার মন তিস্ত হইয়া যাইত। শীতলের কোলে গরম চা ফেলিয়া (ভয়ে) গালে একটা চড় খাওয়াব পবক্ষণেই বালি দিতে পাঁচমিনিট দেরি করার জন্য (গালে চড় খাইলে মিনিট পাঁচেক না কাঁদিয়া সে পারিত না) মন্দার গাল খাইয়া নিজেকে যখন শ্যামার বিনামূল্যে কেনা দাসীব চেয়ে কম দামী মনে হইত, রাখাল তখন তাহাকে কিনিয়া লইত দাঁটি মিষ্টি কথা দিয়া।

শুধু সান্ত্বনা ও সহানুভূতি নয়, রাখাল তাহার অনেক লাঞ্ছনাও বাঁচাইয়া চলিত। কতদিন গভীর রাত্তিতে শীতল বাড়ি ফিরিলে (বন্ধুরা ফিরাইয়া দিয়া যাইত) রাখাল তাহাকে বাহিরে আটকাইয়া রাখিয়াছে, শ্যামার কত অপরাধের শাস্তি দিতে আসিয়া শীতল দেখিয়াছে রাখাল সে অপরাধের অংশীদার, শ্যামাকে শাসন করিবার উপায় নাই। শীতলের কত অসম্ভব সেবার আদেশ রাখাল বাচিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে এভাবে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা বিপণ্জনক,

বিশেষ স্ট্রীটের যদি বয়স বেশি না হয়। স্বামী নানারকম সন্দেহ করিয়া বসে। কিন্তু রাখাল ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চালাকিতে সংসারে শ্যামা তার জুড়ি দেখে নাই। যেসব আশ্চর্য কৌশলে শীতলকে সে সামলাইয়া চলিত, শ্যামাকে আড়াল করিয়া রাখিত, আজও মাঝে মাঝে অবাক হইয়া শ্যামা সে সব ভাবে। মন্দা সুস্থ হইয়া উঠিলে রাখাল তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিল বনগাঁ। কলিকাতায় এত আপিস থাকিতে বনগাঁয়ে তাহার চাকরী করিতে যাওয়া শ্যামা পছন্দ কবে নাই। একদিন, বাখালদের চলিয়া যাওয়ার আগের দিন, ওই কথা লইয়া বাগারাগিও সে করিয়াছিল। বয়স তো শ্যামার বেশি ছিল না। জগতে কাবো স্নেহে যে কারো দাবী জন্মে না এটা সে জানিত না। আকুল আগ্রহে বিনা দাবীতেই স্বামীর চেয়ে আপনার লোকটিকে সে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। বাখাল চলিয়া গেলে সে দু'চাব্দদিন চোখের জল ফেলিয়াছিল কিনা, আজ, প্রথম সন্তানের মা হওয়ার পর, শ্যামার আর তাহা শ্রবণ নাই। সমস্ত নালিশ সে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই উদ্ভ্রান্ত দিনগুলিকে হযত সে রহস্যে ঢাকিয়া রাখিতে ভালবাসে, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। যতই আপনার হইয়া উঠুক, বাখালকে শ্যামা একফোটা বুদ্ধিত না, লোকটার প্রকাণ্ড শবীরে যে মনটি ছিল তাহা শিশুর না সন্নতানের কোনদিন তাহা সঠিক জানিবার ভরসা শ্যামা বাখে না। তখন দ্বিপ্রহরে গৃহ থাকিত নির্জন, সন্ধ্যার পর দু'টি ভাস্কর লণ্ঠনের আলোয় বাড়ির অর্ধেকও আলো হইত না। শীতল যেদিন বাত্রে দেবি কবিয়া বাড়ি ফিবিত, দাওয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে করিতে নিয়মাধীন জীবনযাপন স্বভাবতই শ্যামার কাছে অবাস্তব হইয়া উঠিত, - বয়স তো তাহার বেশি ছিল না। সুতরাং বাখালকেও তাহার মনে হইত নির্মম, মনে হইত লোকটা স্নেহ করে, কিন্তু স্নেহের প্রত্যাশা মিটায় না।

শীতলের তখন নিজের একটা প্রেস ছিল, মন্দা আর হইত না। 'তবু, অভাব তাহাব লাগিয়াই থাকিত। শীতলের মাথাষ ছিট ছিল রকমারি, অর্থ: সম্বন্ধে একটা বিকৃত উদাসীনতা ছিল তার মধ্যে সেরা। তাহার মনকে বিশ্লেষণ করিলে যোগাযোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কেবল, সে চেষ্টা করিবার মত অসাধারণ মানসিক বৈশিষ্ট্য ইহা নয়। টাকার প্রতি

মমতার অভাবটা অনেকেই নানা উপায়ে ঘোষণা করিয়া থাকে। শীতসেব উপায়টা ছিল বিকারগ্রস্ত—তাহার ভীৰুতা ও দুর্বলতার বিষে বিষাক্ত। যেসব বোকার দল চিরকাল বুদ্ধিমানদের ভোজ দিয়া আসিযাচ্ছে, সে ছিল তাদের রাজ্য। বন্ধুরা পিঠ চাপড়াইয়া তাহার মনকে গড়ের মাঠের সঙ্গে তুলনা করিত, তাই পাছে কেহ টের পায় যে মন তাহার আসলে বড়বাজারেব গলি, এই ভয়ে সর্বদা সে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিত। ফেরত পাইবে না জানিয়া টাকা ধার দিত সে, চাঁদাব খাতায় মোটা টাকা সই করিত সে, থিয়েটারের বস্ত্র ভাড়া করিত সে, মদ ও আনুষ্ঠানিকের টাকা আসিত তাহারই পকেট হইতে। বিকালের দিকে প্রেসের ছোট আপিসটিতে হাসিমুখে সিগারেট টানিতে টানিতে দু'চাব জন বন্ধুর আবির্ভাব হইলে ভয়ে তাহাব মুখ কালো হইয়া যাইত। পাগলামি ছিল তাহার এইখানে। সে জানিত বোকা পাইয়া সকলে তাহাব ঘাড় ভাঙ্গে, তবু ঘাড় ভাঙ্গিতে না দিয়াও সে পাবিত না।

শেষে, শ্যামার বিবাহের প্রায় চারবছর পরে, শীতলের প্রেস বিক্রয় হইয়া গেল। আবোল তাবোল যেমনি খরচ করুক আয় ভাল থাকায় এত-কাল মোটামুটি একরকম চলিয়া যাইত, প্রেস বিক্রয় হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের কণ্টের সীমা ছিল না। বাড়িটা পৈত্রিক না হইলে মাঝখানে কিছ-দিনের জন্য হযত তাহাদের গাঁছতলাই সার কবিত্তে হইত। এই অভাবের সময়ে শ্যামার মামার সম্পত্তি হইতে বণ্ডিত হওয়ার শোক শীতলের উত্থলিয়া উঠিয়াছিল, সব সময় শ্যামাকে কথার খোঁচা দিয়াই তাহার সাধ মিটিত না। শ্যামার গায়ে তাহার প্রমাণ আছে। প্রথম মা হওয়ার সময় শ্যামার কোমবেব কাছে যে মস্ত ক্ষতের দাগটা দেখিয়া বৃড়ী দাই আপশোষ করিয়াছিল এবং শ্যামা বলিয়াছিল ওটা ফোঁড়ার দাগ, ছাড়ির ডগাতেও সেটা সৃষ্টি হয় নাই, ছাড়ির ডগাতেও নয়। ওটা বণ্ডিতে কাটার দাগ। বণ্ডি দিয়া শীতল অবশ্য তাহাকে খোঁচায় নাই, পা দিয়া পিঠে একটা ঠেলা মারিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, শ্যামা তখন কুটিতেছিল তরকারী।

তরকারী সে আজো কোটে। স্বেদে দুঃখে জীবনটা অমনি হইয়া গিয়াছে, সিন্দ করিবার চল ও কুটিবার তরকারী থাকার মত, চলনসই। অনেকদিন প্রেসের মালিক হইয়া থাকার গুণে একটা প্রেসের ম্যানেজারির

চাকরী শীতল মাসছষেক চেষ্টা করিয়াই পাইয়াছিল। শ্যামা প্রথমবার মা হওয়ার সময় শীতল এই চাকরীই করিতেছিল।

বিবাহের সাত বছর পবে প্রথম ছেলে হওয়াটা খুব বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। অমন বিলম্বিত উর্বরতা বহু নারীর জীবনেই আসিয়া থাকে। শ্যামার যেন সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। প্রথম ছেলেকে প্রসব করিতে সে সময় লইল দুদিনেব বেশি এবং এই দুটি দিন ভবিষ্য বারবার মুছা গেল।

শেষ মুছা ভাস্কিবার পর শ্যামা এক মহামুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল। দেহে যেন তাহার উত্তাপ নাই, স্পন্দন নাই, সবগুলি ইন্দ্রিয় অবশ বিকল হইয়া গিয়াছে। সে বাতাসের মত হালকা। শীতকালের পঞ্জীভূত কুশাশার মত সে যেন আলগোছে পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার সমগ্র বিস্ময়কর অস্তিত্ব ব্যাপিষা এক তরঙ্গায়িত স্তিমিত বেদনা, মৃদু অথচ অসহ্য, দুঃখের অথচ চেতনাময়। একবার তাহার মনে হইল সে বৃদ্ধি মরিয়া গিয়াছে, ব্যথা দিয়া ফাঁপানো এই শূন্যময় অবস্থাটি তাহার মৃত্যুরই পরবর্তী জীবন। ভোঁতা ক্লাস্তিকর যাতনা তাহার অশরীরী আত্মার দুর্ভোগ।

তারপব চোখ মেলিয়া প্রথমটা সে কিছই বৃদ্ধিতে পারে নাই। চোখের সামনে সাদা দেয়ালে একটি শায়িত মানুষের ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার হাতখানেক উপরে জানালার একটা পাট অল্প একটু ফাঁক করা। কঁক দিয়া খানিকটা কালো আকাশ ও কতগুলি তারা দেখা যাইতেছে। একটা গরম ধোঁয়াটে গন্ধ শ্যামার নাকে লাগিয়াছিল। কাছেই কাদের কথা বলিবার মৃদু শব্দ। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর দেয়ালের ছায়াটা তাহার নিজের বলিয়া চিনিতে পারিয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। এমনভাবে সে শুনিয়া আছে কেন? তাহার কি হইয়াছে? কাঠকল্লা পুড়িবার গন্ধ কিসের? কথা বলিতেছে কারা?

হঠাৎ সব কথাই শ্যামার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। পাশ ফিরিতে গিয়া সর্বদেহে বিদ্যুতের মত তীব্র একটা ব্যথা সঞ্চারিত হইয়া যাওয়ার সে আবার দেহ শিথিল করিয়া দিয়াছিল। মনের প্রশ্নকে বিহবলের মত উচ্চারণ

করিয়ছিল এই অর্থহীন ভাষায় : কোথায় গেল, কই? কে যেন জবাব দিয়াছিল : এই যে বৌ এই যে, মৃদু ফিরিয়ে তাকা হতভাগি।

কাছে বসিয়াও অনেকদূর হইতে যে কথা বলিয়াছিল সেই বোধ হয় শ্যামার একখানা হাত তুলিয়া একটি কোমল স্পন্দনের উপর রাখিয়াছিল। জাগিয়া থাকিবার শক্তিদুর্ক শ্যামার তখন কিমাইয়া আসিয়াছে। সে অতিকণ্টে একটু পাশ ফিরিয়াছিল।

দেখবি বৌ? এই দ্যাখ—

এবার স্নর চিনিতে পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে শ্যামা বলিয়াছিল, ঠাকুরাঝ?

মন্দাকিনী আলোটা উঁচু করিয়া ধবিয়া বলিয়াছিল, আব ভাবনা কি বৌ? ভালষ ভালয় সব উৎবে গিয়েছে। থোকা লো, ঘব আলো করা থোকা হয়েছে তোরা।

মাথা তুলিয়া একবারমাত্র খানিকটা বিন্তম আভা ও দৃষ্টি নিম্নীলিত চোখ দেখিয়া শ্যামা বালিশে মাথা নামাইয়া চোখ বৃজিয়াছিল।

শ্যামার যে সব বিষয়েই বাডাবাড়ি ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। পরদিন সকালেই সে তাহার প্রথম ছেলেক ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া নিজেকে শ্যামার অনেকটা স্নহ মনে হইয়াছিল। ঘরে তখন কেহ ছিল না। কাত হইয়া শাইয়া পাশে শায়িত শিশুর মুখেব দিকে একমিনিট চাহিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল ভিতরে একটা অদ্ভুত প্রক্ৰিয়া ঘটিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মূখখানা তাহার চোখে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। কতটুকু মূখ, কী পেলবতা মূখব! মাথা ও ভূবতে চুলের শৃঙ্খ আভাষ আছে। বেদানাব জমানো রসেব মত টলটলে আশ্চর্য দৃষ্টি ঠোঁট। একি তার ছেলে? এই ছেলে তার? গভীর ঔৎসুক্যে সন্তপণে শ্যামা হাত বাড়াইয়া ছেলের চিবুক ও গাল ছুইয়াছিল, বৃকের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। এই বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন কোথা হইতে আসিল? শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল বোমাণ্ড। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রসবের পর নাড়ীসংযোগ বিচ্ছিন্ন সস্তানের জন্য একি কান্ড ঘটিতে থাকে মানদ্বয়ের



মধ্যে? আশ্বিনেব প্ৰভাতটি ছিল উজ্জ্বল। দূৰ্দ্দিন দূৰ্দ্ভাগিব মৰণাধিক যন্ত্ৰণা শ্যামা দৃশ্বপ্লেব মত ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সকালে তাহাব আনন্দেব সীমা নাই।

তখন ঘটিয়াছিল এক কাণ্ড।

ঘৰম ভাঙ্গিয়া হঠাৎ শিশু যেন কি-বকম কবিতে আবন্ত কৰিয়াছিল। টানিয়া টানিয়া শ্বাস নেৰ চঞ্চলভাবে হাত পা নাড়ে চোখ কপালে তুলিয়া দেয়। ভাষে শ্যামা বিবৰ্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাকিয়াছিল ঠাকুৰাণ গো, ও ঠাকুৰাণ!

বাম্মা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপাব দেখিয়া মন্দা হইয়াছিল বাগিয়া আগুন।

চোখ নেই বো? সৰো তুমি সৰো। গলা শূন্যকৈ এমন কবছে গো অহা। মধবে বাটি গেল কোথা? মিছবিব জল? দিযেছো তো উল্টে? আশ্চৰ্য!

তাকেব উপব শিশিতে মধু ছিল। ছোট একটি বাটিতে মধু ঢালিয়া আঙ্গুলে কবিয়া ছেলেব মুখ ভিজাইয়া চোখেব পলকে মন্দা তাহাকে শান্ত কবিয়া ফেলিয়াছিল। বিড় বিড় কবিয়া বলিয়াছিল আনাড়ি বলে আনাড়ি এমন আনাড়ি জন্ম চোখে দেখিনি মা! কচি ছেলে পলকে পলকে গলা শূন্যকৈ তাও যদি না টেব পাও তবে মা হওয়া কেন? দাইমাগীও মানুষ কেমন? তামাকপাতা আনতে গিয়ে বড়ী হ'ল।

এই তুচ্ছ ঘটনাটি শ্যামাব মনে গাঁথা হইয়া আছে প্ৰথম সন্তানকে সে যে বাবোদিনেব বেশি বাঁচাইতে পাৰে নাই তাব সবটুকু অপবাধ চিবকাল শ্যামা নিজেব বলিয়া স্বীকাৰ কবিয়া লইয়াছে সন্তান পৰিচৰ্যাৰ কিছুই নস যে তখন জানিত না এই ঘটনাটি শ্যামাব কাছে হঠিয়া আছে তাহাব আদিম প্ৰমাণেব মত। তখন অবশ্য সে জানিত না বাবোদিন পৰে পেট ফুলিয়া ছেলে তাহাব মৰিয়া যাইবে। মন্দা চলিয়া গেল ছেলেব দিক চোখ বাখিয়া সে শান্তভাবেই শূন্য হৈছিল, গলা শূন্যকৈ লক্ষণ দেখা গেলে মখে মধু দিবে। অনামনে সে অনেক কথা ভাবিয়াছিল। দৰজা দিয়া দুটি চডাই পাখী ঘৰে ঢুকিয়া খানিক এদিক ওদিক ফড়ফড় কবিয়া উড়িয়া জানালা দিয়া বাহিব

হইয়া গিয়াছিল জনালা দিয়াই বোদ আসিয়া পড়িয়াছিল শ্যামাব শিষ্যে।  
কথা শ্যামাব তখন মনে পড়ে নাই, ভগবানের কাণ্ডকাবখানা  
বন্ধিতে না পাবিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। বন্ধে তাহাব দুদিন দুধ  
আসিবে না। নবজাত শিশুর জন্য ভগবান দুদিনের উপবাস ব্যবস্থা  
কবিষাছেন। মন্দাব হুকুম শ্রবণ কবিষা মাঝে মাঝে ছেলের মূখে সে শব্দ  
শুন দিয়াছিল। সন্তানের ক্ষুধাব আকর্ষণ অনুভব কবিষা ভাবিয়াছিল, হযত  
এ ব্যবস্থা ভগবানের নয়। বন্ধে তাহাব যথেষ্ট মমতাব সঞ্চার হয় নাই, তা  
হওয়ার আগে দুধ আসিবে না।

তবু কোন মা সন্তানের জীবনকে অস্থায়ী মনে না কবিষা পারে ?  
বেলা বাড়িলে পাড়ার কয়েকবার্ডিও মেয়েবা শ্যামাব ছেলেকে দেখিতে আসিয়া  
যখন উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা কবিষাছিল শ্যামাব তখন যমুন গর্ব হইয়াছিল  
তেমনি হইয়াছিল ভয়। ভয় হইয়াছিল এইজন্য দেবতাব গোপনে শোনে।  
গোপনে শুনিয়া কোন দেবতাব হাসিবাব সাধ হয় কে বলিতে পারে ? তাই  
বিনয় প্রকাশেব জন্য নয় দেবতাব গোপন কানকে ফাঁকি দিবাব জন্য শ্যামা  
বলিয়াছিল : কাগাখাঁড়া যে হয়নি মাসিমা তাই ঢেব। বলিয়া তাহাব এমনি  
আবগে আসিয়াছিল যে ঘব খালি হওয়ামাত্র ছেলেকে সে চুম্বনে চুম্বনে  
আচ্ছন্ন কবিষা দিয়াছিল।

ছেলের গলা শব্দকানোব স্মৃতি মনে পুঁষিয়া রাখিবাব আবকটি কাবণ  
ঘটিয়াছিল সেদিন বারে। গভীর বারে।

সাবাদপূর্ব ঘূমানোব মত স্বাভাবিক কাবণও নিশীথ জাগরণ  
মানুষেব মান অস্বাভাবিক উত্তেজনা আনিয়া দেয়। দাব কোথায় পেটা  
ঘড়িতে তখন বাবোটা বাজিয়াছে। শ্যামাব কম্পন। একটু উদ্ভ্রান্ত হইয়া  
আসিয়াছিল। ঘবেব একদিকে বড়ী দাই আঘাবে ঘুমাইতোছিল। কোণে  
জ্বলিতোছিল প্রদীপ। এগাবটি দিবাবান্ত এই প্রদীপ অনিবার্ণ জ্বলিবে  
জাতকেব এই প্রদীপ্ত প্রহবী। শিষ্যেব কাছে মেঝেতে খড়ি দিয়া মন্দা  
দুর্গানাম লিখিয়া রাখিয়াছে। সকালে আঁচল দিয়া দুর্গিয়া ফেলিবে কেহ  
না মাড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যা আবার দুর্গানামেব বন্ধকবচ লিখিয়া রাখিবে।  
আঁতুড়েব বহস্য ভরে পবপূর্ণ : এমনি কত তাহাব প্রতিবধান। হঠাৎ

শ্যামার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হইয়াছিল। একটা অদৃশ্য জনতা যেন তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। চারিপাশে যেন তাহার অলক্ষ্য উপস্থিতি, অশ্রুত কলরব। সকলেই যেন খুঁসি, সকলের অনুচ্চারিত আশীর্বাদে ঘর যেন ভরিয়া গিয়াছিল। শ্যামার বদ্বিতে বাকী থাকে নাই এ'রা তাহার সম্ভানেরই পুত্রপুত্র, ভিড় করিয়া সকলে বংশধরকে দৌখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু একি? বংশধরকে আশীর্বাদ করিয়া তাহাব দিকে এমন কুন্দদৃষ্টিতে সকলে চাহিতেছেন কেন? ভাষে শ্যামার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। হাতজোড় করিয়া সে ক্ষমা চাহিয়াছিল সকলের কাছে। মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, আব কখনো সে মা হয় নাই, সকালে ছেলে যে তাহার গলা শ'কাইয়া মরিতে বসিয়াছিল এ অপরাধ যেন তাহারা না নেন, আর কখনো এবকম হইবে না। জননীর সমস্ত কর্তব্য সে তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলিবে।

তারপর ছেলে মানুষ করাব বিপুল কর্তব্য আঁতুড়েই নিখুঁতভাবে স্ব. করিয়া দিতে শ্যামার আগ্রহের সীমা ছিল না। নিজে সে বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া বসিতে গেলে মাথা ঘুরিত। শুইয়া শুইয়া সে খুঁতখুঁত করিত, এটা হল না ওটা হল না,—শ্লান বিরক্ত হইত, মাঝে মাঝে রাগিয়াও উঠিত। কিন্তু শ্যামার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায। ছেলের অমুরন্ত সেবার এতটুকু তটুটি ঘটিলে সে শূদ্র ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে বাকি রাখিত। ছেলেকে খাওয়ানো হাস্যামার ব্যাপার ছিল না, কাঁদিলে মখে শুন তুলিয়া দিলে চুক্‌চুক করিয়া টানিয়া পেট ভরিয়া আসিলে সে আপনি ধুমাইয়া পড়িত। খুঁটিনাটি সেবাই ছিল অনন্ত। স্নান করাইয়া চোখে কাজল দিলেই শূদ্র চলিত না, কি কারণে ছেলের চোখে বড় পিঁচুটি পড়িতোছিল, ঘণ্টার ঘণ্টার পবিষ্কার ভিজা ন্যাকড়ায় তাহা মুছিয়া লইতে হইত। মিনিটে মিনিটে আবিস্কার কবিতো হইত কাঁথা বদলানোর প্রয়োজনকে। ছেলের বদকে একটু সর্দি বসিয়াছিল, ব্যাপারটা সামান্য বলিয়া কেহ তেমন গ্রাহ্য কবে নাই, কেবল শ্যামার তাগিদে লণ্ঠনের উপর গরম তেলের বাটি বসাইয়া বার বার বদকে মালিশ করিয়া দিতে হইত। এমনি আরও কত কি। নাড়ী কাটিবার দোষেই সম্ভবত ছেলের নাভিমূলে চার দিনের দিন পাকিয়া ফুলিয়া উঠিয়া-

ছিল। শ্যামা নিজে এবং মন্দা ও বড়ী দাই এই তিনজনে ক্রমাগত ছেলের নাভিতে সেক দিয়াছিল।

দিনেব বেলাটা একবকম কাটিয়া যাইত শ্যামাব ভষ কবিত বাগ্রে। পূর্বপূর্বদেব আবির্ভাবের ভষ নষ তাবা একদিনেব বেশি আসেন নাই—অসম্ভব কাল্পনিক সব ভষ। শ্যামা যেন কাব কাছে গল্প শুনিয়াছিল এক ঘুমকাতুবে মাব ঘুমের ঘোবে যে একদিন আঁতুড়ে নিজের ছেলেকে চাপা দিয়া মাঝিয়া ফেলিয়াছিল। নিজের ঘুমন্ত অবস্থাকে শ্যামা বিশ্বাস কবিতৈ পাবিত না। নাকে মূখে পাতলা কাপড় এক মূহুর্তের জন্য চাপা পড়িলে যে ক্ষীণ অসহায় প্রাণীটি দম আটকাইয়া মবিতৈ বসে ঘুমের মধ্যে একখানা হাতও যদি সে তাহাব উপব তুলিয়া দেষ সে কি আব তবে বাঁচবে? শ্যামা নিশ্চিত হইয়া ঘুমাইতে পাবিত না। পাশ ফিবিলাই ছেলেকে পিষিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া চমকিয়া জাগিয়া যাইত। কান পাতিয়া সে ছেলের নিশ্বাসের শব্দ শুনিতৈ চেষ্টা কবিত। মনে হইত নিশ্বাস যেন পড়িতৈছে। কানকে বিশ্বাস কবিয়া তবু সে নিশ্চিত হইতে পাবিত না। মাথা উঁচু কবিয়া ছেলেকে দেখিত নাকেব নিচে গাল পাতিয়া নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব কবিত। তাবপব ছেলের বৃকে হাত বাখিয়া স্পন্দন গুণিত—ধুক ধুব। চঠা তাহাব নিজের হৃৎপন্দ সজোবে স্পন্দিত হইয়া উঠিত। একি ছেলের হৃৎস্পন্দন যেন মৃদু হইয়া আসিয়াছে।

নিশীথ স্তব্ধতায এই আশঙ্কা শ্যামাক পাইয়া বসিত। সে যেন বিশ্বাস কবিতৈ পাবিত না যে এতটুকু একটা জীব নিজস্ব জীবনীশক্তিব জোবে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতৈ পাৰে। শ্যামাব কেবলি মনে হইত এই বৃদ্ধি দুর্বল কলকজাগুলি থামিয়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত মানষ একদিন এমনি ক্ষুদ্র এমনি ক্ষীণপ্রাণ ছিল দিনেব বেলা এ যুক্তি শ্যামার কাজে লাগিত বাগ্রে তাহাব চিন্তাধাবা কোন যুক্তিব বালাই মানিত না ভযে ভাবনায সে আকুল হইয়া থাকিত। সৃষ্টিব বহুসময় স্রোতে যে ভাসিয়া আসিয়াছে নিঃশব্দ নির্বিকার বাগিব অজানা বিপদের কোলে সে মিশিয়া যাইবে, শ্যামাব ইহা স্বভঃসিদ্ধেব মত মনে হইত। ছেলে কোলে সে জাগিয়া বসিয়া থাকিত। দুর্বলতায় তাহাব মাথা ঝিমঝিম কবিত। প্রত্যাহত নিদ্রা

চোখেব সামনে নাচাইত ছায়া। প্রদীপেব নিষ্কম্প শিখাটি তাহাকে আলো দিত ভবসা দিত না।

এই আশংকা ও দন্দুৰ্ভাবনাৰ ভাগ শ্যামা কাহাকেও দিত না।

ভাগ লইবাব কেহ ছিলও না। এক দিন শীতল আঁতুড়েব ধাবে কাছও সে ভিড়িত না। ষষ্ঠীপূজাব বাত্রে সে কেবল একবাব নেশাব আবেশে কি মনে কবিয়া আতুড়ে ঢুকিয়াছিল। ছেলেব শিয়বেব কাছে ধপাস কবিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল এবং অকাবণে হাসিয়াছিল।

শ্যামা বলিয়াছিল তুমি কি গো ' বিছানা ছুঁয়ে দিলে ?

শীতল বলিয়াছিল থোকাৰে একটু কোল নিই ' বলিয়া ছেলেব বগলেব নিচে হাত দিয়া তুলিতে গিয়াছিল। শ্যামা ঝটকা দিয়া তাহাব হাত সব ইয়া দিয়া বলিয়াছিল কি কব ' ঘাড় ভেঙ্গে যাবে যে।

ঘাড় শক্ত হয়নি

নাৰে গন্ধ লাগায় এতক্ষণ শ্যামা টেব পাইয়াছিল।

গিলেছ বুদ্ধি ? তুমি যাও বাব্দ এখন থেকে যাও।

নেশা কবিলে শীতলেব মেজাজ জল হইয়া কবুণ বসে মন থমথম ক'ব। সে ছপছল চাখে এলিয় ছিল আব কবন না শ্যামা। যদি কবি তো থকাব মাথা খাই।

শ্যামা বলিয়াছিল কথাব কি ছিবি। যাও না বাব্দ এখন থেকে।

শীতল বড় দমিয়া গিয়াছিল। যেন কাঁদিয়াই ফেলিবে। স্বানিক পাবে শ্যামাব বালিশটাকে শোনাইয়া বলিয়াছিল একবাব কোল নেব না বুদ্ধি।

শ্যামা বলিয়াছিল কোলে নেবে তো আসনিপৰ্ণিড হয়ে বোসো। তুলবাব চেষ্টা কবলে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

শীতল আসনিপৰ্ণিড হইয়া বসিলে শ্যামা সন্তপ্ৰণে ছেলেকে তাহাব কোলে শায়াইয়া দিয়াছিল। লোকে যেভাবে অচল দুয়ানি দ্যাখে ঝুঁকিয়া তেমনিভাবে ছেলেব মূখ দেখিয়া শীতল বলিয়াছিল যমজ নাকি এ্যা ?

নেশাব সময় মাঝে মাঝে শীতলেব চোখেব সামনে একটা জিনিস দৃষ্ট হইয়া যাইত।

শুদ্ধ সেই একদিন। ছেলে কোলে কবাব সাধ শীতলেব আর কখনো

আসে নাই। যে ক দিন ছেলে বাঁচিয়াছিল আনন্দ ও ভয় উপভোগ করিয়াছিল শ্যামা একা। পাড়ায় শ্যামাব সখী কেহ ছিল না। ছেলে হওয়াব খবর পাইবা কয়েক বাড়ির কোতুহলী মেয়েরা একবার দেখিয়া গিয়াছিল এই পর্যন্ত। শ্যামা মন খুলিয়া কথা বলিতে পারে এমন কেহ আসে নাই। একজন, যে কখনো এ বাড়িতে পা দেয় নাই শ্যামাব সঙ্গে ভাব করিতে চাহিয়াছিল। সে পাড়ার মহিম তালুকদারের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া। পাড়ায় মহিম তালুকদারের চেয়ে বড়লোক কেহ ছিল না। ভাব কবা দূবে থাক শ্যামাকে দেখিতে আসাটাই বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষে এমন অসাধারণ ব্যাপার যে শ্যামা শূদ্র দিনয করিয়াছিল, ভাব করিতে পারে নাই।

তখন শীতল ছাপাখানায় গিয়াছে মন্দা বাম্বা শেষ করিয়া শ্যামাব ছেলেকে মন কবানোর আয়োজন করিতেছে। কে জানিত এমন অসময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বেড়াইতে আসিবে—গয়না-পরা দাসীকে সঙ্গে করিয়া?

শ্যামা বলিয়াছিল ও ঠাকুরবি ওখ থেকে কার্পেটের আসনটা এ'ন বসতে দাও।

মন্দা বলিয়াছিল, কার্পেটের আসন তো বাইবে নেই বৌ, তোবঙ্গে তোলা আছে।

মন্দাব বৃদ্ধির অভাবে শ্যামা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। একটা তুচ্ছ কার্পেটের আসন তাও যে তাহা বা তোরঙ্গে তুলিয়া বাখে বিষ্ণুপ্রিয়াকে এ কথাটা কি না শোনাইলেই চলিত না।

খুলে আন না?

দাদা চাঁবি নিয়ে ছাপাখানায় চলে গেছে বৌ।

অগত্যা একটা মাদরু পাতিয়াই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসিতে দিতে হইয়াছিল। মাদরু বসিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনই অসুবিধা হয় নাই, কেবল শ্যামাব মনের মধ্যে এই কথাটা খচ খচ করিয়া বিধিয়াছিল যে এত বড়লোকের বৌ যদি বা বাড়ি আসিল তাহাকে বসিতে দিতে হইল ছেঁড়া মাদরু।

গরম জল কি হবে ঠাকুরবি?—বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

ছেলেকে নাওষাবো।

নাওরান, দেখি বসে বসে।

মন্দা হাসিয়া বলিয়াছিল, দেখাও হবে শেখাও হবে, না? আপনার দিনও তো ঘনিষে এল।—বলিয়া বিষ্ণুপ্রসার গলায় মৃত্তকার মালা আর কানে হীরার দুল চোখে পড়ায় অন্যদিকে মৃদু ফিরাইয়া মন্দা আবার বলিয়াছিল, তবে আপনি কি আর নিজে ছেলে নাওযাবেন, ছেলে নাওযাবার কটা দাই থাকবে আপনার।

বিষ্ণুপ্রিয়া এ ধরনের কত মন্তব্য শুনিয়াছে। সে মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি ঠাকুরঝি?

মেয়ে নেই, তিনটি ছেলে, দুটি যমজ। কোলেরটিকে সঙ্গে এনেছি, বড় দুটি শাশুড়ীর কাছে আছে।

স্নানের জলে পাঁচটি দূর্বা ছাড়িয়া মন্দা জানালা বন্ধ করিয়াছিল। শ্যামা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিল, জল বেশি গরম নয় তো ঠাকুরঝি?

মন্দা বলিয়াছিল, আমি কি পাগল বোঁ গরম জলে তোমার ছেলেকে পুড়িয়ে মারব?

শ্যামা বলিয়াছিল, নরম চামড়া যে ঠাকুরঝি, একটু গরম হলেই সহিবে না। জলে হাত দিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল, জল যে দিব্য গরম গো।

জল বুঝি ঠান্ডা হতে জানে না বোঁ?

ইহার পরেই বিষ্ণুপ্রসার বসিবার ভাঁজ অত্যন্ত শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। শ্যামার মধ্যে সে যেন ইচ্ছা কি আবিষ্কার করিয়াছে। আর সে সহজে শ্যামার সঙ্গে ছাড়াবে না। বাড়ি হইতে বার বার তাগিদ আসিয়াছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়ি যায় নাই। বসিয়া বসিয়া শ্যামার সঙ্গে রাজ্যের গল্প করিয়াছিল।

কয়েকদিন পরে বিষ্ণুপ্রিয়া আবার আসিয়াছিল। কেহ টের পায় নাই যে সান্ত্বনা দিতে নয়, সে ছেলের জন্য শ্যামাব শোক দেখিতে আসিয়াছিল। শ্যামার প্রথম সন্তান বাঁচিয়াছিল বারো দিন।

## দুই

দু বছৰেৰে মध्ये শ্যামাৰ কোলে আবাব ছেলে আসিল। সেই বাডিতে সেই ছোট ঘৰে শৰৎকালেৰে তেজনি এক গভীৰ নিশীথে। কিন্তু মানুহেৰে জীৱনে অভাৱেৰে প্ৰবণ আছে ক্ষতিৰ প্ৰবণ নাই বলিয়া প্ৰথম সম্ভাৱকে শ্যামা ভুলিতে পাবে নাই। ছেলে মৰিষা যাওখাৰ পৰ কৰেকমাস সে মূহা মানা হইয়াছিল এই অবস্থাটি অতিক্ৰম কৰিতে তাহাৰ মধ্যে যে পৰিবৰ্তন আসিয়াছিল এখনো তাহা স্থায়ী হইয়া আছে। সন্তানেৰে আবিৰ্ভাবে এবাৰ আৰ তাহাৰ সেই অসংখ্য উল্লাস আসে নাই উদ্দাম কল্পনা জাগে নাই। সে শান্ত হইয়া গিয়াছে। সংসাৰধৰ্ম কৰিলে ছেলমে'য় হয় ছেলেমেয়ে হইগৈ মানুহ সুখী হয় এবাৰেৰে ছেলে হওযাটো তাহাৰ কাছে শুধু এই। এতে না আছে বিস্ময় না আছে উদ্ভটতা চোখেৰে পলকে একটা বিৰাট ভবিষ্যতেৰে গড়িয়া তুলিয়া বহিয়া বেডানো ক্ষণে ক্ষণে নব নব কল্পনাৰে তুলি দিয়া এই ভবিষ্যতেৰে গায়ে বঙ মাখানো আৰে সৰ্বদা ভয়ে ও আনন্দে মগন হইয়া থাকা এসবই কিছুই নাই। এবাৰও আতুড়ে এগাবাটি দিবাৰাত্ৰি অনিবাৰণ দীপ জ্বলিয়াছিল কিন্তু শ্যামাৰ এবাৰ একেবাৰেই ভয় ছিল না শুধু ছিল গভীৰ বিষন্নতা। এবাৰ পূৰ্বপ্ৰবুদ্ধেৰে গভীৰ বাত্ৰে শ্যামাৰ ছেলেৰে ভিড কৰিয়া দেখিতে আসেন নাই। ছেলেৰে ক্ষীণ বক্ষস্পন্দন হাওঁ একসময় থামিষা যাইতে পাবে শ্যামাৰ এ আশংকা ছিল কিন্তু আশংকায় ব্যাকুল হইয়া সে জাগিয়া বাত কাটায় নাই। ও বিষয়ে তাহাৰ কেমন একটা উদাসীনতা আসিযাছে। ভাবিষা লাভ নাই উতলা হইয়া লাভ নাই ধৰিষা বাখিৰাৰ চেষ্টা কৰিষা কোন ফল হইবে না। যিনি দেন তিনিই নেন। তাঁৰ দেওযাকে যখন ঠেকানো যায় না দেওযাকে ঠেকাইবে কে।

সে শীতলকে স্পষ্ট বলিয়াছে : এবাৰ আৰে যতটুকু কৰব না বাবু।

অথন্ত কৰা কি ভাল হৰে?

অথন্ত কৰব না তো। নাওযাবো খাওযাবো যেমন যেমন দৰকাৰে সব কৰব। তাৰে বেশি কিছু নহ। কি হৰে কৰে?



শীতল কিছদু বলে নাই। কি বলিবে?

শ্যামা আবার বলিয়াছে, সেবার আমার দোষেই তো গেল।

শীতল একটু ভাবিয়া বলিয়াছে, এটার কিন্তু পর আছে শ্যামা। হতে না হতে কমল প্রেসের চাকরিটা পেলাম।

বোলো না বাবু ওসব। পর না ছাই। আগে বাঁচুক।

কিন্তু কথাটা তুচ্ছ করিবার মত নয়। পরমন্তু ছেলে? হয় তো, তাই। সব অকল্যাণ ও নিরানন্দের অন্ত করিতে আসিয়াছে হয় তো। শ্যামা হয় তো আর দুঃখ পাইবে না।

এবা সময় মত মাইনে দেবে?

দেবে না? কমল প্রেস কত বড় প্রেস জানো।

এবার ছেলে তাহার বাঁচিবে শ্যামা যে এ আশা করে না এমন নয়। মানদুশেব আশা এমন ভঙ্গুর নয় যে একবার ঘা খাইলে চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে। তবু আশাতেই আশঙ্কা বাড়ে। সব শিশুই যদি মরিয়া যাইত পৃথিবীতে এতদিনে তবে আর মানদুশ থাকিত না, শ্যামার এই পুরানো যুক্তিটাও এবার হইয়া গিয়াছে বাতিল। সংসারে এমন কত নারী আছে যাদের সন্তান বাঁচে না। সেও যে তাদের মত নয় কে তাহা বলিতে পারে? একে একে পৃথিবীতে আসিয়া তাহার ছেলেমেয়েরা কেউ বারোদিন কেউ ছ'মাস বাঁচিয়া যদি মরিয়া যাইতে থাকে? বলা তো যায় না। এমন যাদের অদৃষ্ট তাদের এক একটি সন্তান দশ-বারো বছর টিকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন মরিয়া যায়, এবকমও অনেক দেখা গিয়াছে। হালদার বাড়ির বড়বোঁ দু'বার মৃতসন্তান প্রসব করিয়াছিল, তার পরের সন্তান দু'টি বাঁচিয়া ছিল বছরখানেক। শেষে যে মেয়েটা আসিয়াছিল তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছিল। কি আদরেই মেয়েটা বড় হইয়াছিল! তবু তো বাঁচিল না।

নৈসর্গিক প্রতিবন্ধানের ব্যবস্থা এবার কম করা হয় নাই। শ্যামা গোটা পাঁচেক মাদুলি ধারণ করিয়াছে, কালীঘাট ও তারকেশ্বরে মানত করিয়াছে পুজা। মাদুলিগড়লির মধ্যে তিনটি বড় দুলভ মাদুলি। সংগ্রহ করিতে শ্যামাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। মাদুলি তিনটির একটি প্রসাদী ফুল, একটিতে সম্যাসীপ্রদত্ত ডিম্ব ও অপরিষ্কৃত স্বপ্নাদ্য শিকড় আছে।

শ্যামার নির্ভর এই তিনটি মাদুলিতেই বেশি। নিজে সে প্রত্যেক দিন মাদুলি-ধোয়া জল খায়, একটি একটি করিয়া মাদুলিগদুলি ছেলের কপালে ছোঁয়। তারপর খানিকক্ষণ সে সত্যসত্যই নিশ্চিত হইয়া থাকে।

এবারও মন্দাকিনী আসিয়াছে। সঙ্গে আনিয়াছে তিনটি ছেলেকেই। শ্যামার সেবা করিতে আসিয়া নিজের ছেলের সেবা করিয়াই তাহার দিন-কাটে। এমন আশ্বাসে ছেলে শ্যামা আর দ্যাখে নাই। ঠাকুরমার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে বমজ ছেলে দুটি বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, এখনো তাহারা এখানে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। বাঘনা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে না মিটিলে ঠাকুরমার জনাই তাহাদের শোক উত্থলিয়া ওঠে। দিবারান্ত্রি বাঘনারও তাহাদের শেষ নাই। অপরিচিত আবেষ্টনীতে কিছুই বোধ হয় তাহাদের ভাল লাগে না, সর্বদা খুঁতখুঁত করে। কারণে-অকারণে রাগিয়া কাঁদিয়া সকলকে মারিয়া অনর্থ বাধাইয়া দেয়। মন্দা প্রাণপণে তাহাদের তোরাজ করিয়া চলে। সে যেন দাসী, রাজ্য ছেলে দুটি দুদিনের জন্য তাহার অতিথি হইয়া সৌভাগ্য ও সম্মানে তাহাকে পাগল করিয়া দিয়াছে, ওদের তৃষ্টির জন্য প্রাণ না দিয়া সে কান্ত হইবে না। শ্যামা প্রথমে বদ্বিতে পারে নাই, পরে টের পাইয়াছে এমনি ভাবে মাতিয়া থাকিবার জন্যই মন্দা এবার ছেলে দুটিকে সঙ্গে আনিয়াছে। সেখানে শাশুড়ীকে অতিশ্রম করিল ওদের সে নাগাল পায় না। সাধ মিটাইবা ওদের ভালবাসিবার জন্য, আদর স্বস্তি করিবার জন্য, সেই যে ওদের আসল মা এটুকু ওদের বদ্বাইয়া দিবার জন্য, মন্দা এবার ওদের সঙ্গে আনিয়াছে।

আনিয়াছে চুরি করিয়া।

মন্দাই সর্বিস্তারে শ্যামাকে ব্যাপারটা বলিয়াছে। কথা ছিল শ্বশুর কোলের ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া মন্দা আসিবে, শাশুড়ীর দৃঢ়চোখের দুটি রণি বমজ ছেলে দুটি, কান্দু আর কালু, শাশুড়ীর কাছেই থাকিবে। কিন্তু এদিকে কাঁদাকাটা করিয়া স্বামীর সঙ্গে যে গভীর ও গোপন পরামর্শ মন্দা করিয়া রাখিয়াছে শাশুড়ী তার কি জানেন? মন্দাকে আনিতে গিয়াছিল শীতল, কান্দু ও কালু স্টেশনে আসিয়াছিল বেড়াইতে, রাখাল সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাদের ফিরাইয়া লইয়া বাইবার জন্য। গাড়ি ছাড়িবার সময় রাখাল

একাই নামিয়া গিয়াছিল। কান্দ ও কান্দ তখন নিশ্চিত মনে রসগোল্লা খাইতেছে।

শীতল বলিয়াছিল, গাড়ি ছাড়ার সময় হ'ল, ওদের নামিয়ে নাও হে রাখাল।

রাখাল বলিয়াছিল, যাক্ না যাক্, মামাবাড়ি থেকে কদিন বেড়িয়ে আসুক।

মন্দা বলিয়াছিল, ওরাও যাবে যে দাদা। উনি টিকিট কেটেছেন, এই নাও।

শ্যামাকে ব্যাপারটা বলিবার সময় মন্দা এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটুকু উদ্ধৃত করিতেও ছাড়ে নাই, বলিয়াছে, দাদা কিছু টের পায় নি বৌ, ভেবেছিল শাশুড়ী বড়ি সত্যি সত্যি শেষে মত দিয়েছে। ফিরে গেলে যা কান্ডটা হবে! পেটের ছেলে চুরি করার জন্যে আমার না শেষে জেলে দেয়।

এদিক দিয়া শ্যামার বরাবর সন্নিবিধা ছিল, স্বামীর জননীর খেয়াল মত কখনো তাহাকে পুতুল নাচ নাচিতে হয় নাই। তবু, মাঝে মাঝে শাশুড়ীর অভাবে তাহার কি কম ক্লান্ত হইয়াছে। আর কিছু না হোক, বিপদে আপদে মৃদু চাহিয়া ভরসা করিবার সুযোগ তো সে পাইত। মন্দা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে না, কেবল কাজ চালাইয়া দেয়। সেবার যে শ্যামার ছেলে মরিয়া গেল সে যদি কাহারো দোষে গিয়া থাকে অপরাধিনী, শ্যামা, মন্দার কোন হৃদি ছিল না। কিন্তু শাশুড়ী থাকিলে তিনিই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন, শূদ্র আঁতুড়ে তাহাকে এবং বাহিবে তাহার সংসারকে পাহারা করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া ছেলেকে বাঁচাইয়া রাখার ভারও থাকিত তাহারই। যে সব ব্যবস্থার দোষে ছেলে তাহার মরিয়া গিয়াছিল সে তাহা বড়িতে না পারুক শাশুড়ীর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে অবশ্যই ধরা পড়িত। তা ছাড়া, স্বামীর মা তো পর নয় যে ছেলেকে সব দিক দিয়া ঘেরিয়া থাকিলে তাহাকে কোন মায়ের হিংসা করা চলে! মন্দাকে শ্যামা সমর্থন করিতে পারে না।

বলে, ওদের না আনলেই ভাল করতে ঠাকুরঝি!

মন্দা বলে, ভাল দিয়ে আমার কাজ নেই বাবু--সে ডাইনি মাগীর ভাল। আদর দিয়ে দিয়ে রাখা থাকেন আর দিনরাত জপাছেন আমাকে যেমন

করতে,—বড় হলে ওরা কেউ আমাকে মানবে? এখনি কেমন ধারা করে দাখো না?

কিন্তু একটা দিনে ওদের তুমি কি করতে পারবে ঠাকুরঝি? ফিবে গেলেই তো যে কে সেই। মাঝ থেকে শাশুড়ীব কতগুলো গালমন্দ খেবে মরবে।

মন্দার এসব হিসাব করাই আছে।

একটু চেনা হয়ে রইল। একেবারে কাছে ঘেঁষত না, এবার ডাকলে টাকলে একবার দবার আসবে।

একদিন বিস্কুপ্রিয়া আসিযাছিল।

বিস্কুপ্রিয়ার একটি মেয়ে হইয়াছে। মেয়েব জন্মের সময় সেও শ্যামার মত কণ্ঠ পাইয়াছিল, শ্যামাব ভাগ্যের সঙ্গে তাহার ভাগ্যে পার্থক্য কিন্তু সব দিক দিয়াই আকাশ-পাতাল, মেয়েটি তাহার মরে নাই, সোনার চামচে দৃশ খাইয়া নড় হইতেছে। বিস্কুপ্রিয়ার শবীর খুব খাবাপ হইয়া পড়িয়াছিল, কোথায় হাওয়া বদলাইতে গিয়া সারিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনো তাহাব চোখ দেখিলে মনে হয় রোগযন্ত্রণার মতই কি একটা অস্থিরতা যেন সে ভিতবে চাপিয়া রাখিয়াছে। তা ছাড়া, তাহার সাজসজ্জার অভাবটা অবাক করিয়া দেয়। এমন একদিন ছিল সে যখন বসনভূষণে, কেশরচনা ও দেহমার্জনার অভুল উপাদানে নিজেকে সব সময় ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিত। স্বকে থাকিত জ্যোতি, কেশে থাকিত পালিশ, বসনে থাকিত বর্ণ ও ভূষণে থাকিত হীরার চমক। এখন সে সব কিছুই তাহার নাই। অলঙ্কার প্রায় সবই সে খুলিয়া ফেলিয়াছে, বিনাস্ত কেশরাজিতে ধরিয়াছে কতগুলি ফাটল, সে কাছে থাকিলে সাবান ছাড়া আর কোন সুগন্ধিব ইঙ্গিত মেলে না। তাও মাঝে মাঝে নিশ্বাসের দুর্গন্ধে চাপা পড়িয়া যায়।

ঘনিষ্ঠতার বালাই না থাকিলেও মন্দা চিরকাল ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন করিয়া থাকে।

সাজগোজ একেবারে ছেড়ে দিরেছেন দেখছি।

বিস্কুপ্রিয়া হাসিয়া বলে, এবার মেয়ে ওসব করবে।

একটি মেয়ে বিইয়েই সন্মোচনী হয়ে গেলেন?

একটি দাঁটির কথা নয় ঠাকুরঝি। নিজে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে গেলে ও একটিই থাক আর দাঁটিই থাক ফিটফাট থাকা আর গোষায় না। মেয়ে এই এটা করছে এই ওটা করছে—নোংরামির চুড়ান্ত, তার সঙ্গে কি এসেন্স মানাস? মেয়ে একটু বড় হলে হয়ত আবার সুন্দর করব। তা করল ঠাকুরঝি, এ বয়সে কি আর বড়ি হয়ে থাকব সত্যি সত্যি।

শ্যামা বলে, মেয়ে বড় হতে হতে আব একটি আসবে যে।

বিষ্ণুপ্রিয়া জোর দিয়া বলে, না, আব আসবে না।

মন্দা খিলখিল করিয়া হাসে : বললেন বটে একটা হাসির কথা! এখুনি রেহাই পাবেন? আবও কত আসবে, ভগবান দিলে কারো সাধ্য আছে ঠেকিয়ে রাখে।

শ্যামা বলে, ঠাকুরঝি আপনাকে জন্ম করে দিলে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলে, আমাকে জন্ম কথা আব শক্ত কি?

যে বিষ্ণুপ্রিয়ার এমনি পরিবর্তন হইয়াছে একদিন সকালে সে শ্যামাকে দেখিতে আসিল। মেয়েকে সে সঙ্গে আনিল না। মেয়েকে সঙ্গে কবিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া কোথাও যায় না, কারো বাড়ি মেয়েকে যাইতেও দেখ না, ঘরেব কোণে লুকাইয়া বাখে। বাড়ির পুরানো ঝি ছাড়া আর কারো কোলে সে মেয়েকে যাইতে দেখ না। মেয়েব সম্বন্ধে তাহাব একটা সন্দেহজনক গোপনতা আছে, পাডাব মেয়েবা এমনি একটা আভাস পাইয়া কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। তাবপব সকলেই জানিয়াছে। জানিয়াছে যে বিষ্ণুপ্রিয়াব মেয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছে পাপেব ছাপ লইয়া, মাইম ভালুকদার ভীষণ পাপী।

এবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে কার্পেটেব আসনটাতেই বসিতে দেওয়া হইল। মন্দা ভদ্রতা করিয়া জিজ্ঞাসাও করিল, আপনাকে এক কাপ চা করে দি?

চা? বিষ্ণুপ্রিয়া চা খায় না।

খান না? মন্দা সুন্দর অবাক হইতে জানে, কি আশ্চর্য!—তা, চা আমার মেজনদও খায় না। তার বিয়ে হয়েছে চিলপাহাড়ীর জমিদার বাড়ি, মস্ত বড়লোক তারা, চালচলন সব সাহেবি। বিয়ের আগে আমার নন্দ খুব চা খেত। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ছেড়ে দিলে। বললে, চা খেলে গায়ের চামড়া ককর্শ হয়। আমার মেজনদ খুব সুন্দরী কিনা, রঙ প্রায় গিয়ে

মেমদের মত কটা, রঙ খারাপ হবার ভয়ে মরে থাকে। আমার কতটিটিকে দেখেন নি? ওদের হল ফর্সার গদ্বিষ্ট, তাদের মধ্যে ওনার রঙ সবচেয়ে মাজা, তারপরেই আমার মেজননদ।

ছেলেদের জন্য বসিয়া কারো সঙ্গে কথা বলিবার অবসর মন্দা পায় না। উঠানে দ্দুই ছেলে চোঁবাচ্চার জল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া সে উঠিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, আপনাব ননদটি বেশ। খুব সরল।

মুখ্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিবাদ করিল না। আঁচলে মুখ মুছিয়া শ্যামাব সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ার একটু হাসিল। বাহিরে ঝক্‌ঝকে রোদ উঠিয়াছিল। শহরতলীর বাড়ি, জানালা দিয়া পুকুরও চোখে পড়ে, গাছপালাও দেখা যায়। আর পাখি। শবৎকালে পথ ভুলিয়া কতগুলি পাখি শহবেব ধারে আসিয়া পড়িয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, তোমার ছেলের জন্যে দুটো একটা জামাটামা পাঠালে কিছু মনে করবে ভাই? মনে যদি কর তো স্পষ্ট বলো, মনে এক মুখে আব এক কোরো না।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বলার ভঙ্গিতে শ্যামা একটু অবাক হইয়া গেল। বলিল, জামার দরকার তো নেই।

ধরকার নাই বা রইল, বেশিই না হয় হবে।—পাঠাব?

শ্যামা একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা।

আনকোরা নতুন জামা, দর্জিবাড়ি থেকে সোজা তোমাষ দিয়ে যাবে,— আমার মেয়ের জামাটামার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হবে না ভাই।

হলই বা ছোঁয়াছুঁয়ি?

বিকালে বিষ্ণুপ্রিয়ার উপহার আসিল। কাঁচ ছেলের দরকারী কয়েকটা জিনিস। গালিচার মত পদ্ম ও নরম ফ্রান্সেলের কয়েকটি কাঁথা, ছেলেকে জড়াইয়া পুটলি করিয়া কোলে নেওয়ার জন্য ধবধবে সাদা কোমল তিনটি তোয়ালে আর আধ ডজন সেমিজের মত পাতলা লম্বা জামা। শেবোস্ত পদার্থগুলি মন্দাকে বিস্মিত করে।

এগুলো কি বোঁ? অলখান্না নাকি?

শ্যামা হাসে : ঠাকুবাবি বেন কি। সাযেবদেব ছেলেরা পরে দ্যাখোনি ?  
তুমি বেন কত দেখেছ।

দেখিনি। গড়েব মাঠে চিড়িয়াখানায কত দেখেছি।

ও, কত তুমি বোঁড়িয়ে বেড়াচ্ছ গড়েব মাঠে চিড়িয়াখানায।

না ঠাকুরাবি, ঠাট্টা নয়, আগে সত্যি নিষে যেত, চাব পাঁচবার গিলেছি  
যে। সাযেবদেব কচি কচি ছেলেদেব এমনি জামা পবিষে ঠেলা গাড়িতে কবে  
আমাবা বেড়াতে আনত। এমন সুন্দর ছেলেগালি চুঁবি কবে আনতে সাধ  
হত আমাব।

পুবানো কাঁথাব উপব শ্যামা নতুন কাঁথা বিছায়, ছেলের গায়েব তৈলাস্ত  
পেনিটি খুঁলিয়া বিফুপ্রিয়াব দেওয়া আলখান্না পবায তাবপব একখানা  
তোষালে জুড়াইয়া শোষইয়া দেয। আনন্দে অভিভূতা হইয়া বলে কি বকম  
দেখাচ্ছে দ্যাখো ঠাকুবাবি।

মন্দা হাসিমুখে সাধ দিয়া বলে খাসা দেখাচ্ছে বোঁ। ওমা মধ  
বাঁকায যে।

ছেলেকে শ্যামা সত্যসত্যই পুটুলি কবিষাছে। হাত পা নাড়িতে না  
পাবিষা সে হাঁপাইয়া কাদিয়া ওঠে। তোষালেটা শ্যামা তাড়াতাড়ি খুঁলিয়া  
লয়। মন্দা শিশুকে কোলে লইয়া বলিতে থাকে অ সোনা, অ মাণিক —  
তোমায বেঁধেছিল, শক্ত করে বেঁধেছিল, মবে যাই। শ্যামাব গায়ে কাঁটা দেয,  
মাথা দুলাইয়া কোঁক দিয়া দিয়া মন্দা বলিতে থাকে, মেবেছে ? আমাব ধনকে  
মেবেছে ? কে মেবেছে বে। আ লো আ লো—ন ন ন

শ্যামা উত্তেজিত হইয়া বলে, ও ঠাকুবাবি ও যে হাসলো।

মন্দা দেখিতে পায় নাই। তব্দ সে সাধ দিয়া বলে, পিসীব আদবে  
হাসবে না ?

কি আশ্চর্য কান্ড ঠাকুবাবি। ওইটুকু ছেলে হাসে।

এবকম আশ্চর্য কান্ড দিব্যরাগিই ঘটিতে থাকে। খোকার সম্বন্ধে  
এবার সে কিনা অনেক বিষয়েই উদাসীন থাকিবে ঠিক করিয়াছে, খোকার  
আশ্চর্য কান্ডগুলিতে অনেক সময়ে শ্যামা শূদ্ধ তাই মনে মনে আশ্চর্য হয়,  
বাহিরে কিছু প্রকাশ করে না। খোকার হাত পা নাড়িয়া খেলা করা দেখিয়া

মনে যখন তাহাব দোলা লাগে খেলাব অর্থহীন হাত নাড়া আব ক্ষুধাব সমগ  
স্তন খুঁজিয়া হাত-নাডাব পার্থক্য লক্ষ্য কবিষা তাহাব যখন সকলকে ডাকিয়া  
এ ব্যাপাব দেখাইতে ইচ্ছা হয় শ্যামা তখন নিজেকে সতর্ক কবিষা দেয।  
স্ববণ কবে যে সন্তানকে উপলক্ষ কবিষা জননীৰ অসংযত উল্লাস অমঙ্গল-  
জনক। আনন্দেব একটা সীমা ভগবান মানুষেব জন্য নির্দিষ্ট কবিষা  
দিয়াছেন মানুষ তাহা লঙ্ঘন কবিলে তিনি বাগ কবেন। তব্দ সব সময়  
শ্যামা কি আব নিজেকে সামলাইয়া চলিতে পাবে? অনামনস্ক অবস্থায় সঠাৎ  
একসময় ঝাঁ কবিষা থোকাকে সে কোলে তুলিয়া লয়। তাহাব পাজবেব  
একদিকে থাকে হুপিগুড় আবেক দিকে থাকে থোকা থোকাব লাগিম পা দুটি  
হইতে কেশ বিবল মাথাটি পর্যন্ত শ্যামা অসংখ্য চুম্বন কবে দীর্ঘনিশ্বাস  
থোকাব দেহেব আঘাত লয়। তাবপৰ সে অনুতাপ কবে। বাডাবাডি কবিষা  
একবাৰ তাহাব সর্বনাশ হইয়াছে তব্দ কি শিক্ষা হইল না? ✓

শীতলেব মিশ্র খাপছাড়া প্রকৃতিতেও বাৎসল্যেব আবির্ভাব হইয়াছে।  
বাৎসল্যেব বসে তাহাব ভীৰু উগ্রতাও যেন একটু নবম হইয়া আসিয়াছে।  
পিড়ম্বের অধিকাৰ খাটাইয়া ছেলেব সঙ্গে সে একটু মাখামাখি কবিতৈ চাশ  
শ্যামা সভয়ে বাধা দিলে বাগ কবাব বদলে ক্ষমই যেন হয় প্রকৃতপক্ষে বাগ  
কবাব বদলে ক্ষম হয় বলিয়াই তাহাব বিপজ্জনক আদবেব হাত হইত  
ছেলেকে বাঁচাইয়া চলিবাব সাহস শ্যামাব হয়। সে উপস্থিত না থাকিল  
ছেলেকে কোলে তুলিতে শীতলাকে সে বাবণ কবিষা দিয়াছে। মাঝে মাঝে  
দুচাব মিনিটেব জন্য ছেলেকে স্বামীৰ কোলে সে দেয কিন্তু নিজ কাছ  
দিড়াইয়া থাকে পদলিসেব মত সতর্ক পাহাবা দেয।

মাঝে মাঝে শীতল তাহাক ফাঁকি দিবাব চেষ্টা কৰে। বাণে হয়ত সে  
জাগিয়া আছে থোকা কাঁদিল। চুপি চুপি চৌকি হইতে নামিয়া মেঝেতে পাতা  
বিছানায় ঘুমন্ত শ্যামাব পাশ হইতে থোকাকে সে সন্তর্পণে তুলিয়া লয়  
চোবের মত। অনভ্যস্ত অপটু হাতে থোকাকে নুকেব কাছ ধৰিয়া বাখিয়া  
নিজে সামনে পিছনে দুলিয়া তাহাকে সে দোলা দেয মৃদু গদনগদনানো সবে  
ঘুমপাড়ানো ছড়া কাটে। বলে আশ রে পাড়ার ছেলেবা মাছ ধবতে যাই  
মাছের কাঁটা পার ফুটেছে, দোলায় চড়ে যাই। রাতদুপুরে নিজের মূখে ঘুম-



পাডানো ছড়া শুনিয়া মুখখানা তাহাব হাসিতে ভবিষা যায়। এ ছেলে কাব ?  
 তাব। শ্যামা মানুষ কবিতোছে কবুক ছেলে শ্যামাব নষ তাব।

এদিকে শ্যামাব ঘুম ভাঙ্গে। কচি ছেলের বড়ি মা কি আব ঘুমাষ ?  
 লোক দেখানো চোখ বড়িয়া থাকে মাত্র। উঠিয়া বসিয়া শীতলের কান্ড  
 কাহিয়া দেখিতে শ্যামাব মন্দ লাগে না। কিন্তু মনকে সে অবিলম্বে শক্ত  
 কবিষা ফেলে।

বলে কি হচ্ছে ?

শীতল চমকাইয়া থোকাক প্রায় ফেলিয়া দেয়।

শ্যামা বলে ঘাউটা বেঁকে আছে। ওব কত লাগছে বন্ধুতে পাবছ  
 লাগলে কাদত।—শীতল বলে।

কাঁদবে কি ? যে ঝাঁকানি ঝাঁকিছ আঁৎকে ওব কান্না বন্ধ হাযছে।—  
 শ্যামা বলে।

শীতল প্রথমে ছেলে ফিবাইয়া দেয়। তাবপর বলে বেশ কবাছি। অত  
 তুমি লম্বা লম্বা কথা বলবে না বলে দিছি খপদাঁব। শীতল শূইয়া পড়ে।  
 সে সত্যসত্যই বাগ কবিষাছে অথবা এটা তাব ফাঁকা গর্জন শ্যামা ঠিক তাহা  
 বুঝিতে পারে না। খানিক পবে সে বলে আমি কি বাবণ কবোঁছি ছেলে দেব  
 না। একটু বড় হোক নিও না তখন যত খুসি নিও। ওকে ধবতে বলে  
 আমাবি এখন ভয় কবে। কত সাবধান নাডাচাডা কবি তব্দ কালকে হাতটা  
 মচাডে গেল

শীতল বলে আবে বাপবে বাপ। বাত দুপুবে একব বকব কবে এ যে  
 দেখছি ঘুমাতেও দেবে না।

শীতলের মৈজাজ ঠান্ডা হইয়া আসিযাছে সন্দেহ নাই। বাগ সে করে  
 না বিবস্ত হয। মন যে তাহাব নরম হইয়া আসিযাছে অনেক সময় এটুকু  
 গোপন কবিবাব জনাই সে যেন বাগেব ভান কবে কিন্তু আগেব মত জমাইতে  
 পারে না।

মন্দাকে নেওয়াব জন্য তাহাব শাশুড়ী বাববাব পত্র লিখিতেছিলেন  
 মন্দা বাববাব জবাব লিখিতেছিল যে পড়িয়া গিয়া তাহাব কোমবে ব্যথা  
 হইযাছে, উঠিতে পারে না এখন যাওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত শাশুড়ী বোঝ

হয় সন্দেহ করিলেন। এক শনিবার রাখালকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন কলিকাতায়। রাখালের স্নেহ শ্যামা ভুলিতে পারে নাই, সে আসিয়াছে শুনিয়াই আনন্দে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আনন্দ তাহার টীকিল না। রাখালের ভাব দেখিয়া সে বড় দমিয়া গেল। এককাল পরে তার দেখা পাইয়া রাখাল খুঁসি হইল মামুলি ধরণে, কথা বলিল অন্যমনে, সংক্ষেপে। শ্যামার ছেলের সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র কৌতূহল দেখা গেল না।

সারাদিন পরে বিকালে ব্যাপার বদ্বিধা মন্দা স্বামীকে বলিল, তুমি কি গো? বৌ কতবার ছেলে কোলে কাছে এল, একবার তাকিয়ে দেখলে না?

রাখাল বলিল, দেখলাম না? ওই যে বললাম তুমি রোগা হযে গেছ বৌঠান?

মন্দা বলিল, দাদার ছেলে হয়েছে জানো? জানো আমার মাথা! ছেলেকে একবার কোলে নিয়ে একটু আদর করতে পারলে না? দাদা কি ভাবে!

রাখাল বলিল, তোমার আদর করে সময় পেলাম কই?

মন্দা রাগ করিয়া বলিল, না বাবু, তোমার কি যেন হয়েছে। তামাসা-গদলি পর্যন্ত আজকাল রসালো হয় না।

তোমার কাছে-হয় না। বৌঠানকে ডেকে আনো হবে।

মন্দার অনুযোগের যে ফল ফলিল শ্যামার তাহাতে মনে হইল একটু 'গাল টিপিয়া আদর করিয়া রাখাল বদ্বিধা ছেলেকে তাহার অপমান করিয়াছে। শ্যামার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া রহিল। জীবন-যুদ্ধে সন্তানের প্রত্যেকটি পরাজয়ে মার মনে যে ক্ষুদ্র বেদনার সঞ্চার হয়, এ অসন্তোষ তাহাবই অনুরূপ। শ্যামার ছেলে এই প্রথমবার হার মানিয়াছে।

পরদিন বিকালে রাখাল একাই ফিরিয়া গেল। মন্দা যাইতে রাজি হইল না, রাখালও বেশি পীড়াপীড়ি করিল না। যাওয়ার কথা মন্দাকে সে একবারের বেশি দ্বার বলিল কি না সন্দেহ। পথ ভুলিয়া আসার মত যেমন অন্যমনে সে আসিয়াছিল, তেমনি অন্যমনে চলিয়া গেল।

কি জন্য আসিয়াছিল তাও যেন ভালরকম বোঝা গেল না।

শীতল গোপনে শ্যামাকে বলিল, রাখাল আবার বিয়ে করেছে শ্যামা।

বলিল রাত্রে, শ্যামার যখন ঘুম আসিতেছে। শ্যামা সজাগ হইয়া বলিল, কেন ঠাট্টা করছ?

কিসের ঠাট্টা? ও মাসের সাতাশে বিয়ে হয়েছে। মন্দাকে এখন কিছ্ বোলো না। রাখাল বলে গেছে সেই গিয়ে সব কথা খুলে ওকে চিঠি লিখবে। মুখে বলতে এসেছিল, পাবল না। আমিও ভেবে দেখলাম, চিঠি লিখে জানাই ভাল।

উত্তেজনার সময় শ্যামার মুখে কথা যোগায় না। রাখালের ভাবভঙ্গি মনে কবিতা সে আরও মুক হইয়া রহিল। একদিন যে তাহার পরমাত্মার চোখে আপন হইয়া উঠিয়াছিল, গভীর বাত্র বারান্দায় টিম্‌টিমে আলোয় খার কাছে বসিয়া দুঃখেব কথা বলিতে বলিতে সে নিঃসঙ্কোচে চোখ মুদ্বিহ্নে পাবিত,—শুধু তাই নয়, যে চঞ্চল হইয়া উসখুস করিতে আরম্ভ করিলেও যব কাছে তাহার ভয় ছিল না, এবাব সে তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। একটা কিছ্ করিয়া না আসিলে কি মানুস এমন হয়?

কোথায় বিয়ে হল কি বস্তান্ত বল তো আমায়, গদ্বিহ্নে বলো। - শ্যামা যখন এ অনুরোধ জানাইল, শীতলের চোখ ঘুমে বদ্বিজিয়া আসিয়াছে।

অঃ? বলিয়া সজাগ হইয়া সে যা জানিত গডগড় কবিতা বলিয়া গেল। তারপব বলিল, বড় ঘুম পাছে গো। বাকি সব জিজ্ঞেস করো কাল।

জিজ্ঞাসা করিবার কিছ্ বাকি ছিল না, এবাব শুধু আলোচনা। শ্যামার সে উৎসাহ ছিল না, সে জাগিয়া শুইয়া রহিল নীরবে। একি অশ্চর্য ব্যাপার যে রাখাল আবার বিবাহ করিয়াছে? স্ত্রী যে তাহার তিনটি সন্তানের জননী একি সে ভুলিয়া গিয়াছিল? অবস্থা বিশেষে পদব্রহ্মমানুষের দ্বার বিবাহ করাটা শ্যামার কাছে অপরাধ নয়। ধর, এখন পর্যন্ত তার যদি ছেলে না হইত, শীতল আবার বিবাহ করিলে তাহা একেবারেই অসঙ্গত হইত না। কিন্তু এখন কি শীতল আর একটা বিবাহ করিতে পারে? কোন যুক্তিতে করিবে!—রাখাল একি কান্ড করিয়া বসিয়াছে? মন্দার কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? রাখালকে শ্যামা চিরকাল শ্রদ্ধা করিয়াছে, কোনদিন বদ্বিহ্নে পারে নাই। এবারও রাখালের এই কীর্তির কোন অর্থ সে বদ্বিজিয়া

পাইল না। এমন যদি হইত যে মন্দার স্নাতক ভাল নয়, সে দেখিতে কুৎসিত, তাহাকে লইয়া বাখাল সুখী হইতে পাবে নাই, আবার বিবাহ কবিবাব কাষণটা তাহার শ্যামা বুঝিতে পারিত। মনের মিল তো দুজনের কম হয় নাই? এ বাড়িতে পা দিয়া অসুস্থ মন্দার যে সেবাটাই বাখালকে সে করিত দেখিয়াছিল তাও শ্যামার মনে আছে।

এমন কাজ তবে সে কেন করিল? শ্যামা ভাবে ঘুমাইতে পাবে না। চৌকির উপর শীতল নাক ডাকায় ঘুমন্ত সন্তানের মত হইতে শুন আলগা হইয়া খসিয়া আসে জননী শ্যামা আহত উত্তেজিত বিষণ্ণ মনে আর একটি জননীর দর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া যায়। বাখালের অপকারের একটা কাণ্ড খুঁজিয়া পাইলে সে যেন সন্তুষ্ট পাইত। কে বলিত পাবে এবকম বিপদ তাবও জীবনে ঘটিবে কি না? শীতল তো বাখালের চেয়ে ভাল লোক নয়। কিসেব যোগাযোগে স্ত্রী ও জননী রূপাল ভাঙ্গে মন্দার দৃষ্টান্ত হইত সেটুকু বোঝা গেলে মন্দ হইত না। তাবপর একটা কথা ভাবিয়া হঠাৎ শ্যামার হাত পা অবশ হইয়া আসে। মন্দা জননী বলিয়াই হয় তো বাখালের স্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছে? ছেলের জন্য মন্দা স্বামীকে অবহেলা করিয়াছিল স্ত্রী বর্তমানে বাখাল স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়াছিল হয়ত তাই সে আবার বিবাহ করিয়াছে? "

পৰ্বদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া শীতল দেখিল বৃকের উপর বৃক্ষিয়া মুখের কাছে হাসিভরা মুখখানা আনিয়া শ্যামা তাহাকে ডাকিতেছে। শ্যামা যে বাড়েই গাব বাব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ছেলের জন্য কখনো সে স্বামীকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবে না শীতল তো তাহা জানিত না, এও সে জানিত না যে প্রতিজ্ঞা-পালনে স্বামীর ঘুম ভাঙিবার নিষ্পত্তি সময় পরিস্ত সবদর শ্যামার সহ্য নাই। শীতল তাহাকে ধাক্কা দিয়া সবাইয়া দিল। বলিল, হঠাৎ কি?

বেলা হল উঠবে না?

শীতল পাশ ফিরাইয়া শুইল। বিভবিড করিয়া সে যা বলিল তা গালাগালি।

তখন শ্যামা বুঝিতে পারিল সে ভুল করিয়াছে। ছেলের জন্য স্বামীকে

অবহেলা না করিবার প্রক্রিয়া এটা নয়। স্বামী যতটুকু চাহিবে দিতে হইবে ততটুকু, গায়ে পড়িয়া সোহাগ করিতে গেলে জুড়িবে গালাগালি।

মন্দার কোন পরিবর্তন নাই। সে তো এখনো জানে না। ছেলেদের লইয়া সে ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া রহিল। আড়চোখে তাহার সানন্দ চলাফেরা দেখিতে দেখিতে শ্যামার বড় মমতা হইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, অ পোড়াকপালী! বেশ হেসে খেলে সময় কাটাচ্ছ, ওদিকে তোমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। যখন জানবে তুমি করবে কি?—একটা বিড়ালছানাও জন্য মারামারি করিয়া কান্দ ও কান্দ কাঁদতেছিল। দেখাওঁখি কোলের ছেলোটোও কান্না জুড়িয়াছিল। শ্যামা সাহায্য করিতে গেলে মন্দা তাহাকে হটাইয়া দিল। তিনজনকে সে সামলাইল একা।

শ্যামার চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, কার ছেলেদের এত ভালবাসছ ঠাকুরঝি? সে তো তোমার মান রাখে নি!

মন্দার সমস্যা শ্যামাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। রাখালের প্রতি সে যেন ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহ বোধ করিতে আরম্ভ করে। সংসারে স্ত্রীলোকের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিজের কাছে সে অপদম্ব হইয়া যায়। যে আশ্রয় তাহাদের সবচেয়ে স্থায়ী কত সহজে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যে লোকটির উপর সব দিক দিয়া নির্ভর করিতে হয়, কত সহজে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে?

মন্দা অবশ্যই এবার অনেক দিন এখানে থাকিবে। এ আরেক সমস্যার কথা। আর্থিক অবস্থা তাহাদের স্বচ্ছল নয় নতুন চাকরীতে শীতল নিয়মিত মাহিনা পায় বটে, টাকার অঙ্কটা কিন্তু ছোট। শীতলের কিছু ধার আছে, মাঝে মাঝে কিছু কিছু শোধিতে হয়, সদুও দিতে হয়। খরচ চলিতে চায় না। তিনটি ছেলে লইয়া মন্দা বেশি দিন এখানে থাকিলে বড়ই তাহারা অসুবিধায় পড়িবে। শ্যামা অবশ্য এসব অসুবিধার কথা ভাবিতে বসিত না, অত ছোট মন তাহার নয়,—যদি তাহার খোকাটি না আসিত। মন্দার জন্য তাহারা স্বামী-স্ত্রী না-হয় কিছুদিন কণ্টই ভোগ করিল, কারো খাতিরে খোকাকে তো তাহারা কণ্ট দিতে পারিবে না। ওর যে ভাল জামাটি জুড়িবে না, দুধ কম পড়িবে, অসুখে বিসুখে উপযুক্ত চিকিৎসা হইবে না, শ্যামা

তাহা সহিবে কি করিয়া? নিজের ছেলের কাছে নাকি নন্দ ও তাহার ছেলে-মেয়ে! বর্তদিন সম্ভব ঠিক ততদিনই মন্দাকে সে এখানে থাকিতে দিবে। তারপর মখ ফুটিয়া বলিবে, আমাদের খরচ চলছে না ঠাকুরঝি। বলিবে, অভিমান চলবে কেন ভাই? মেয়েমানুষের এমনি কপাল। এবার তুমি ফিরে যাও ঠাকুরজামায়ের কাছে।

হিসাবে শ্যামার একটু ভুল হইয়াছিল। কয়েকদিন পরে রাখালের পত্র আসিবামাত্র বনগাঁ যাওয়ার জন্য মন্দা উতলা হইয়া উঠিল। সে কোনমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, রাখাল আবার বিবাহ করিয়াছে। বারবার সে বলিতে লাগিল, সব মিছে কথা। সে বনগাঁ যায় নাই বলিয়া রাগিয়া রাখাল এরকম চিঠি লিখিয়াছে। একথা কখনো সত্যি হয়? তবু, এরকম অবস্থায় তাহার অবিলম্বে বনগাঁ যাওয়া দরকার। আমার আজকেই রেখে এসো দাদা, পায়ে পাড় তোমার।

এদিকে, সেদিন আরেক মন্স্কিল হইয়াছে। রাত্রে শ্যামার ছেলেব হইয়া ছিল জ্বর, সকালে থার্মোমিটার দিয়া দেখা গিয়াছে জ্বর একশ দুইএর একটু নিচে। ছেলে কোলে করিয়া শেষরাতি হইতে শ্যামা ঠায় বসিয়া কাটাইয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া সে বাহির করিয়াছে যে বারোকে চার দিয়া গুণ করিলে যত হয় ছেলের বয়স এখন তাহার ঠিক ততদিন। আগের খোকাটি তাহার ঠিক বারোদিন বাঁচিয়াছিল। বনগাঁ অনেক দূর, শীতলকে শ্যামা ছাপাখানায় পৰ্বস্ত যাইতে দিতে রাজি নয়।

শীতল বলিল, দুদিন পরেই যাস মন্দা। চিঠিপত্র লেখা হোক, একটা খবর দিলে যাওয়াও তো দরকার। খোকার জ্বরটাও ইতিমধ্যে হয়ত কমবে।

মন্দা শুনিল না। বাড়িটা হঠাৎ তাহার কাছে জেলখানা হইয়া উঠিয়াছে। সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, আজ না পার, কাল আমাকে তুমি রেখে এসো দাদা। সকালে রওনা হলে বিকেলের গাড়িতে ফিরে আসতে পারবে তুমি।

শীতল বলিল, ব্যস্ত হোস কেন মন্দা, দেখাই যাক না কাল সকাল পৰ্বস্ত, খোকার জ্বর আজকের দিনের মধ্যে কমে যেতেও পারে তো।

বিকালে খোকার জ্বর কমিল, শেষরাতে আবার বাড়িয়া গেল। সকালে

মন্দা বলিল, আমার তবে কি উপায় হবে বো? আমি তো থাকতে পারি না আর। দাদা যদি নাই যেতে পারে, আমায় গাড়িতে তুলে দিক, ওদের নিয়ে আমি একাই যেতে পারব।

শ্যামা রাতে ভাবিয়া দেখিয়াছিল, মন্দাকে আটকাইয়া রাখা সম্ভব নয়। উদ্বেগে ও আশঙ্কায় সে এখন বনগাঁ যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, পরে হয়ত মত পরিবর্তন করিয়া বসিবে, আর যাইতেই চাহিবে না। বলিবে, অমন স্বামীর মূখ দেখার চেয়ে ভাইএর বাড়ি পড়িয়া থাকাও ভাল। বোনকে পুষ্টিবাহার ক্ষমতা যে শীতলের নাই এতো আর সে হিসাব করিবে না। তার চেয়ে ও যখন যাইতে চায়, ওকে যাইতে দেওয়াই ভাল। একদিনে তাহার খোকার কি হইবে? শীতল তো ফিরিয়া আসিবে রাতেই।

এই সব ভাবিয়া শ্যামা শীতলকে বনগাঁ যাইতে বাধা দিল না। জিনিস পত্র মন্দা আগের দিনই বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। একচড়া আলুভাতে ফুটাইয়া কালু ও কান্দুকে খাওয়াইয়া, কোলের ছেলেটির জন্য বোতলে দুধ ভরিয়া লইয়া শীতলের সঙ্গে সে রওনা হইয়া গেল। গাড়িতে ওঠার সময় মন্দা একটু কাঁদিল, শ্যামাও কয়েকবার চোখ মুছিল।

গাড়ি যেন চোখের আড়াল হইল না, শ্যামার ছেলের জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিল। ঝিকে দিয়া কই মাছ আনাইয়া শ্যামা এবেলা শুধু ঝোল-ভাত রাঁধিবাব আয়োজন করিয়াছিল, সব ফেলিয়া রাখিয়া দুঃখদুঃখ বদকে অবিচারিত মুখে সে ছেলেকে কোলে করিয়া বসিল। নির্যাত্তির খেলা শ্যামা বোঝে বৈ কি! মন্দার ভাব এড়াইবার লোভে শীতলকে যাইতে দেওয়ার দৃষ্টি নতুবা তাহার হইবে কেন? স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া মন্দা চিরকাল ভাইয়ের সংসারে পড়িয়া থাকিত, এ আশঙ্কা শ্যামার কাছে এখন অর্থহীন মনে হইল। কাঁধে শনি ভর না করিলে মানুষ ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক অসুবিধার কথা ভাবিয়া ছেলের রোগকে অগ্রাহ্য করে? ছেলে যত ছটফট করিয়া কাঁদিতে লাগিল, অনুতাপে শ্যামার মন ততই পড়িয়া যাইতে লাগিল। যেমন ছোট তাহার মন, তেমনি উপবৃত্ত শান্তি হইয়াছে! তার মত স্বার্থপর হীনচেতা স্ত্রীলোকের ছেলে যদি না মরে তো! মরিবে কার? একা সে এখন কি করে!

ঠিকা ঝি বাসন মাজিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া শ্যামা বলিল, খোকার বড় জ্বর হয়েছে সত্যভামা, বাবু বনগাঁ গেলেন, কি হবে এখন?

ঝি শতমুখে আশ্বাস দিয়া বলিল, কমে যাবে মা, কমে যাবে।—ছেলেপিলের অমন জ্বর জ্বালা কত হয়, ভেবোনি।

তুমি আজ কোথাও য়েয়ো না সত্যভামা।

কিন্তু না গিয়া সত্যভামার উপায় নাই। সে ধরিতে গেলে স্বামীহীনা, কিন্তু তাহার চারটি ছেলেমেয়ে আছে। তিন বাড়ি কাজ করিয়া সে ইহাদের আহার যোগায়, শ্যামার কাছে বসিয়া থাকিলে তাহার চলিবে কেন? সত্যভামার বড় মেয়ে রাণীর বয়স দশ বছর, তাহাকে আনিয়া শ্যামাব কাছে থাকিতে বলিয়া সে সরকারদেব কাজ করিতে চলিয়া গেল। রাণীর একটা চোখে আঁজনা হইয়াছিল, চোখ দিয়া তাহার এত জল পড়িতেছিল যেন কার জন্য শোক করিতেছে। শ্যামা এবার একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া গেল। এমন যোগাযোগ, এত সব অমঙ্গলের চিহ্ন, একি ব্যর্থ যাত্ৰা? আজ দিনটা মেঘলা করিয়া আছে। শীত পড়িয়াছে কনকনে। খোকার জ্বরের তাপে শ্যামাব কোল বত গরম হইয়া ওঠে, হাত পা হইয়া আসে তেমনি ঠান্ডা। মাঝে মাঝে শ্যামার সর্বাস্থে কাঁপুনি ধরিয়া যায়। বেলা বাবোটা ব সময় খোকার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কান্না খামিল। ভয়ে ভাবনায শ্যামা আধমরা হইয়া গিয়াছিল, তবু তাহার প্রথম ছেলেকে হারানোর শিক্ষা সে ভোলে নাই—তাড়াতাড়ি নয়, বাড়িবাড়ি নয়। এরকম উত্তেজনার সময় ধীবতা বজায় রাখা অনভ্যস্ত অভিনয়ের সামিল, শ্যামার চিন্তা ও কার্য দুই অত্যন্ত স্নিগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনবাব ঋণোন্মিটার দিয়া সে ছেলের সঠিক টেম্পারেচার ধরিতে পাবিল। একশ তিন উঠিয়াছে। জ্বর এখনো বাড়িতেছে বৃদ্ধিতে পারিয়া রাণীকে সে ওপাড়ার হারান ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। এতক্ষণে সে টের পাইয়াছে জ্বরের বৃদ্ধি স্থগিত হওয়ার প্রতীকার এতক্ষণ ডাক্তার ডাকিতে না পাঠানো তাহার উচিত হয় নাই। হারান ডাক্তার যেমন গম্ভীর তেমনি মন্থর। আজ যদি রোগী দেখিয়া ফিরিতে তাহার বেলা হইয়া থাকে, মান করিয়া খাইয়া ব্যাপার দেখিতে আসিবে সে তিন ঘণ্টা পরে। রাণী কি রোগীর অবস্থাটা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিবে? সামান্য জ্বর মনে করিয়া হারান ডাক্তার যদি



বিকালে দেখিতে আসা স্থিৰ কৰে? ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা সদৰ দৰজাৰ গিয়া পথেৰ দিকে তাকায। বাণীকে দেখিতে পাইলে ডাকিয়া ফিৰাইবা একাটি কাগজে হাবান ডাক্তাৰকে কয়েকটি কথা লিখিয়া দিবে। বাণীকে সে দেখিতে পায় না। শূদ্ধ পাডাব ছেলে বিন্দু ছাউ পথে কেহ নাই।

শ্যামা ডাকে অ বিন্দু অ ভাই বিন্দু শূনছ

কি?

থোকাৰ বস্তু জবৰ হযেছে ভাই কেমন অজ্ঞানেৰ মত হযে গেছে, লক্ষ্মী দাদাটি একবাৰ ছুটে হাবান ডাক্তাৰকে গিয়ে বল গৈ—

আমি পাবব না। বিন্দু বলে।

শ্যামা বলে ও ভাই বিন্দু শোন ভাই একবাৰ

বাডাবাডি 'সে উতলা হইয়াছে? ঘৰে গিয়া শ্যামা কাঁদে। দেখো ছেলে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। চোখ বুজিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। ওকি আব চোখ মেলিবে

হাবান ডাক্তাৰ দাঁৰি না কৰিয়াই আসিল। হাবান যত মন্তব হোক তাৰ পূৰ্বানো নডৰডে ফোৰ্ড গাড়িটা এখনো ঘণ্টায় বিশ মাইল যাইতে পাবে। ভাত খইয়া সে ধীৰে ধীৰে পান চিৰাইতেছিল ঘৰে ঢুকিয়া সে প্ৰথমে চিকিৎসা কৰিল শ্যামাৰ। বলিল কেদো না বাছা। বোগ নিৰ্ণয় হবে না।

কেমন তাহাৰ বোগ নিৰ্ণয় কে জানে থোকাৰ গায়ে একবাৰ হাত দিয়াই হৃদয় দিল এক গামলা ঠাণ্ডা জল কলসী থেকে এনো।

শ্যামা গামলাৰ জল আনিলে হাবান ডাক্তাৰ ধীৰে ধীৰে থোকাৰে তুলিয়া গলা পৰ্যন্ত জলে ডুবাইয়া দিল এক হাতে সেই অবস্থায় তাহাকে ধৰিয়া বাখিয়া অন্য হাতে ভিজাইয়া দিতে লাগিল তাহাৰ মাথা। থোকাৰ মাব অনদ্ৰমতি চাহিল না এবকম বিপজ্জনক চিকিৎসাৰ কোন কৈফিয়ৎ দিল না।

শ্যামা বলিল একি কবলেন?

হাবান ডাক্তাৰ বলিল শূকনো তোয়ালে থাকলে দাও না থাকলে শূকনো কাপড়েও চলবে।

শ্যামা বিস্ময়প্ৰসাৰ দেওয়া একটি তোয়ালে আনিয়া দিলে জল হইতে তুলিয়া তোয়ালে জডাইয়া থোককে হাবান শোষাইয়া দিল। নাডী দেখিয়া

চৌকির পাশের দিকে সরিয়া গিয়া ঠেস দিল দেয়ালে। পান সে আজ আগা-গোড়া জাবর কাটিতেছিল, এবার বৃজিল চোখ।

শ্যামা বলিল, আমার কি হবে ডাক্তারবাবু?

হারান রাগ করিয়া বলিল, এই তো, এই তো তোমাদের দোষ! কাঁদবার কারণটা কি হল? ওর আরেকটা বাথ দিতে হবে বলে বসে আছি বাছা, তোমাদের দিয়ে তো কিছু হবার যো নেই, খালি কাঁদতে জানো।

হারান বৃড়া হইয়াছে, তাহাকে ডাক্তারবাবু বলিতে শ্যামার কেমন বাধিতোছিল। রোগীর কাঁড়িতে ডাক্তারের চেয়ে পর কেহ নাই, সে মানুস নষ, সে শৃদ্ধ একটা প্রয়োজন, তিতো ওষুধের মত সে একটা হিতৈষী বৃদ্ধ। হারানকে পর মনে করা কঠিন। তাঁহাকে দেখিয়া এতখানি আশ্বাস মেলে, অথচ এমনি সে অভদ্র যে আত্মীয় ভিন্ন তাহাকে আব কিছু মনে করিতে কষ্ট হয়।

শ্যামা তাই হঠাৎ বলিল, আপনি একটু শোবেন বাবা? দেয়ালে ঠেস দিয়ে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

কষ্ট? হাসিতে গিয়া হারান ডাক্তারের মুখের চামড়া অনভ্যস্ত ব্যায়ামে কুঁচকাইয়া গেল, এতক্ষণে শ্যামার দিকে সে যেন একটু বিশেষ ভাবে চাহিয়া দেখিল, না মা, কষ্ট নেই, শোব—একেবারে বাড়ি গিয়ে শোব। দুটো পান দিতে পার, বেশ করে দোস্তা দিয়ে?

শ্যামা পান সাজিয়া আনিয়া দিল। এটুকু সে বৃদ্ধিতে পারিয়াছিল যে খোকার অবস্থা বিপজ্জনক, নহিলে ডাক্তার মানুস বাচিয়া বসিয়া থাকিবে কেন? এত জ্বরের উপর জলে ডুবাইয়া চিকিৎসাও কি মানুস সহজে করে? তবু শ্যামা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সে তো ডাক্তারি বিদ্যার পরিচয় রাখে না, সে জানে ডাক্তারকে। জীবনমরণের ভার যে ডাক্তার পান চিবাইতে চিবাইতে লইতে পারে, সেই তো ডাক্তার,—মরণাপন্ন ছেলেকে ফেলিয়া এমন ডাক্তারকে পান সাজিয়া দিতে শ্যামা খুঁসিই হয়। পান আর এক খাবলা দোস্তা মুখে দিয়া হারান শীতলের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আধ ঘণ্টা পরে খোকার তাপ লইয়া বলিল, জ্বর বাড়েনি। তবু গাটা একবার মুছে দিই, কি বল মা?

না, হারান ডাক্তার গম্ভীর নয়। রোগীর আত্মীয়স্বজনকে সে শৃদ্ধ

গ্রাহ্য কবে না, ওব মধ্যে যে তাব সঙ্গে ভাব জমাইতে পাবে বড়ো তার সঙ্গে কথা বড় কম বলে না। বাবা বলিয়া ডাকিয়া শ্যামা তাহাব মধু খুলিয়া দিয়াছে, বাজ্যেব কথাব মধ্যে থোকাব যে কত বড় ফাঁড়া কাটিয়াছে তাও সে শ্যামাকে শোনাইয়া দিল। বলিল বিকাল পর্যন্ত তাহাকে না ডাকিলে আব দেখিতে হইত না। জুব বাড়িতে বাড়িতে এক সময়—

গিয়ে একটা ওষুদ পাঠিয়ে দিচ্ছি বাণীব হাতে পাঁচ ফোঁটা কবে খাইয়ে দিও দুধেব সঙ্গে মিশিয়ে চামচেয—গবুব দুধ নয মা সে ভুল যেন কবে বোসো না। আধ ঘণ্টা পব পব তাপ নিয়ে যদি দ্যাখো জুব কমছে না, গা মূছে দিও।

সন্ধ্যাবেলা আপনি আব একবার আসবেন বাবা।

হাবান দবজাব কাছে গিয়া একবার দাঁড়াইল। বলিল ভয় পেয়ো না মা এবাব জুব কমতে আবস্ত কববে।

শ্যামা ভাবিল সাহস দিবাব জন্য নয হাবান হযত ভিজিটেব টাকাব জন্য দাঁড়াইয়াছে। কত টাকা দিবে যাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিয়াছে দুটো একটা টাকা কেমন কবিয়া তাহাব হাতে দিবে, শ্যামা ভাবিয়া পাইতেছিল না। অত্যন্ত সাংক্ৰাচব সঙ্গে সে বলিল উনি বাড়ি নেই

এলে পাঠিয়ে দিও। বলিয়া হাবান চলিয়া গেল। স্বযং শীতলকে অথবা ভিজিটেব টাকা কি যে সে পাঠাইতে বলিয়া গেল কিছুই বুঝিতে পাবা গেল না।

শীতলেব ফিবিবাব কথা ছিল বাণি আটটাষ। সে আসিল পবদিন বেলা বাবটাব সময়। বিষ্ণুপ্রিয়া কাব কাছে খবব পাইয়া এবেলা শ্যামাকে ভাত পাঠাইয়া দিয়াছিল, শীতল যখন আসিয়া পৌঁছিল সে তখন অনেক ব্যঞ্জেব মধ্যে শূধু মাছ দিয়া ভাত খাইয়া উঠিয়াছে এবং নিজেকে তাহাব মনে হইতেছে বোগমুক্তাব মত।

শীতল জিজ্ঞাসা কবিল, থোকা কেমন?

ভাল আছে।

কাল গাড়ি ফেল কবে বসলাম, এমন ভাবনা হাঁছিল তোমাদের জন্যে।

শ্যামাব মূখে অনুযোগ নাই, সে গম্ভীব ও বহস্যময়ী। কাল বিপদে

পাড়িয়া কারো উপর নির্ভর করিবার জন্য সে মরিয়া যাইতেছিল, আজ বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর কিছ্র আত্মমৰ্ষাদার প্রয়োজন হইয়াছে।

### তিন

কয়েক বৎসব কাটিয়াছে।

শ্যামা এখন তিনটি সন্তানের জননী। বড়খোকাব দু'বছর বয়সের সমস্ত তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে, তাব তিন বছর পবে আব একটি ছেলে। নাম-করণ হইয়াছে তিজনেবই বিধানচন্দ্র, বকুলমালা ও বিমানবিহাবী। এগুলি পৌষাধিক নাম। এ ছাড়া তিনজনের তিনটি ডাকনামও আছে, খোকা, বুকু ও মণি।

ওদের মধ্যে বকুলের স্বাস্থ্যই আশ্চর্য রকমে ভাল। জন্মিয়া অবধি একদিনের জন্য সে অসুখে ভোগে নাই মোটা মোটা হুত পা, ফোলা ফোলা গাল,-দুবন্তেব একশেষ। শ্যামা তাহার মাথার চুলগুলি বাবুরি কবিয়া দিয়াছে। খাটো জাঙ্গিয়া-পবা মেৰ্বোটি যখন একমুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁক্‌ড়া চুলের ফাঁক দিয়া মিটমিট কবিয়া তাকাষ, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। বুকুর রঙও হইয়াছে বেশ মাজা। বৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে তাহার মুখখানা জ্বলজ্বল কবে, ধূসব সন্ধ্যায় স্তিমিত হইয়া আসে-সারাদিনের বিনিদ্র দুবস্তপনাব পর নিদ্রাতুর চোখ দুটির সঙ্গে বেশ মানায়। কিন্তু দেখিবাব কেহ থাকে না। শ্যামা রাগ্য কবে, শ্যামাব কোল জুড়িয়া থাকে ছোট খোকামণি। বুকু পিছন হইতে মার পিঠে বুকুেব ভব দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মাব কাঁধেব উপর দিয়া ডিবারির শিখাটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখ বৃজিয়া যায়।

শ্যামা পিছনে হাত চালাইয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া ডাকে, খোকা, অ খোকা!

বিধান আসিলে বলে, ভাইকে কোলে নিষে বোসো তো বাবা, বুকুকে শূইষে দিষে আসি।

বিধানের হাতে খাঁড়ি হইয়া গিয়াছে, এখন সে প্রথমভাগের পাঠক। ছেলেবেলা হইতে লিভার খারাপ হইয়া শরীরটা তাহার শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে অসুখে ভোগে। মূখখানি অপরিপুষ্ট ফুলের মত কোমল। শবীর ভাল না হোক ছেলেটার মাথা হইয়াছে খুব সাফ। বলি ফুটিবার পন হইতেই প্রশ্ন প্রশ্নে সকলকে সে ব্যতিবাস্ত কবিয়া তুলিয়াছে, জগতের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া তাহার শিশু-চিত্তে যে সহস্র প্রশ্নের সৃষ্টি হয় প্রত্যেকটির জবাব পাওয়া চাই। মনোজগতে সে দুঃস্বপ্ন বহস্য থাকিতে দিবে না তাহার দিগ্ভ্রাসাব এই সীমা নাই। সবজান্না হইবার জন্য তাহার এই ব্যাকুল প্রয়াসে সবজান্না কখনো হ'লে কখনো বিবস্ত হয়। বিবস্ত বেশি হয় শীতল বিধানের গোটা দেশক কেনব জবাব দিয়া পববতী পুনঃপুনঃ ক্রিতে সে একক লাগায়। শ্যামাব ধৈর্য অনেকক্ষণ বজায় থাকে। অনেক সময় হাতের কাজ কবিতে কবিতে যা মনে আসে জবাব দিয়া যায় সব সময় থেয়ালও থাকে না কি বলিতেছে। বিধানের চিন্তাজগত মিথ্যায় ভবিয়া ওঠে মনে তাহার বহু অসন্তোষ ছাপ লাগে।

দিনের মধ্যে এমন কতগুলি প্রহর আছে শ্যামাকে যখন যাঁচিয়া ছেলের মুখে গাখবতা আনিতে হয়। বিধান মাঝে মাঝে গম্ভীর হইয়া থাকে। গম্ভীর অনামনস্কতায়া ডুনিয়া গিয়া সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে চোখ দুটি উদাসীন হইয়া যায়। স্প্রিংএব মোটরটি পাশে পড়িয়া থাকে ছবির বইটির পাতা বাতাসে উল্টাইয়া যায় সে চাহিয়া দেখে না। ছেলের মুখ দেখিয়া শ্যামাব বুকুের মধ্যে কেমন কবিয়া ওঠে। যেন ঘুমন্ত ছেলেকে ডাকিয়া তুলিতেছে এমনভাবে সে ডাকে থোকা এই থোকা।

উঃ ?

আয় তো আমাব কাছে। দ্যাখ তোব জন্যে কেমন জামা কবাঁছ।

বিধান কাছেও আসে জামাও দ্যাখে কিন্তু তাহার কোন বকম উৎসাহ দেখা যায় না।

শ্যামা উদ্ভিন্ন হইয়া বলে, কি ভাবছিছ বে তুই? কাব কথা ভাবছিছ?

কিছু ভাবছি না তো।

মোটরটা চালা না থোকা, মণি কেমন হাসবে দেখিস্।

বিধান মোটরে চাবি দিয়া ছাড়িয়া দেয়। মোটরটা চক্রাকারে ঘুরিয়া ওদিকের দেয়ালে ঠোকর খায়। শ্যামা নিজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে, যাঃ, তোর মোটরের কলিশন হয়ে গেল। বিধান বসিয়া থাকে, খেলনাটিকে উঠাইয়া আনিবাব স্পৃহা তাহাব দেখা যায় না। সেলাই বন্ধ করিয়া শ্যামা ছুঁচটি কাপড়ে বিধাইয়া রাখে। বিধানের হঠাৎ এগন মনমবা হইয়া যাওয়ার কোন কারণই সে খুঁজিয়া পায় না। বড়ো মানুষের মত একি উদাস গাম্ভীর্য অতটুকু ছেলের ?

খিদে পেয়েছে তোর ?

বিধান মাথা নাড়ে।

তবে তোর ঘুম পেয়েছে থোকা। আয় আমবা শাই।

ঘুম পায় নি তো।

ওবে দৃষ্টির, তবে তোর হইয়াছে কি।

তবে চল, ছাদ থেকে কাপড় তুলে আনি।

সিঁড়িতে ছাদে শ্যামা অনর্গল কথা বলে। বিধানের জীবনে যত কিছু কাম্যা আছে, জ্ঞানপিপাসার যত কিছু বিষয়বস্তু আছে, সব সে তাহাব মনে পড়াইয়া দিতে চায়। ছেলের এই সাময়িক ও মানসিক সন্ন্যাসে শচীমাতার মতই তাহাব ব্যাকুলতা জাগে। কাপড় তুলিয়া কুঁচাইয়া সে বিধানের হাতে দেয়। বিধান কাপড়গুলি নিজের দুই কাঁধে জমা করে। কাপড় তোলা শেষ হইলে শ্যামা আলিসাথ ভর দিয়া বাস্তাব দিকে চাহিয়া বলে, কুঁলিপবরফ খাবি থোকা ?

এমনি ভাবে কথা দিয়া পূজা করিয়া, কুঁলিপবরফ ঘৃষ দিয়া শ্যামা ছেলের নীরবতা ভঙ্গ করে।

বিধান জিজ্ঞাসা করে, কুঁলিপবরফ কি করে তৈরি করে মা ?

শ্যামা বলে, হাতল ঘোরায় দেখিস নি ? বরফ বেটে চিনি মিশিয়ে ওর ওই যন্ত্রটার মধ্যে রেখে হাতল ঘোরায়, তাইতে কুঁলিপবরফ হয়।

চিনি তো সাদা, রঙ কি করে হয় ?

একটু বঙ মিশিয়ে দেয়।

কি বঙ দেয় মা? আলতাৰ বঙ?

দুব! আলতাৰ বঙ বুঝি খেতে আছে? অন্য বঙ দেয়।

কি বঙ?

গোলাপ ফুলেৰ বঙ বাব কবে নেয়।

গোলাপ ফুলেৰ বঙ কি কবে বাব কবে মা?

শিউলী বোঁটাৰ বঙ কি কবে বাব কবে দেখিস নি?

সেদ্ধ কবে না?

হ্যাঁ।

তুমি আলতা পৰ কেন মা?

পৰতে হয় বে নইল লোকে নিন্দ কবে যে।

কেন?

এ কেনৰ অন্ত থাকে না।

বিধানৰ প্ৰকৃতিৰ আৰু একটা অঙ্কুত দিক আছে, পশুপাখিৰ প্ৰতি তাৰ মমতা ও নিৰ্মমতাৰ সম্ভব। কুকুৰ বিড়াল আৰু পাখিৰ ছানা পদ্বিৰে সে যেমন ভালবাসে এক এক সময় পোষা জীৱগুলিকে সে তেমন অকথা যন্ত্ৰণা দেয়। একবাৰ সন্ধ্যাৰ সময় বড় উঠিলে একটি বাচ্চা শালিখ পাখি বাঁড়ৰ বাবান্দায় আসিয়া পড়িয়াছিল। বিধান ছানাটিকে কুড়াইয়া আনিয়াছিল আঁচল দিয়া পালক মূছিয়া লষ্ঠনেৰ তাপে সেক দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল শ্যামা। পৰদিন খাঁচা আসিল বিধান নাওষা খাওষা ভুলিয়া গেল। ক্ষুদ্ৰ বন্দী জীৱটি যেন তাহাবই সম্মানীয় অতিথি। হবদম ছাতু ও জল সবববাহ কৰা হইতেছে বিধানৰ দিন কাটিতেছে খাঁচাৰ সামনে। কি তাহাব গভীৰ মনোযোগ কি ভালবাসা। অথচ কষেকদিন পৰে, এক দুপৰ-বেলা পাখিটিকে সে ঘাড় মটকাইয়া মাৰিয়া বাখিল। শ্যামা আসিয়া দেখে মৰা পাখিৰ ছানাটিকে আগলাইয়া বিধান যেন পদ্রশোকেই আকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

ও থোকা, কি কবে মবল বাবা, কে মাৰলে?

বিধান কথা বলে না, শব্দ কান্দে।

সত্যভামা আজও এ বাড়িতে কাজ কবে, সে উঠানে বাসন মাজিতোছিল। বলিল, নিজে গলা টিপে মেবে ফেললে মা, এমন দূর্বস্ত ছিলে জন্মে দেখিনি, —সুন্দোব ছ্যানাটি গো।

তুই মেবেছিস? কেন মেরেছিস থোকা? শ্যামা বাববাব জিজ্ঞাসা কবিল, বিধান কথা বলিল না আবও বেশি কবিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে শ্যামা বাগিষা বলিল, কাঁদিস নে মদুখপোড়া ছেলে, নিজে মেবে আবাব কায়া কিসেব?

মবা পাখিটাকে সে প্রাচীর ডিকাইয়া বাহিবে ফেলিয়া দিল।

বাত্রে শ্যামা শীতলকে ব্যাপাবটা বলিল। বলিল এসব দেখিয়া শুনিয়া তাহাব বড় ভাবনা হয়। কেমন যেন মন ছেলেটাব এত মায়া ছিল পাখিব বাচ্চাটাব উপব। ছেলেব এই দুর্বোধ্যা কীর্তি লইয়া খানিকক্ষণ আলোচনা কবিয়া তাহাবা দুজনেই ছেলেব মদুখেব দিকে চাহিয়া বহিল। বিধান তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এবকম বহস্যময় প্রকৃতি ছেলেটা পাইল কোথা হইতে? ওব দেহ মন তাদেব দুজনেব দেওয়া, তাদেব চোখেব সামনে হাসিয়া কাঁদিয়া খেলা কবিয়া ও বড় হইয়াছে, ওব মধ্যে এই দুর্বোধ্যতা কোথা হইতে আসিল?

শ্যামা বলে, তোমায এ্যান্দিন বলিনি মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে ও বি যেন ভাবে, ডেকে সাড়া পাইনে।

শীতল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলে সাধাবণ ছেলেব মত হয়নি।

শ্যামা সায দেয কত বাড়িব কত ছেলে তো দেখি আপন মনে খেলাধুলো কবে খায় দায ঘুমোয, এ যে কি ছেলে হয়েচে কাবো সঙ্গে মিল নেই। কী বুদ্ধি দেখেছে?

শীতল বলে, কাল কি হয়েছে জান জিগোস কবেছিলাম দশ টাকা মণ হলে আড়াই সেবেব দাম কত, সঙ্গে সঙ্গে বললে দশ আনা। কতদিন আগে বলে দিবেছিলাম যত টাকা মণ আড়াই সেব তত আনা, ঠিক মনে বেখেছে।

বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল ছিল, রাণী। একদিন দুপদুরবেলা গলায দড়ি বাঁধিয়া জানালার শিকেব সঙ্গে বুলাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিধান



তাহাব মৃত্যুযন্ত্ৰণা দেখিভেছিল। দেখিষা শ্যামা সেদিন ভয়ানক বাগিষা গেল। বাণীকে ছাড়িয়া দিয়া ছেলেকে সে বেদম মাৰ মাৰিল। বিধানেৰ স্বভাব কিন্তু বদলাইল না। পি'পড়ে দেখিলে সে টিঁপিয়া মাৰে ফিঙিঙ ধৰিষা পাখা ছিঁপ্‌ডিয়া দেয বিডালছানা কুকুবছানা পুৰিষা হঠাৎ একদিন যন্ত্ৰণা দিয়া মাৰিষা ফেল। বাবো তেবো বছৰ বয়স হওযাব আগে তাহাব এ স্বভাব শোধবায নাই।

এখন শীতলেৰ আষ কিছু বাড়িয়াছে। পিতাব আমল হইতে তাহাদেৰ নিজাদেৰ প্ৰেস ছিল প্ৰেসেৰ কাজ সে ভাল বোঝে তাৰ তত্ত্বাবধান কমল প্ৰেসেৰ অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্ৰেসেৰ সমস্ত ভাৰ এখন তাহাব মাহিনাব উপৰ সে লাভেৰ কমিশন পায উপৰি আষও কিছু কিছু হয়। সেটা এই বকম। ব্যবসায়ে অনেক কিছুই চলে আনৰ কোম্পানীৰ যে কৰ্ম চাবীৰ উপৰ ছাপাব কাজেৰ ভাৰ থাকে ফৰ্মা পিছু আট টাকা দিয়া সে প্ৰেসেৰ দশ টাকাৰ বিল দাবী কৰে এবকম বিল দিতে হয় প্ৰেসেৰ মালিক কমল ঘোষ তাহা জানে। তাই খাতাপাত্ৰ দশ টাকা পাওনা লেখা থাকিলেও আট অথবা দশ কত টাকা ঘবে আসিয়াছে সব সময় জানিবাব উপায় থাকে না। জানে শুধু সে প্ৰেসেৰ ভাৰ থাকে যাহাব উপৰ। শীতল অনায সে অনেক দশ টাকা পাওনাকে আট টাকায় দাড কৰাইয়া দেয। প্ৰেসেৰ মালিক কমল খোষ হয়ত মাঝে মাঝে সন্দেহ কৰে কিন্তু প্ৰেসেৰ ক্ৰমোন্নতি দেখিযা কিছু বলে না।

শীতলেৰ খুব পৰিবৰ্তন হইয়াছে। কমল প্ৰেসে চাকৰী পাওযাব আগে সে দেড বছৰ বেকাব দিসিয়াছিল যেমন হয় এই দংশেৰ সময় সুসময়েৰ বন্ধুদেৰ চিনিতে তাহাব বাকি থাকে নাই এবাৰ তাদেৰ সে আব আমল সদ্য না সোজাসুজি ওদেৰ ত্যাগ কৰিবাব সাহস তেতা তাৰ নাই এখন সে ওদেৰ কাছে দাৱিদ্রোব ভান কৰে দেড বছৰ গৰীব হইয়া থাকিবাব পৰ এটা সে সহজেই কৰিতে পাৰে। তাৰ মধ্যে ভাবি একটা অস্থিৰতা আসিয়াছে কিছু দিন খুব স্ফুৰ্তি কৰিষা কাটোনোৰ পৰ শ্ৰান্ত মানুহেৰ যে বকম আসে কিছু ভাল লাগে না কি কৰিবে ঠিক পায না। শ্যামাব সঙ্গে গোড়া হইতে মনেৰ মিল কৰিষা বাখিলে এখন সে বাড়িতেই একটি সুখ দুঃখেৰ সঙ্গী পাইত,

আব তাহা হইবার উপায় নাই—সাংসারিক ব্যাপাবে ও ছেলে-মেষেদেব ব্যাপাবে শ্যামাব সঙ্গে তাহাব কতগুলি মত ও অনুভূতি খাপ খায় মাত্র শ্যামাব কাছে বেশি আব কিছু আশা কবা যায় না। অথচ এদিকে বাহিবে মদ খাইয়া একা একা স্মৃতিও জমে না, সব কি রকম নিবানন্দ অসাব মনে হয়। অনেক প্রত্যাশা করিয়া হয়ত সে তাহাব পরিচিত কোন মেষেব বাড়ি যায় কিন্তু নিজের মনে আনন্দ না থাকিলে পবে কেন আনন্দ দিতে পারিবে তাও টাকার বিনিময়ে? আজকাল হাজাব মদ গিলিয়াও নেশা পর্যন্ত যেন জমিতে চায় না কেবল কান্না আসে। কত কি দঃখ উঠলিষা ওঠে।

এক একদিন সে কবে কি সকাল সকাল প্রেস হইতে বাড়ি ফেবে। শ্যামার বাসাব সময় সে ছেলেমেষেদেব সামলায় বাবান্দায় পাষচারি করিয়া ছোট থোকামণিকে ঘুম পাডায় মূখেব কাছে বাটি ধরিয়া বুকুকে খাওয়াব দূধ। বুকুকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতে হয় না সে বিছানায় শুইয়াই ঘুমায, ঘুমাইয়া পড়িবার আগে একজনকে শুধু তাহাব পিঠে আস্তে আস্তে চুলকাইয়া দিতে হয়। তাবপব বাকি থাকে বিধান সে গানিককণ পড়ে তাবপব তাহাকে গল্প বলিষা বাস্মা শেষ হওয়া পর্যন্ত জাগাইয়া রাখিতে চয়। এসব শীতল অনেকটা নিখুঁতভাবেই কবে। সকলেব খাওয়া শেষ হইলে গরিত গাভীষেব সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে শ্যামাব কি বলিবার আছে শূনিবাব প্রতীক্ষা কবে। শ্যামাব কাছে সে কিছু প্রশংসাব আশা কবে বৈকি। শ্যামা কিন্তু কিছু বলে না। তাহাব ভাব দেখিষা মনে হয় সে বাস্মা করিষাছে শীতল ছেলে বাখিষাছে কোন পক্ষেই এতে কিছু বাহাদুরি নাই।

শেষে শীতল বলে কি দুঃখুই যে ওবা হয়েছে শ্যামা সামলাতে চষবাণ হয়ে গেছি—ওদেব নিষে তুমি বাস্মা কব কি কবে।

শ্যামা বলে, মণিকে ঘুম পাড়িষে নি, বুকুকে থোকা বাখে।

এত সহজ? শীতল বড দমিষা যায়, সন্ধ্যা হইতে ওদের সামলাইতে সে হিমসিম খাইয়া গেল শ্যামা এমন অবলীলাচমে তাহাদের ব্যবস্থা করে?

শ্যামা হাই তুলিষা বলে, এক একদিন কিন্তু ভারি মন্সিকলে পাড় বাব, মণি ঘুমোয় না, বুকুটা ঘ্যান ঘ্যান করে, সবাই মিলে আমাকে ওবা খেয়ে ফেলতে চায়,—মরেও তেমনি মার খেয়ে। তুমি বাড়ি থাকলে বাঁচ,

ফিরো দিকি একটু সকাল সকাল বোজ? শ্যামা আঁচল বিছাইয়া শ্রান্ত দেহ মেঝেতে এলাইয়া দেয়, বলে, তুমি থাকলে ওদেরও ভাল লাগে, সন্ধ্যাবেলা তোমায় দেখতে না পেলে বন্ধু তো আগে কেঁদেই অস্থির হ'ত।

শীতল আগ্রহ গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করে, আজকাল কাঁদে না?  
আজকাল ভুলে গেছে। হ্যাঁগো, মৃদুদী দোকানে টাকা দাও নি?  
দিয়োছি।

মৃদুদী আজ সত্যভামাকে তাগিদ দিচ্ছে। তামাক পুড়ে গেছে, এবার বাথো,—দেব আরেক ছিলিম সৈজে?

শীতল বলে না থাক।

আবোল তাবোল খবচ করে কেন যে টাকাগুলো নষ্ট কব, দোতলায় একখানা ঘব তুলতে পাবলে একটা কাজেব মত কাজ হত টাকা উড়িয়ে লাভ কি?

তাবপব তাহাবা ঘবে যায় মণি আব বন্ধুব মাঝখানে শ্যামা শুইয়া পড়ে। বিধান একটা স্বতন্ত্র ছোট চৌকীতে শোষ শোয়াব আগে একটি বিড়ি খাইবাব জন্য শীতল সে চৌকীতে বসিবামাত্র বিধান চীৎকার করিয়া জাগিয়া যায়। শীতল তাড়াতাড়ি বলে আমি বে থোকা আমি ভয় কি?—বিধান কিন্তু শীতলকে চায় না সে কাঁদতে থাকে।

শ্যামা বলে আয় থোকা আমাব কাছে আয়।

সে বার্তে ব্যবস্থা উল্টাইয়া যায়। শীতলের বিছানায় শোষ বিধান বিধানের ছোট চৌকীটিতে শীতল পা মেলিতে পাবে না। একটা অন্তত ঈর্ষাব জ্বালা বোধ করিতে করিতে সে মা ও ছেলের আলাপ শোনে।

স্বপন দেখেছিলি না বে থোকা?

কিসেব স্বপন বে?

ভুলে গেছি মা।

খুকীর গায়ে তুমি যেন পা তুলে দিও না বাবা।

কি করে দেব? পাশ বালিশ আছে যে?

তুই যে পাশ বালিশ ডিঙ্গিয়ে আসিস। বালিশের তলে কি হাতড়াচ্ছিস?

টকটো একটু দাও না মা।

কি কৰবি টক দিবে বাত দূপদূবে? এমনি জেলে খবচ কৰ ফ্যালো,  
শেষ দবকাবৰ সময় মৰব এখন অন্ধকাৰে।

একটু পৰেই ঘৰে টকেৰ আলো বাবকষেক জ্বলিষা নিভিষা যায  
দেয়ালেৰ গায়ে টিকটিকিব ডাক শূনিষা বিধান তৰে খুজিষা বাহিব বৰে।

নে হৰেছে দে এবাৰ।

জল খাব মা।

সল খাইষা বিধান মত বদলায়।

আমি এখানে শাব না মা যা গন্ধ।

শ্যামা হাসে তাৰ বিছানায় বুকি গয় নই থোক। ভাবি সধ  
হৰেছিস না

বৰ্জদিনেৰ সময় বাখালেৰ সঙ্গে মন্দা কলিকাতায় বেড়াইও আসি  
পৰ পৰ তাহাৰ দটি মেয়ে হইয়াছে মেয়ে দটিকে সে সঙ্গে আনিল ছেলেবা  
বহিল বনগাঁয়ে। মন্দাৰ বড মেয়েটি একটি খোড়া পা লইয়া জন্মিয়াছিল  
এখন প্ৰায় চাব বছৰ বয়স হইয়াছে কথা বলিতে শোথ নাই মুখ দিয়া সব না  
লালা পড়ে। মেয়েটকে দেখিয়া শ্যামা বড মমতা লৈব কবিল। কত কষ্টই  
পাইবে জীবনে! এখন অবশ্য মমতা কবিয়া সকলই আহা বলিবে বড হইয়া  
ও যখন সকলেৰ গলগ্রহ হইয়া উঠিব ফেলাও চলিবে না বাখাতেও 'গা  
জ্বালা কবিবে লাঞ্ছনা সুব্দ হইবে তখন। মন্দা মেয়েৰ নাম বাগিষাছে শোভা।  
শূনিলে মনটা কেমন কবিয়া ওঠে। এমন মেয়েৰ ও বকম নাম বাখা কেন

মন্দা বলিল ওকে ডাকি বাদ্দ বলে।

শ্যামা ভাবিয়াছিল সতীন আসিবাৰ পৰ মন্দাৰ জীবনেৰ সুখ শান্তি  
নষ্ট হইয়া গিষাছে কিন্তু মন্দাকে এতটুকু অসুখী মান হইল না। সে খৰে  
মোটা হইয়াছে স্থানে অস্থানে মাংস থলথল কৰে চলফেৰা কথাবৰ্তাৰ কেমন  
খিষেটাৰি ধবণেৰ গিৰি গিৰি ভাব। স্বভাবে আৰ তাহাৰ তেমন কাঁথ নাই  
সে বেশ অমাষিক ও মিশ্ৰক হইয়া উঠিষাছে। আৰ বছৰ মন্দাৰ শাশুড়ী  
মৰিষাছে গৃহিণীৰ পদটা বোধ হয় পাইষাছে সেই শাশুড়ীৰ অভাবে

ননদদের সে হত আর গ্রাহ্য করে না। বাথালের উপর তাহার অসীম প্রতিপত্তি দেখা গেল। কথা তো বলে না যেন হুকুম দেয়, আব যা সে বলে তাই রাখাল শোনে।

সতীন, হ্যাঁ, সে এখানেই থাকে বোঁ, বস্তু গবীবেব মেয়ে, বাপের নৈই চালচুলো, এখানে না থেকে আব কোথায যাবে বল, যাবাব যামগা থাকলে তো যাবে—বাপ ব্যাটা ডেকেও জিগ্যেস কবে না। চামাবেব হন্দ সে মানুষটা ওই বলে তো মেয়ে গছালে ছল কবে বাড়ি ডেকে নিষে যেত, আজ নৈমন্তন্ন কাল মেয়েব অসুখ মন্দা হাসিল পাডাব মেসে ভাই ছুড়িকে এইটুকু দেখেছি হাংলাব মত ঠিক খাবাব সম্মতিতে লোকেব বাড়ি গয়ে হাজিব হত কে জানত বাবা ও শেষে বড় হয়ে আমাবি ঘাড ভাঙ্গবে।

মন্দাব মেয়ে দুটিকে শ্যামা খুব আদব কবিল আব শ্যামাব ছেলেকে আদব কবিল মন্দা বেসাবোষি কবিয়া পবস্পবেব সন্তানদের তাহাবা আদব কবিল। মন্দাব মেয়েদের জন্য শ্যামা আনাইল খেলনা শ্যামাব ছেলেরেব মন্দা জামা কিনিয়া দিল। একদিন তাহাবা দেখিতে গেল থিয়েটার টিকিটের দাম দিল মন্দা গাড়ি ভাড়া ও পান লেমনেডেব খুচ দিল শ্যামা। দুজনেব এবাব মনেব মিলেব অন্ত বহিল না হাসিগল্প আমোদ আহ্লাদে দশ বাবেটা দিন বেথা দিয়া কাটিয়া গেল। মন্দা আসলে লোক মন্দ নয় শাসুড়ীৰ অতিবিস্তৃত শাসনে মেজাজটা আগে কেবল তাহাব বিগড়াইয়া গাকিত। শ্যামা জীবনে কাবো সঙ্গে এককম আত্মীয়তা কবাব সুযোগ পায় নাই মন্দাব যাওয়াব দিন সে কাঁদিয়া ফেলিল সাবাদিন বাদুকে কোল হইতে নামাইল না বাদুর লালস তাহাব গা ভিজিয়া গেল। মন্দাও গাড়িতে উঠিল চোখ মুছিতে মুছিতে।

শুধু বাথালকে এবাব শ্যামাব ভাল লাগিল না। জেলে না গিয়াও পাপেব প্রার্থশিত্ত কবাব সময় মানুষেব বয়েদীব মত স্বভাব হয় সব সময় একটা গোপন কবা ছোটলোকানিব আভাস পাওয়া শাইতে থাকে। বাথালেবও যেন ভেটনি বিকাব আসিযাছে। যে কযদিন এখানে ছিল সে যেন কেমন ভয়ে ভয়ে থাকিত কেমন একটা অপবোধীর ভাব, লোকে যেন তাহাব সম্বন্ধে কি জানিয়া ফেলিয়া মনে মনে তাহাকে অশ্রদ্ধা কবিতেছে। সে যেন তাই জুদালা বোধ কবিত, প্রতিবাদ কবিতে চাহিত অথচ সব তাহাব নিজেবই কম্পনা

বলিয়া চোরের মত, যে চোরকে কেহ চোর বলিয়া জানে না, সব সময় অত্যন্ত হীন একটা লজ্জাবোধ করিয়া সস্তুচিত হইয়া থাকিত।

পরের মাসে শীতল মাহিনা ও কমিশনের টাকা আনিয়া দিল অর্ধেক, প্রথমে সে কিছু স্বীকার করিতে চাহিল না, তারপর কারণটা খুলিয়া বলিল। কমল ঘোষের কাছে শীতল সাতশো টাকা ধার করিয়াছে, সুদ দিতে হইবে না, কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে টাকাটা শোধ করিতে হইবে। সাতশো টাকা! এত টাকা শীতল ধার করিতে গেল কেন?

রাখালকে দিয়োঁছি।

ঠাকুরজামাইকে ধার করে সাতশো টাকা দিয়েছ? তোমার মাথাটাখা খারাপ হয়ে গেছে কিনা বদ্বিনে বাবু, কেন দিলে?

শীতল ভয়ে ভয়ে বলিল, ছ'সাত মাস রাখালের চাকরী ছিল না শ্যামা, আশ্বিন মাসে বোনের বিয়েতে বন্ড দেনায় জড়িয়ে পড়েছে, হাত ধরে এমন করে টাকাটা চাইলে—

শ্যামার মাথা ঘুরতেছিল। সাতশো টাকা! রাখাল যে এবাব চোবেব মত বাস করিয়া গিয়াছে তাহার কারণ তবে এই? সে সতাই তাহাদের টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে? টাকা সম্বন্ধে শীতলের দুর্বলতা রাখালের অজানা নয়, এবার সে তাহা কাজে লাগাইয়াছে। মন্দাকেও শ্যামা এবার চিনিতে পারে, অত যে মেলামেশা আমোদ-আহ্লাদ সব তাহার ছিল। ওদিকে রাখাল যখন শীতলকে টাকার জন্য ভজাইতেছিল, মন্দা এদিকে তাহাকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল সে যাহাতে টের পাইয়া বারণ করিতে না পারে। এতো জানা কথা যে শীতল আর সে শীতল নাই, সে বারণ করিলে টাকা শীতল কখনো রাখালকে দিত না।

রাগে দৃষ্টি সারাদিন শ্যামা ছুটফুট করিল, যতবার রাখাল ও মন্দার হীন ষড়যন্ত্রের কথা আর টাকার অঙ্কটা সে মনে করিল গা যেন তাহার জ্বলিয়া বাইতে লাগিল। কত কন্ডের টাকা তাহার, শীতল তো পাগল, কবে তাহার কমল প্রেসের চাকরী ঘুচিয়া যায় ঠিক নাই, দুটো টাকা জমানো না থাকিলে ছেলেদের লইয়া তখন সে করিবে কি? শীতলকে সে অনেক জেরা করিল,—কবে টাকা দিয়েছ? রাখাল কবে টাকা ফেরত দেবে বলেছে? টাকার

পরিমাণটা সতাই সাতশো না আরও বেশি? এমনি সব অসংখ্য প্রশ্ন। শীতলও এখন অনুতাপ করিতেছিল, প্রত্যেকবার জেরা শেষ করিয়া শ্যামা যখন তাহাকে রাগের মাথায় যা মূখে আসিল বলিয়া গেল, সে কথাটি বলিল না।

শুধু যে কথা বলিল না তা নয়, তাহার বর্তমান বিষয় মানসিক অবস্থায় এ ব্যাপারটা এমন গুরুতর আকার ধারণ করিল যে সে আরও মনমরা হইয়া গেল এবং কয়েকদিন পরেই শ্যামাকে শোনাইয়া আবোল-তাবোল কি যে সব কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল শ্যামা কিছুই বদ্বিল না। শীতল ফাজলামি আরম্ভ করিয়াছে ভাবিয়া সে রাগিয়া গেল। শীতল অনুতপ্ত বিষয় ও নষ্ট হইয়া না থাকিলে এতটা বাড়াবাড়ি করিবার সাহস হয়ত শ্যামার হইত না, এবাব শীতলও রাগিয়া উঠিয়া অনেকদিন পরে শ্যামাকে একটা চড় বসাইয়া দিল, তারপর সেই যেন মার খাইয়াছে এমনি মূখ করিয়া শ্যামার আশেপাশে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ি ফিরিল একদিন পরে।

এতকাল পরে আবার মার খাইয়া শ্যামাও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, শীতল বাড়ি ফিরিলে সে যেভাবে সবিনয় আনুগত্য জানাইল, প্রহতা স্ত্রীরাই শুধু তাহা জানে এবং পারে। তবু অশান্তির অন্ত হইল না। পরস্পরকে ভয় করিয়া চলার জন্য দারুণ অস্বস্তির মধ্যে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

শ্যামা বলে, বেশ ভদ্রতা করিয়াই বলে, তুমি এমন মন খারাপ করে আছ কেন?

শীতলও ভদ্রতা করিয়া বলে, টাকাটা যম্বিন না শোধ হচ্ছে শ্যামা - হঠাৎ মাসিক উপার্জন একেবারে অর্ধেক হইয়া গেলে চারিদিকে তাহার যে ফলাফল ফুটিয়া ওঠে, চোখ বদ্বিজিয়া থাকিলেও খেয়াল না করিয়া চলে না। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যেন একটা শত্রুতার সৃষ্টি হইতে থাকে।

শেষে শ্যামা একদিন বৃক বাঁধিয়া টাকা তুলিবার ফর্মে নাম সই করিয়া তাহার সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতাখানা শীতলের হাতে দিল। খাতায় শুধু জমার অঙ্কপাত করা আছে, সত্যভামাকে দিয়া পাঁচটি সার্ভাট করিয়া টাকা জমা দিয়া শ্যামা শ' পাঁচেক টাকা করিয়াছে, একটি টাকা কোনদিন তোলে নাই।

টাকাকা তুলে কমলবাবুকে দাও গে খাবটা শোধ হযে যাক, টাকা থাকতে মনেব শান্তি নষ্ট কবে কি হবে / আন্তে আন্তে আবার জমবে'খন।

খাতাখানা লইয়া শীতল সেই যে গেল সাতদিনেব মধ্যে আব সে বাড়ি ফিৰিল না। শ্যামা যে বদ্বিধেত পাবিল না তা নয তব্দু একি বিশ্বাস কৰিতে ইচ্ছা হয় যে তাব অত কষ্টেব জমানো টাকাগুলি লইয়া শীতল উধাও হইয়া গিয়াছে / একদিন বিষ্ণুপ্ৰিয়া বাড়ি গিয়া শ্যামা কমল প্ৰেসে লোক পাঠানোব ব্যবস্থা কৰিয়া আসিল। সে আসিয়া খবব দিল প্ৰেসে শীতল যায় নাই। শীতল গাড়ি চাপা পড়িয়াছে অথবা তাহাব কোন বিপদ হইয়াছে শ্যামা একবাৰও তাহা ভাবে নাই কিন্তু বিষ্ণুপ্ৰিয়া শীতলকে ভালবকম চিনিত না বলিয়া হাসপাতালে থানায় আব খববেব কাগজেব আপিসে খোজ কৰাইল। গাড়িটাডি চাপা পড়িয়া থাকিলে শীতলেব একটা সংবাদ অবশ্যই পাওযা যাইত শ্যামাকে এই সন্সুনা দিতে আসিয়া বিষ্ণুপ্ৰিয়া এবাক হইয়া বাড়ি গেল। শ্যামা যেভাবে তাব কাছে স্বামীনিন্দা কবিল ছোটজাতব স্ত্রীলোকব মতখও বিষ্ণুপ্ৰিয়া কোনদিন সে সব কথা শোনে নাই।

বিধান জিজ্ঞাসা কবে বাবা কোথায় গেছ মা

শ্যামা বলে চুলোষ।

শ্যামা বাখে বাড়ে ছেলেমেয়েদেব খাওয়ায নিজও খায় কিছু বাছিনীব মত সব সম্বৰ সে যেন কাহাকে খুন কৰিবাব জন্য উদ্যত হইয়া থাকে। জালা তাহাব কে বদ্বিধে / তিনিটি সন্তানেব সে জননী স্বামীব উপব তাহাব নিৰ্ভৰ অনিশ্চিত। একজন পবম বন্ধু তাহাব ছিগ বাখাল। সে তাহাকে ঠকাইয়া গিয়াছে স্বামী আজ তাহাব সম্বৰ লইয়া পলাতক। বোকাব মত কেন যে সে সেভিৎস ব্যাঞ্কেব খাতাখানা শীতলবে দিতে গিয়াছিল। বাত্রে শ্যামাব ঘুম হয় না। শীতেব বাত্ৰি ঠাণ্ডা লাগিবাব ভাষ দবজা জানালা বন্ধ কৰিয়া দিতে হয় শ্যামা একটা লণ্ঠম কমাইয়া বাখে ঘবেব বাতাস দূষিত হইয়া ওঠে। শ্যামা বাববাব মশাবি ঝাড়ে বিধানেব গায়ে লেপ তুলিয়া দেশ বুকুৰ কাঁথা বদলায় মণিকে তুলিয়া ঘবেব জল বাহিব হওযাব নালিটাব কাছে বসায আবও কত কি কবে। চোখে তাহাব জলও আসে।

এমনি সাতটা বাত্ৰি কাটাইবাব পব অন্তম বাত্রে পাগলেব মত চেহাৰা



লইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে শীতল ফিরিয়া আসিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, খেয়ে এসেছ?

শীতল বলিল, না।

সেই রায়ে শ্যামা কাঠের উনানে ভাত চাপাইয়া দিল। রান্না শেষ হইতে বাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। শীতল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া তুলিয়া তাহাকে খাইতে বসাইয়া শ্যামা ঘবে গিয়া শুইয়া পড়িল। কাছে বসিয়া শীতলকে খাওয়ানোর প্রবৃত্তি হইল না বলিয়া শূদ্র, নয়, ঘৃণে তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল।

পৰ্বদিন শীতল শ্যামাকে একশত টাকা ফেরত দিল।

আব কই? বাকি টাকা কি করেছ?

আব তুলি নি তো?

তোলো নি? খাতা কই আমার?

খাতাটা হাবিখে গেছে শ্যামা, কোনখানে যে ফেললাম—

শ্যামা কান্দিতে আবস্ত করিয়া দিল, সব টাকা নষ্ট কবে এসে আবাব তুমি মিছে কথা বলছ, আমি পাঁচশো টাকা সই কবে দিলাম একশো টাকা তুমি কি কবে তুললে, গিছে কথাগুলো একটু আটকালো না তোমার মুখে - দোতালার ঘর তুলন বলে আমি যে টাকা জমাচ্ছিলুম গো।

শীতল আস্তে আস্তে সবিসা গেল।

এবছর প্রথম স্কুল খুলিলেই বিধানকে শ্যামা স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল কিন্তু এইসব টাকার গোলমালে ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িল বিধানকে স্কুলে দেওয়া হইল না। শহবতলীৰ এখানে কাছাকাছি স্কুল নাই, ৩ নন্দমোহিনী মেমোরিয়াল হাই স্কুল কাশীপুরে প্রায় এক মাইল তফাতে। এতখানি পথ হাঁটিয়া বিধান প্রত্যহ স্কুল করিবে, শ্যামার তাহা পছন্দ হইতেছিল না। কলিকাতার স্কুলে ভর্তি করিলে বিধানকে ট্রামে বাসে যাইতে হইবে, শ্যামার সে সাহস নাই। প্রেসে যাওয়ার সময় শীতল যে বিধানকে স্কুলে পৌঁছাইয়া দিবে তাহাও সম্ভব নয়, শীতল কোনদিন প্রেসে যায় দশটায়, কোনদিন একটায়। শ্যামা মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছিল। অথচ ছেলেকে

এবার স্কুলে না দিলেই নয় বাড়িতে ওর পড়াশোনা হইতেছে না। শীতলকে বলিয়া লাভ হয় না, কথাগদলি সে গ্রাহ্য কবে না। শ্যামা শেষে একদিন পবামর্শ জিজ্ঞাসা কবিত্তে গেল বিষ্ণুপ্রিয়াব বাড়ি।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, এক কাজ কব না? আমাদের শঙ্কর যেখানে পড়ে তোমাব ছেলেকে সেইখানে ভর্তি কবে দাও শঙ্কর তো গাড়িতে যয তোমাব ছেলেও ওব সঙ্গে যাবে। তবে ওখানে মাইনে বেশি বড়লোকব ছেলবাই বেশিভ ভগ পড়ে ওখানে আব -ওখানে ভর্তি কবলে ছেলেকে ভাল ভাল কাপড় জামা কিনে দিতে হবে -একদিন যে একটু মযলা জামা পবিযে ছেলেকে স্কুলে পাঠাব তো পাববে না। হেডমাষ্টাব সযেব কিনা পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন ভালবাসে।

বিষ্ণুপ্রিয়া আজও শ্যামাব উপকাব কবিত্তে ভালবাসে কিন্তু আসিলে বসিতে বলে না কথা বলে অনদ্রহ কবাব সুবে। বিষ্ণুপ্রিয়াব সেই মেয়েটিব বযস এখন প্রায় এগাবো বেণী দুলাইযা সেও স্কুলে যাস দেখিযা এখন শাব বুঝিবাব উপায় নাই কদৰ্ষ পাপেব ছাপ লইযা সে জন্মিয ছিল শুধু মনে হয় মেয়েটা বড় বোগা। বিষ্ণুপ্রিয়াব আব একটি মেয়ে হইযাছে বছব নিনক বযস। বিষ্ণুপ্রিয়া এখন আবাব সাজগজ কবে তবে আগব মত দেহব চাকচিক্য তাহাব নাই এখন চকচক কবে শুধু গহনা অনেকগদলি।

ভাবিযা চিন্তিযা শ্যামা বিধানকে শঙ্কবেব স্কুলেই ভর্তি কবিযা দিল। শঙ্কব বিষ্ণুপ্রিয়াব খুড়তুতো বোনেব ছেলে এবাব সেকেন্ড কাশে উঠিযাছে। বযসেব আন্দাজে ছেলেটা বাড়ে নাই বিধানেব চেষ্টা মাথায় সে সামান্য একটু উশু ভাবি মদুখচোবা লাজুক ছেলে গাযেব বঙটি টুকটুকে। যত ছোট দেখাক সে সেকেন্ড ক্লাশে পড়ে স্কুলেব অভিজ্ঞতাও তাহাব আছ বিধানকে শ্যামা তাহাব জিম্মা কবিযা দিল চিবুক ধবিযা চুমা খাইযা ছেলেকে দেখাশোনা কবাব জন্য শ্যামা তাহাকে এমন কবিযাই বলিল যে লজ্জায় শঙ্কাব মদুখ রাঙা হইয়া গেল।

সাবাদিন শ্যামা অনামনস্ক হইযা রহিল। ভাবিবাব চেষ্টা কবিল বিধান স্কুলে কি কবিত্তেছে। শ্যামাব একটা ভয় ছিল স্কুলে বড়লোকেব ছেলেব সঙ্গে বিধান জানাইযা চলিতে পারিবে কিনা গবীবেব ছেলে বলিযা

ওকে সকলে তুচ্ছ করিবে না তো? একটা ভরসার কথা শঙ্করের সঙ্গে ওর ভাব হইয়াছে, শঙ্করের বন্ধু বলিয়া সকলে ওকে সমানভাবেই হরত গ্রহণ করিবে, হাসি-ভামাসা করিবে না। ফাল্গুনের দিনটি আজ শ্যামার বড় দীর্ঘ মনে হয়। একদিনের জন্য ছেলে তাহার বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও গিয়া থাকে নাই, অপরিচিত স্থানে অচেনা ছেলেদের মধ্যে দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত সে কি কবিষা কাটাইবে কে জানে!

বিক লে বিধান ফিরিয়া আসিলে শ্যামা তাহার মৃৎখানা ভাঙি শুকনো দেখিল। টিফনের সময় খাবার কিনিয়া খাওয়াব জন্য শ্যামা তাহাকে চাব আনা পয়সা দিয়াছিল, বিধান লজ্জায় কিছু খাইতে পাবে নাই ভাবিয়া বলিল, ও খোকা, মৃৎ শুকবিসে গেছে কেন বে? খাসনি কিছু কিনে টিফনের সময়?

শুকনো গিলি খেসেছি তো, পেট ব্যথা করছে মা।

শ্যামা বলিল, কেন খোকা, পেট ব্যথা করছে কেন বাবা? কি খেয়েছিল কিনে?

পেটের ব্যথা নিধান নানাবিধ মৃৎভাজি করে। চোখে জল দেখা দেয়।

শ্যামা ধমক দিয়া বলে, কি খেয়েছিল বল।

ফল বি।

আব কি?

আব ঝালবড়া।

তাহলে হঠাৎ না তোমার পেট ব্যথা, মৃৎপোড়া ছেলে! বাজ্যে এত ভাল ভাল খাবার থাকতে তুমি খেতে গেলে কিনা ফুলদাঁড়ি আর ঝালবড়া! কেন খেতে গেলি ওসব—?

শঙ্কব খাওয়ালে মা। শঙ্কর বলে, বাড়িতে ওসব তো খেতে দেব না, শুধু দুধ আর সন্দেশ খেয়ে মর, তাই—

শঙ্কব ছেলেটা তো তবে কম দুঃখী নয়? বাড়িতে যা নিষেধ করিয়া দেয় চুরি করিয়া তাই করে? ওর সঙ্গে মেলামেশা করিয়া বিধানের স্বভাব খারাপ হইয়া বাইবে না তো! শ্যামার প্রথমে ভাবি ভাবনা হয়, তারপর সে ভাবিয়া দেখে যে লুকাইয়া ফুলদাঁড়ি আর ঝালবড়া খাওয়াটা খুব বেশি খারাপ

অপরাধ নয়, এরকম দৃষ্টান্তমি ছেলেরা করেই। তবু মনটা শ্যামার খুঁত খুঁত করে। ছেলেকে সে নানারকম উপদেশ দেয়, অসংখ্য নিষেধ জানায়। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কাছে ডাকিয়া বলে, এ যেন তুমি কখনো কোরো না বাবা, কখনো নয়।

কেন মা?—বিধান বলে। প্রত্যেকবার।

একদিন মন্দার একখানা পত্র আসিল, খুব দরদ দিবা অনেক ক্ষুষ্টি মিষ্টি কথা দিয়া লিখিয়াছে। চিঠি পড়িয়া শ্যামা মৃদু বাঁকাইয়া হাসিল, বলিল, বসে থাক তুমি জবাবের জন্যে হা-পিতোশ করে, তোমার চিঠিব জবাব আমি দিচ্ছনে।—কদিন পরে শীতলের কাছে রাখালের একখানা পোস্টকার্ড আসিল, শ্যামা চিঠিখানা পড়াইয়া ফেলিল, শীতলকে কিছু বলিল না। জবাব না পাইয়া একটু অপমান বোধ করুক লোকটা। ফাঁকি দিবা টাকা বাগাইয়া লওয়ার জন্য শীতল তাহাকে এমন ঘৃণাই কবিতো যে চিঠিব উত্তরও দেয় না।

ফাল্গুন মাস কাবার হইয়া আসিল। শীত একেবারে কমিখা গিয়াছে। একদিন রোদ খাওয়াইয়া লেপগদলি শ্যামা তুলিয়া রাখিল। শ্যামার শরীরটা আজকাল ভাল আছে, তিন ছেলের মাঝে আবার শরীর তবু সানন্দে মনে আরেকটি সম্ভানের সুখ যেন উঁকি মাঝিয়া যায়, একা থাকিবার সময় অবাধ হইয়া শ্যামা হাসে, কি কান্ড মেলেমানুষেব, মাগো! বিধান দশটার সময় ভাত খাইয়া জুতা মোজা হাফপ্যান্ট আর সার্ট পরিয়া স্কুলে যায়, শ্যামা তাহার চুল আঁচড়াইয়া দেয়, আঁচল দিয়া মৃদু মৃদুচিয়া দেয়,—প্রথম প্রথম ছেলের মধ্যে সে একটু পাউডার মাখিষাও দিত, বড়লোকের ছেলেদের মাঝখানে গিয়া বসিবে একটু পাউডার না মাখিলে কি চলে? স্কুলে ছেলেরা ঠাট্টা করায় বিধান এখন আর পাউডার মাখাইতে দেয় না। বলে, তুমি কিছু জানো না মা, পাউডার দেখলে ওরা সবাই হাসে, সার শব্দ। কি বলে জান?—বলে চূণ তো মেখেই এসেছিস এবার একটু কালি মাখ, বেশ মানাবে তোকে, মাইরি ভাই, মাইরি।

মাইরি বলে? বিধানের স্কুলে বড়লোকের সোনার চাঁদ অভিজাত ছেলেদের মধ্যে এই কথাটির উচ্চারণ শ্যামার বড় খাপছাড়া মনে হয়। এমন

কত কথা বিধান শিখিয়া আসে, মাইরির চেয়েও ঢের বেশি খারাপ কথা। অনেক বড় বড় শব্দও সে শিখিয়া আসে। আর সশ্বেকত, শ্যামা যার মানেও বদ্বিতে পারে না। তাহার অজানা এক জগতের সঙ্গে বিধান পরিচিত হইতেছে, অল্প অল্প একটু যা আভাস পায় তাতেই শ্যামা অবাক হইয়া থাকে। সে একটা বিচিত্র গর্ব ও দৃঃখ বোধ করে। বাড়িতে এখন বিধানের জিজ্ঞাসা কমিয়া গিয়াছে, প্রশ্নে প্রশ্নে আর সে শ্যামাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে না। ছাদে উঠিয়া, খানিকদূরে বাঁধের উপর দিয়া যে রেলগাড়ি চালাইয়া যায়, ছেলেকে তাহা দেখানোর সাধ শ্যামার কিন্তু কমে নাই, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ছেলে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে বলিয়া গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে শ্যামার দৃঃখ এইটুকু।

বকুল আছে।

সে কিন্তু মেয়ে। ঢালের মত শ্যামার কাছে মেয়েই অত খাতিব নাই। ছাত্রবেশে মেয়ে, সে তো বড়ই। শ্যামা তাহাকে দিয়া দুটি একটি সংসারের কাজ কবাগ, মণিক খেলা দিতে বলে, সময় পাইলে প্রথম ভাগ খুলিয়া একটু একটু পড়া। মেয়েটা যেমন দৃঃস্ত হইয়াছে সেসকল কথা নাই, কিছু শিখিতে পায় না। তাহাকে অক্ষর চিনাইতেই শ্যামার একমাস সময় লাগিয়াছে, কতদিনে কব খল শিখিবে কে জানে। মাঝে মাঝে বাগ করিয়া শ্যামা মেয়েকে পিঠে একটা চড বসাইয়া দেয়। বিধানও মাঝে। প্রথম ভাগে পড়া যে শিখিতে পায় না তাহা প্রতি বিধানের অবজ্ঞা অসীম। এক একদিন সকালবেলা চতুঃ সে তাহার ক্রাশ-মাস্টার গমলাবাব মত গম্ভীর মুখ করিয়া হুকুম দেয় এই বকুল নিয়ে আস তো বই পড়। - বকুল ভয়ে ভয়ে দই লইয়া আসে তাহা ছাড়া মগলা প্রথমভাগখানি। ভয় পাইলে বোঝা যায় কি বড় বড় আশ্চর্য দুটি চোখ বকুলের। পড়া শিখিয়া বোনের অজ্ঞতা বিধান খানিকক্ষণ শ্যামার সঙ্গে হাসাহাসি করে, তাৎপর্য কখন যে সে অমূল্যবায়ন মত ধাঁ করিয়া চাঁটি মাঝিয়া বসে আগে কাব্য টেব পাইবার যো থাকে না। শ্যামা শুধু বলে, আহা থোকা, মারিস নে বাবা।

বকুল বড় অভিমানী মেয়ে, কারো সামনে সে কখনো কাঁদে না; ছাদে চিলে কুঠির দেয়াল আর আলিসার মাঝখানে তাহার একটি হাতখানেক ফাঁক

গোসাঘর আছে, সেইখানে নিজেকে গুঁজিয়া দিয়া সে কাঁদে। তারপর গোসা-ঘরখানাকে পদ্মুলের ঘর বানাইয়া সে খেলা করে। যে পদ্মুলটি তাহার ছেলের বোঁ তার সঙ্গে বকুলের বড় ভাব, দৃষ্ণনে যেন সহ। তাকে শোনাইয়া সে সব মনের কথা বলে। বলে, বাবাকে সব বলে দেব, বাবা দাদাকে মারবে, মাকেও মারবে, মারবে না ভাই বোমা? এ্যাঁ করে জিব বের করে দাদা মরে যাবে—মা কেঁদে মরবে, হুঁ।

শীতলের কি হইয়াছে শ্যামা বদ্বিধিতে পড়ের না, লোকটা কেমন যেন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, স্ফূর্তিও নাই দৃষ্ণও নাই। সময়মত আপিসে যায়, সময়মত ফিবিয়া আসে, কোনদিন পড়ার অখিল দন্তেব বার্ডি দাণা থেলিতে যায়, কোনদিন বার্ডিতেই থাকে। বার্ডিতে যতক্ষণ থাকে ব.গান্ধিগিও করে না, দীনদঃখী মত গুঁথের ভাবও করিয়া রাখে না স্ত্রী ও পুত্রকন্যাব সমস্ত তাহার কথা ও ব্যবহার সহজ ও স্বাভাবিক হয়, অথচ তাব কাছে কবো যেন মূল্য নাই। কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না। শ্যামার টাকা লইয়া পালানোব পর হইতে তাহার এই পাগলামি-না-করাব পাগলামি অবস্থ হইয়াছে। ধাব কবিয়া বাখালকে টাকা দেওয়ার অপরাধ, শ্যামাব জ্ঞানো টাকাগুঁলি নষ্ট করাব অপরাধ, তাহার কাছে অবশ্যই পুঁরনো হইয়া গিয়াছে, মনে আছে কিনা তাও সন্দেহ। মাস গেলে আগের টাকাব অধেক পবিমাণ টাকা আনিয়া সে শ্যামাকে দেব, আগে হইলে এই লইয়া কত কাণ্ড করিত, হয অনুতাপে সারা হইত, না হয নিজে নিজে কলহ বাধাইয়া শ্যামাকে গাল দিয়া ঝলিত, যা সে আনিয়া দেব তাই যেন শ্যামা সোনামুখ কবিয়া গ্রহণ কবে, ঘবে বসিয়া গেলা বাহার একমাত্র কর্ম অত তাহার টাকার খাঁকতি কেন?—এখন টেবও পাওয়া যায় না কম টাকা আনিয়াছে এটা সে খেয়াল করিয়াছে। শ্যামা যদি নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, কি করে যে মাস চালাব,—সে অমনি অমায়িক ভাবে বলিয়া বসে, ওতেই হবে গো, খুব চলে যাবে, বার্ডি ভাড়া দিতে হয় না, ইবে করতে হয় না, কি কর অত টাকা?

কমল ঘোষের টাকাটা মাসে মাসে কিছু কম করিয়া দিলে ইন্নত চলে, শীতলকে এ কথা বলিতে শ্যামার বাধে। ঋণ যত শীঘ্র শোধ হইয়া যার ততই ভাল। এদিকে খরচ চলিতে চাহে না। বিধানকে স্কুলে দেওয়ার পর খরচ

বাড়িয়াছে। বই খাতা, স্কুলের মাইনা, পোষাক, জলখাবারের পয়সা এ সব মিলিয়া অনেকগুলি টাকা বাহির হইয়া যায়। যেমন তেমন করিয়া ছেলেকে শ্যামা স্কুলে পাঠাইতে পারে না, ছেলের পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বিকুপিয়া যে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল নিতান্ত অভাবের সময়েও শ্যামা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। খবচ সে কমাইয়াছে অন্য দিকে। সত্যভামার এতকালের চাকুরিটি গিয়াছে। নিজের জন্য সেমিজ ও কাপড় কেনা শ্যামা বন্ধ করিয়াছে, এ সব বেশি পরিমাণে তাহার কোন দিনই ছিল না, চিবকাল জোডাতালি দিয়া কাজ চালাইয়া আসিয়াছে, এখন বড় অসুবিধা হয়। স্বামী-পুত্র ছাড়া বাড়িতে কেহ থাকে না তাই বন্ধা, নতুবা লজ্জা বাঁচিত না। শীতল আব বিধান বাহিবে যায়, ওদের জামা কাপড় ছাড়া শ্যামা আব কিছু ধোপা-বাড়ি পাঠায় না, বাড়িতে কাচিয়া লয়। ছেলেমেয়েদের দুধ সে কমাইতে পারে নাই কমাইয়াছে মাছের পবিমাণ। মাঝে মাঝে ফল ও মিষ্টি আনাইয়া সকলকে খাওয়ানোর সাধ সে ত্যাগ করিয়াছে। এই ত্যাগটাই সব চেয়ে কষ্টকর। শ্যামাব ছেলেমেয়েবা ভাল জিনিস খাইতে বড় ভালবাসে।

তব এই সব অভাব অনটনের মধ্যেও শ্যামাব দিনগুলি সুখে কাটিয়া যায়। ছেলেমেয়েদের অসুখ বিস্মৃত নাই। শীতলের যাহাই হইয়া থাকে তাহাকে সামল ইয়া চলা সহজ। নিশ্চয় শবীবটাও শ্যামাব এত ভাল আছে যে একা সংসারের সমস্ত খাটুনি খাটিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হয় না কাজ করিতে যেন ভালই লাগে।

চৈত্র শেষ হইয়া আসিল। ছাদে দাঁড়াইলে বসাকদের বাড়ির পাশ দিয়া বেলেব উঁচু বাঁধটার ধারে প্রকাণ্ড শিমুলে গাছটা হইতে তুলা উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। পবে খানিকটা ফাঁকা মাঠের পবে টিনের বেড়ার ওপাশে ধান-কলের প্রকাণ্ড পাকা অঙ্গন করি মেয়েবা প্রতাহ ধান মৌলিয়া শুকাইতে দেয়, ধান খাইতে ঝাঁক বাঁধিয়া পাথরা নামিয়া আসে। পাথরার ঝাঁকের ওড়া দেখিতে শ্যামা বড় ভালবাসে, অতগুলি পাখি আকাশে বাববাব দিক পবিবর্তন কবে এক সঙ্গে, সকাল ও বিকাল হইলে উড়িবার সময় একসঙ্গে সবগুলি পায়রার পাখার নিচে রোদ লাগিয়া ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া ওঠে, শ্যামা অবাধ হইয়া ভাবে, কখন কোন দিকে বাঁকিতে হইবে সবগুলি পাখি একসঙ্গে টের পায় কি

কবিষা? ধানকলের এক কোণায় ছোট একাট পুকুর ইঞ্জিন ঘাবব ওদিকে আবও একটা বড় পুকুর আছে বয়লাবেব ছাই ফেলিয়া ছোট পুকুৰটিব একটি ভীৰকে ওবা ধীবে ধীবে পুকুৰেব মথো ঠেলিয়া অ'নিষাছে পুকুৰটা ব'জাইয়া ফেলিবে বোধ হয়। ছাই ফেলিবাব সময় বাতাসে বাশি বাশি ছাই সাদা মেঘেব মত টিনেব প্ৰাচীৰ ডিক্কাইয়া বেলেব বাঁধ পাব হইয়া কোণায় চলিয়া যায়। অজকাল এসব শ্যামা যেমন ভাবে চাহিয়া দেখে কতকাল তেমনি ভাবে স'স তা দেখে নাই। বিকালে ছাদে গিয়া সে মণিকে ছাড়িয়া দেয় মণি ব'লেব সাক্ষ ছাদময় ছুটাছুটি কৰে। আলিসায় ভৰ দিয়া শ্যাম ক'ছ ও'বে যেখানে যা কিছু দেখিবাব আছে দেখিতে থাকে বোধ কৰে কেমন একটা উদাস উদাস ভাব, একটা অজানা ঔৎসুক্য। পৰ পৰ অনেকগ'লি পাণ্ডি বেললাইন দিয়া দুদিনে ছুটিয়া যায় তিনটা সিগনেলেব পাখা বাববাব ওঠে নামে। ধানকলেব অন্ধনে ব'শি মেয়েবা ছডানে ধান ফাটা কবিয়া নৈগিদাব মত অনেবগুৰি স্কুপ কৰে তাৰপ'ৰ হোপল ব'টপি দিয়া চ'বিয়া দেস। ছুট পুকুৰটিতে ধানকলেব প'ৰ জাল ফেলান মাছ ব'শি পান্দ না এ'টুক প'ৰ কৰে মাছ কোথায়? জাল ফেলাই সাৰ। শ্যামাব হাসি পায়। তাত ব' ম'ৰ শাড়িব পুকুৰে ও জাল ফেলিলে আব দেখিতে ওহিত না মাচ'ল লেজ'ৰ কাপট'য জল খান খান হইয়া সাইত। পাৰিপাৰ্শ্বিক জগা'ৰে দ'শা ও মটনা শ্যামা এমনিভাবে খুটিয়া খুটিয়া উপভোগ কৰে পাণ্ডিব ধানকল বেললাইন বান্ধিব মান'ষ এসব আন কাল তাহাব এও'ৰ লাগিয়াছিল। অ'চ মনে মনে অকাৰণ উদগ' দেহ সেন এ'টো শিগিৰ ভব'দেপ হাইচালা শাল'স। বিধান আজকাল বিকালৰ দিক শঙ্কল'ৰ পাণ্ডি থাছিল। ম'য ছোলাকে এ' দেখিয়া তাব কি ভাবনা হইয়াছে?

শীতল ব'লে ব'ডো বয়সে তামান যে চহ'বাব খালতাই হ'ছে গো ব'য়েস ক'মছে নাকি দিনকে দিন?

শ্যামা বলে দূৰ দূৰ। কি সব বলে ছেলেব সামনে।

শীতলেব নজৰ পড়িয়াছে শ্যামাব ছে'ড়া কাপড দেখিয়া তাহাব চোখ টাট'য শ্যামাব জন্য সে বঙান কাপড কিনিবা আনে। শ্যামা প্ৰথমে জিজ্ঞাসা কৰে ক'টাকা নিলে? টাকা পেলে কোথা?



হুঁ কটা টাকা আর পাইনে আমি,—উপরি পেরোছি কাল। একটি পয়সা তো দেও না আমার খবচ চলে কিসে উপরি না পেলে?

খবচ চলে? শীতল তাহা হইলে আবও উপরি টাকা পাষ, খুঁসিমত খবচ কবে তাহাকে যে টাকা আনিয়া দেয় তাই সব নয়? শ্যামা বাগিষা বলে, কি বকম উপরি পাও শূনি?

দশ বিশ টাকা আব কত?

নিশ্চয় আবও বেশি মিথ্যা বলছ বাবু তুমি নিজে নিজে খবচ কর তো সব আমাব এদিকে খবচ চলে না ছেঁড়া কাপড় পাব আমি দিন কাটাই।

জাব ম স্কিল তাই তো কাপড় কিনে আনলাম। আচ্ছা তো নেমক-হাবাম তুমি।

শ্যামা বঙীনে কাপড়খানা নাড়াচাড়া কবে মিষ্টি বলিয়া বলে, কি টেন টানি চলেছে কোথায় না তো বিছা বি বসে যে মাস চাপই ভাবনায় বাতে গম হয় না দু'চারটে টাকা যদি পাও কেন নষ্ট কব?—এনে দিলে সুসাব হয়। তেম্নাব খবচ কি? বাড়ে খবচ কবে নষ্ট কব বৈত নয় যা স্বভাব সোমাব সানি তে! হাত টাকা এলে আঙ্গুলেব ফাঁক দিয়ে গলে যায়। এবাব পোক আমায় এনে দিও ভোমান যা দবকার হবে চেষ্টা নিও—আব কটা মাস মোটে ধবটা শোধ হয়ে গেলে তখন কি আব টানাটানি থাকবে না তুমি দশ বিশ টাকা লাঞ্ছ খবচ কবলে এসে যাব?

শ্যামা বলে শীতল শোন। শ্যামাকে বোধ হয় সে জাব এতদনের সাক্ষ মিল ইয়া দেখে যে এমনি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিয়া বুনাইয়া টাকা জমা কবিত বলিত আমার দখানা গয়না পাড়িয়ে দে টাকাটা তাহলে অটল থাকবে নইলে তুই তো সব খবচ কবে ফেলনি। দবকারব সময় তুই তোব গয়না বেচে নিস আমি যদি একটি কথা কই

সে এসব বলিত মন্দব মতখ। শ্যামা কি?

তাবপব শ্যামা বলে এ কাপড় তো পবতে পাবব না আমি ছেলেব সামান ও অবা ক হাম তাকিয়ে থাকব আমার লজ্জা কববে বাবু।

না পবতে পাব ওই নর্দমা বয়েছে ওখানে ফেলে দাও।—শীতল বলে।  
রাতে ছেলেমেয়েরা সব ঘুমাইয়া পাড়িলে শ্যামা আস্তে আস্তে শীতলকে

ডাকে বলে হ্যাঁগা খুঁটখুঁটে নাকি? ফুটফুটে জ্যোছনা উঠেছে দিবা, ছাতে যাবে একবারটি?

শীতল বলে আবার ছাতে কি জন্যে?—কিস্তি সে বিছানা ছাড়িয়া ওঠে।

শ্যামা বলে গিয়ে একটা বিড়ি ধবো আমি আসছি।

বঙান কাপড়খানা পরিয়া শ্যামা ছাদে যায়। বড় লজ্জা করে শ্যামার শীতলকে নয় বিধানকে। ঘুম ভাঙিয়া বাত দুপরে তাব পৰ্বেণে বঙান কাপড় দেখিলে ও যা ছেল ওব কি আব বুদ্ধিতে বাকি থাকিবে শীতলের মন ভুলানোব জন্যে সে সাজগোজ কবিয়াছে? অথচ শীতল সখ কবিয়া কাপড় খানা আনিয়া দিয়াছে একবার না পাবিলেই বা চালাবে কেন?

শ্যামা গাঢ় লইয়া যায় মাদুর পাতিয়া দজান বাস : চাঁদের আলোয় বসিয়া দজান দাঁটা একটা সন্সাবিক কণা বলে বেশ সময় থাকে চপ কবিয়া। বলার কি আব কথা আছে ছাই এ নসাস! হ্যাঁ শীতল শ্যামাকে একটু আদর করে শীতলের স্পর্শ আব তেমন স্মল থেম নয় তেনা যেন স্ত্রীল কেব সস্ত পাষ নষ্ট এমনি আনাড়ির মত শব্দন করে। শ্যামা দোষ দিবে কাকে সেও তা কম মাটা হয় নাই।

তাবপর একদিন শ্যামা সলজ্জ ভাবে বলে কি ক'ও হাসাছে জান?

শীতল শনিয়া বলে বাটে নাকি।

শ্যামা বলে হ্যাঁ গো চোখ নেই কেমার? কি হবে বলত এবার ছলে না মেয়ে?

মেয়ে।

উহু ছেল। বড় বেঁচে থাক আমার আব মেথোত কাজ নেই বব।

বলিয়া শ্যামা হাসে। মধুর পরিপূর্ণ হাসি দেখিয়া কে বলিবে শীতলের মত অপদার্থ মানুষ তাহার মুখে এ হাসি যোগাইয়াছে।

## চার

মাঝখানে একটা শীত চলিয়া গেল, পরেব শীতের গোড়ার দিকে, শ্যামার নতুন ছেলের বয়স যখন প্রায় আট মাস, ইঠাৎ একদিন সকালবেলা মামা আসিয়া হাজির।

শ্যামাব সেই পলাতক মামা তাবাশকব।

ছোট খাট বেংটে লোকটা, হাত পা মোটা, প্রকাণ্ড চণ্ডা বুক। এক দিন ভয়কব বলবান ছিল, এখন মাংসপেশীগুণি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। শেষবার শ্যামা যখন তাহাকে দেখিয়াছিল মাথাব চুলে তাহার পাক ধরে নাই, এবার দেখা গেল প্রায় সব চল পাকিয়া গিয়াছে। সে তো আজকের কথা নয়। শ্যামাব নিবাহেব কিছুদিন পবে জমিজমা গাঁচিয়া গ্রামেব সব চেয়ে বনেন্দী ধরবে সিধবা মেয়েটিকে সাথী কবিসা নিবুদ্দেশ হইয়াছিল,- শ্যামাব নিবাহ হইয়াছে আজ একুশ বাইশ বছর। নিবাহেব সাত বছর পবে ওবে সেই প্রথম ছেলেরি হইয়া মালা যায়, ওব দু'বছর পবে বিধানেব জন্ম। গত আশ্বিনে বিধানেব এগাব বছর বয়স পূর্ণ হইয়াছে।

মামাব বয়স ষাট হইয়াছে বৈকি। কিন্তু যে লোহাব মত শবীর তাহাব ছিল, এতটা বয়সেব ছাপ পাড় নাই, শুধু চলগুণি পাকিয়া গিয়াছে, দুটো-একটা দাঁত বোধ হয় পড়িয়া গিয়াছিল মামা সে না দিয়া বাঁধাইসা লইয়াছে, কথা বলিবার সময় ঝিকমিক কবে। এখনো সে আগের মতই সোজা হইয়া দাঁড়াষ, মেবদুন্দটা আজো এতটুক বাঁকে নাই। চোখ দুটা মনে হয় একটু স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, তা সে চোখের দোষ অথবা মানসিক শ্রান্তি বদ্বা যায় না। শ্যামার বিবাহের সময় মামা ছিল সন্ন্যাসী, গেবদ্বা পরিত লম্বা আলখাল্লা বুলাইয়া সম্বন্ধে বাবাৰি আঁচড়াইয়া ক্যাম্বিশেব জুতা পায়ে দিয়া যখন গ্রামের পথে বেড়াইতে যাইত, মনে হইত মন্ত সাধ, বড় ভক্তি করিত গ্রামের লোক। এবার মামার পরনে সরু কালপাড় ধুতি, গাষে পাজাবী, পায়ে চক্‌চকে জুতো,—একেবারে বাবুর বাবু!

শীতল চিনিতে পারে নাই। শ্যামা প্রণাম করিয়া বলিল, ও মাগো, কোথায় যাবো, এ যে মামা! কোথা থেকে এলে মামা তুমি?

মামা হাসিয়া বলিল, একথাগা থেকে কি আর এসেছি মা যে নাম কবব, চব্বিকি বাজির মত ঘুবতে ঘুবতে একবার তোকে দেখতে এলাম, আপনার জন কেউ তো আর নেই, বড়ো হযেছি কোন দিন চোখ বৃজি তাব আগে ভাগিটাকে একবার দেখে যাই এইসব ভাবলাম আব কি,—এরা তোব ছেলেমেয়ে না? কণি রে?

শ্যামাকে মামা বড় ভালবাসিত সে তো জানিত মামা কবে কোন বিদেশে দেহ বাখিযাছে, এতকাল পবে মামাকে পাইয়া শ্যামাব আনন্দের সীমা বহিল না। কি দিয়া সে যে মামাব অভ্যর্থনা করিবে! বাইশ বছর পবে যে আত্মীয় ফিরিয়া আসে তাকে কি বলিতে হয় কি কবিত্তে হয় তাব জ্ঞান? মামাকে সে নানারকম খাবান কবিয়া দিল বাজাব হইতে ভাল মাছ তবকাবি আনিয়া বায়া কবিল, বেশি দুধ অনাইয়া তৈরি কবিল পাখস। মামা বড় ভালবাসিত পাখস। এথানো তেমনি ভালবাসে কিনা কে জানে?

মামার সঙ্গে একটু ভদ্রতা কবিয়া শীতল কোণাস পলইয়াছিল মামা ইতিমধ্যে শ্যামাব ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমইয়া ফেলিয়াছে—ভাবি মজাব লোক এমন আব শ্যামাব ছেলেবা দেখে নাই। বাঁধিতে বাঁধিতে শ্যামা হাসিমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াই বলে আব তোমাকে পালিষে যেতে দেন না মামা, এবাব থেকে শ্যামাব কাছে থাকবে। তোমাব জিনিস পস্তর কই?

মামা বলে সে এক হোটলে বেখে এসেছি কে জানত বান, তোবা অছিঁস এখানে?

শ্যামা বলে ওবেলা গিষে তপে জিনিস পস্তর সব নিষ এসো—কলকাতা এসেছ কবে?

মামা বলে এই তো এলাম কাল না পবশ, পবশ, নিকোল।

বিধান অজ্ঞ স্কুলে গেল না। মামা আসিয়াছে পলিখা শ.ধ. নয, বাড়িতে আজ নানারকম বায়া হইতেছে মামা কি একাই সব খাইবে? এগারোটা পর্যন্ত কোথায় আত্মা দিয়া আসিয়া তাড়াহুড়া করিয়া স্নানাহাব সারিয়া শীতল প্রেসে চলিয়া গেল, মামার সঙ্গে একদণ্ড বসিয়া কথা বলারও

সময় পাইল না। আজ তাহার এত তাড়াতাড়ি কিসেব সেই জানে, বাড়িতে একটা মানুষ আসিলে শীতল যেন কি রকম কবে, সে যেন চোর পুঁলিস তাহার খোঁজ করিতে আসিয়াছে।

রাঁধিতে রাঁধিতে শ্যামা কত কি যে ভাবিতে লাগিল। মামার সঙ্গিনীটির কি হইয়াছে? হয়ত মরিয়া গিয়াছে, নয়ত মামার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে অনেকদিন আগেই। ওসব সম্পর্ক আর কতকাল টেকে? মরুক, ওসব দিয়া তার কি দরকার? কেলেংকারি ব্যাপার চুকাইয়া দিয়া মামা ফিরিয়া আসিয়াছে এই তা'ব ঢেব। আচ্ছা, এককাল মামা কি করিতোঁছিল? টাকা-পয়সা কিছু সঞ্চয় কবিয়াছে নাকি? তা যদি করিয়া আসিয়া থাকে তবে মন্দ হয় না। মামার সম্পত্তি হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় শীতলের মনে বড় লারগিয়াছিল, মামা হয়ত এবাব সুদে-আসলে সে পাওনা মিটাইয়া দিবে? পুরুষমানুষেব ভাগ্য,—বিদেশে ধূলিমুঠা খিঁষা মামার হয়ত সোনামুঠা হইয়াছে, মামার কাপড়জামা দেখিলেও তাই মনে হয়। মামাব তো আব কেউ নাই, যদি কিছু সঞ্চয় কবিয়া থাকে শ্যামাই তাহা পাইবে। এই বখসে আব একজন সঙ্গিনী জুটাইয়া মামা আর তাহার দেশান্তরী হইতে যাইবে না।

মামাকে সে ঘববাড়ি দেখায়। পিছনে খিড়াকব দিকে খানিকটা খালি জায়গা আছে, কষেক হাজার ইন্ট কিনিয়া শ্যামা সেখানে জমা করিয়া রাখিয়াছে, রান্নাঘবেব পাশে সিঁড়িব নিচে, চুন আর সুরকি রাখিয়াছে, আর বছর শ্যামা যে টাকা জমাইয়াছিল এসব কিনিতেই তা খরচ হইয়া গিয়াছিল, এ-বছর কিছু টাকা জমিয়াছে, ভগবানেব ইচ্ছা থাকিলে আগামী মাঘে দোতালাষ শ্যামা একখানা ঘর তুলিবে।

এইটুকু বাড়ি, দুখানা মোটে শোবার ঘর, কেউ এলে কোথায থাকতে দেব ভেবে পাইনে মামা, দোতালার ঘরটা তুলতে পারলে বাঁচি, ও আমার অনেকদিনের সাধ। খোকার বিয়ে দিলে ছেলে-বোকে ও-ঘরে শূঁতে দেব। পাশ দিতে খোকার আর চার বছর বাকি, পোষ মাসে কেলাসে উঠলে তিন বছর, নারে খোকা?

মামা গম্ভীর হইয়া বলে, বড় বুদ্ধি তো'র ছেলের শ্যামা, মন্ত বিদ্বান্

হবে বড় হয়ে। তামাকের ব্যবস্থা বদ্বি রাখিস না, এ্যা? খায় না, শীতল খায় না তামাক?

আগে খ্যেত, কিন্তু কে অত দেবে মিনিটে মিনিটে তামাক সেজে? বা ঝি আমাব, বাসন মাজতেই বেলা কাবার—আর আমার তো দেখছই মামা, নিখাস ফেলবার সময় পাইনে সারাদিন—থেটে থেটে হাড় কালি হয়ে গেল। এদিকে বাবু তো কম নন, নিজের তামাক সেজে খাবার মদ্রোদ নেই, এখন বিড়ি-টিড়ি খায়। মরোও তেমনি খুকুর খুকুর কেসে!

দে তবে আমকে দ্রুটো বিড়ি টিড়িই আনিষে দে বাবু।

শ্যামা উৎসাহিতা হইয়া বলে, দেব মামা, হুকো তামাক টামাক সব আনিষে দেব? এই তো কাছে বাজাব, যাবে আব নিষে আসবে। বাণী একবার শোন দিকি মা।

শ্যামাব ঝি সত্যভামা শ্যামার ছোট ছেলেটার জন্মের কয়েক ঘণ্টা আগে মরিয়া গিয়াছিল, ছেলে যদি শ্যামার না হইত, হইত মেয়ে, কারো তবে আব বদ্বিতে বাকি থাকিত না যে বাড়ির ঝি পেটের ঝি হইয়া আসিষাছে। সত্যভামার মেয়ে বাণী এখন শ্যামাব বাড়িতে কাজ করে। বাণীব বিবাহ হইষাছে, জামাই ভূষণ থাকে স্বশ্রুর্বাড়িতেই, শীতল তাহাকে কমল প্রেসে একটা চাকরী জুটাইষা দিষাছে। রাণী বাজাব হইতে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম আনিষা তামাক সাজিয়া হুকায় জল ভবিষা দিল, মামা আরামেব সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে বলিল, তোব ঝিটা তো বড ছেলেমানুষ শ্যামা, কাজকর্ম পারে?

ছাই পারে, আলসের একশেষ, আবাব বাবুয়ানির সীমে নেই, ছুড়িব চলন দেখছ না মামা? ওর মা আমার কাছে অনেকদিন কাজ করিছিল তাই রাখা, নইলে মাইনে দিয়ে অমন ঝি কে রাখে?

খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে দ্রুটো বাজিল। শ্যামা সবে পান সাজিয়া মদ্রুে দিষাছে, শীতল ফিরিয়া আসিল। শ্যামা অবাক হইয়া বলিল, এত শীগগির ফিরলে যে?

মামার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলব, প্রেসে কাজকর্মও নেই—

বেশ করেছে। যেমন করে আফিসে চলে গেলে মামা না জানি কি ভেবেছিল!

শীতল ইতস্তত করে, কি যেন সে বলিবে মনে করিযাচ্ছে। সে একটা পান খায়। শ্যামাব মূখের দিকে চাহিয়া মনে মনে কি সব হিসাব কবে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবিল, মামা ক'দিন থাকবেন এখন, না?

শ্যামা বলিল, ক'দিন কেন? ববাবব থাকবেন,—আমবা থাকতে বড়ো বয়সে হে টেলেব ভাত খেয়ে মববেন কি জনো?

আমিও তাই বলছিলাম।—পয়সা ক'ডি কিছ্ কবেছেন মনে হয় এ্যাঁ? মনে তো হয়, এখন আমাদের অদেব্ট!

মামা একটা ঘুম দিয়া উঠিলে বিকালে তাহ'না চাৰিদিকে ঘেঁষিয়া ব'স' গল্প শুনিতে লাগিল, শহব গ্রাম অবণ্য পৰ্ব'ভেব গল্প বাজা-মহাবাজা সাধ সফ্যাসী চোব ডাকাতেব গল্প, বোমাগুৰব বিপদ আপদেব গল্প। মামা কি কম দেশ ঘূ'বিযাছে কম মানু'বেব সঙ্গে মি'শিয়াছে! সুদূ'ব একটা তী'থে'ব নাম কব, যাব নামটি ম'শ শ্যামা ও শীতল শুন'যাছে, যেমন নামেশ্বব সেতুবন্ধ, নাসিক ল'দ'নীনাথ—ম'মা সঙ্গে সঙ্গে প'থব ব'র্ণ'না দে'য তী'থে'ব ব'র্ণ'না দে'য, ম'ম ম'ম প'প ধ'ব'সা চোখেব সামনে ফুটি'যা ওঠে। সেই বিধবা সঙ্কিনীটি ক'কাল পাগাব সঙ্গে ছিল কেহ জিজ্ঞাসা কবিতে পা'বে না, মামাব যাবাবব জী'নেব ইতিব'ত্ত শুন'যা কিন্তু মনে হয় চিবকাল সে দেশে দেশে ঘূ'বিযাছে একা, সাথী যদি কখনো পাওয়া গি'যা থাকে সে প'থেব সাথী প'ব'দ'য। শ্যামা একস'ম সূ'কো'শলে জিজ্ঞাসা কবে গ্রাম হইতে বাহিব হই'যা প্রথমে মামা কে'থ'য গি'যাছিল মামা সোজাস'জি জবাব দে'য, কাশী,—কাশীতে ছিলাম পাঁচ ছ'টা মাস, ভুলে টুলে গি'যোছি সে সব বাপ'দ, সে কি আজকেব কথা!

শ্যামা বলে, একা একা ঘূ'বে বেড়াতে ভাল লাগত মামা?

মামা বলে, একা ঘূ'বেই তো সুখ বে, ভাবনা নেই চিন্তা নেই, যখন যেখানে খুঁসি পড়ে থাক যেখানে খুঁসি চলে যাও, কাবো তোষাক্তা নেই, জুটলো খেলে না জুটলো উপোস কবলে—চিবকাল ঘরের কোণে কাটালি সে আনন্দ তোর কি বুঝবি? একবার কি হল,—নীলগি'রি পাহাড়ের গোড়ায় একটা গ্রামে গি'য়েছি এক সাধুর সঙ্গে, গ্রামটার নাম বুঝি তুঁড়িগোড়িয়া,

পাহাড়ের সার চলে গিয়েছে গ্রামের ধার দিয়ে। পাহাড়ে উঠে দেখতে ইচ্ছা হল। গাঁ থেকে উড়িয়া মেয়েরা পাহাড়ের বনে কাঠ কাটতে যায়, তাদের সঙ্গে গেলাম। সে কি জঙ্গল রে শ্যামা, এইটুকু সরু পথ দুপাশে এক পা সরবার যো নেই, যেন গাছপালার দেয়াল গাঁথা। ফিরবার সময় পথে হাতীর পাল পড়ল, আর নামবার যো নেই। চারদিন হাতীর পাল পথ আটকে রইল, চারদিন আমরা নামতে পারলাম না। কি সাহস মেয়েগুলোর বলিহারি যাই, চারদিন টু\* শব্দটি করলে না, রাতে আমাকে বলত ঘুমোতে আর নিজেবা কাঠকাটা দা বাগিয়ে ধরে পাহারা দিয়ে জেগে থাকত। আর একদিন

সেদিন আর মামার জিনিসপত্র আনা হইল না, পরদিন গিয়া লইয়া আসিল।

শ্যামা ভাবিয়াছিল মামা কত জিনিস না জানি আনিবে, হয়ত আঁটিবেই না ঘরে! মামা কিন্তু আনিল ক্যাম্ব্রিশের একটা ব্যাগ আর কস্বেলে জড়ানো একটা বিছানা,—লেপ তোষক নয়, দুটো র্যাগ খানিতনেক সূতির চাদর আর এই এতটুকু একটা বলিশ।

শ্যামা অবাক হইয়া বলিল, এই নাকি তোমার সব জিনিস মামা?

মামা একগাল হাসিল, ভবঘুরের কি আর রাশ রাশ জিনিস থাকে মা? ব্যাগটা হাতে করি, বিছানা বগলে নিই, চলো এবার কোথায় যাবে দিল্লী না কোম্বাই।—ব্যাগটা হাতে তুলিয়া বিছানা বগলে করিয়া মামা যাওয়ার অভিনয় করিয়া দেখাইল।

তাই হইবে বোধ হয়। আজ এখানে কাল সেখানে করিয়া যে বেড়াষ, ব্যাগ পাটিরার হাঙ্গামা থাকিলে তাহার চলিবে কেন? কিন্তু এমন ভবঘুরেই যদি মামা হইয়া থাকে, তবে তো টাকাকড়ি কিছ্ই সে করিতে পারে নাই? শ্যামা ভাবিতে ভাবিতে কাজ করে। প্রথমে সে যে ভাবিয়াছিল বিদেশে মামা অর্থোপার্জন করিয়াছে, বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে শব্দ ছুটি-ছাটা সুযোগ-সুবিধা মত, হয়ত তা সত্য নয়। মামার হয়ত কিছ্ই নাই। দেশে দেশে সম্পদ কুড়াইয়া বেড়ানোর বদলে হয়ত শব্দ বাউল সম্যাসীর মত উদ্দেশ্যহীনভাবেই সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু এমন যে দুঃসাহসী, কত রাজা-রাজড়ার সঙ্গে যে খাঁতির জমাইয়াছে, পার্থিব সম্পদ লাভের সুযোগ কি সে কখনো



পাষ নাই? পথে ঘাটে লোকে তো হীরাও কুড়াইয়া পায়! বিকুপ্ৰসার বাবা পশ্চিমে গিয়াছিলেন কপর্দকহীন অবস্থায়, কোথাকার রাজার সুনজরে পড়িয়া বিশ বছর দেওয়ানী করিলেন, দেশে ফিরিয়া দশ বছর ধরিয়া পেন্সনই পাইলেন বছরে দশ হাজার টাকার। মামার জীবনে ওরকম কিছই কি ঘটে নাই? কোনো দেশের রাজার ছেলের প্রাণ-টান বাঁচাইয়া লাখ টাকা দামের পান্না মরকত একটা কিছ উপহার?

মামা নিঃস্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে শ্যামার ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। একবার তাহাদের গ্রামে এক সম্মাসী গাছতলার মরিয়া পড়িয়া ছিল, সম্মাসীর সঙ্গে ছিল পদ্রু কাঠের ছোট একটি জল চৌকী, তার ভিতরটা ছিল ফাঁপা, পদ্রুশ নাকি স্কুর মত ঘুরাইয়া ছোট ছোট পান্না চারটি খুলিয়া তন্তুর ভিতরে একগাদা নোট পাইয়াছিল। মামার ব্যাগেব মধ্যে, কোমরের খলিতে হয়ত ভেঁমনি কিছ আছে? নোট না হোক, দাম্পী কোন পাথর টাখর?

মামা স্থায়ী ভাবে রহিয়া গেল। ভারি আমদে মিশুক লোক, কদিনের মধ্যে পাড়ার ছেলে বড়োর সঙ্গে পর্যন্ত তাহার খাতির জমিয়া গেল, এ-বাড়িতে দাবার আড্ডায় ও-বাড়িতে তাহাদের আড্ডায় মামার পশারের অন্ত রহিল না। মামার প্রীতি এখন শীতলের ভক্তি অসীম, মামার মখে দেশ বিদেশের কথা শুনিতে তাহার আগ্রহ যেন দিন দিন বাড়িয়া চলে, মামাকে সে চুপ করিতে দেয় না। মামা আসিবার পর হইতে সে কেমন অনামনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, চোখে কেমন উদাস উদাস চাউনি। শ্যামা একটু ভয় পায়। ভাবে, এবার আবার মাথার কি গোলমাল হয় দ্যাখো!

ঠিক শীতলের জন্য যে শ্যামার ভাবনা হয় তা নয়, শীতলের সম্বন্ধে ভাবিবার তাহার সময় নাই। তার গদ্বাহানো সংসারে শীতল কবে কি বিপর্যয় আনে এই তার আশঙ্কা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহাদের। সংসার শ্যামার, ছেলেমেয়ে শ্যামার—ওর মধ্যে শীতলের স্থান নাই,—নিজের গৃহে নিজের সংসারের সঙ্গে শীতলের সম্পর্ক শ্যামার মধ্যস্থতায়, গৃহে শীতল শ্যামার আড়ালে পড়িয়া থাকে, স্বাধীনতাবিহীন স্বাভাবিকতাবিহীন জড় পদার্থের মত। একদিন শীতল মদ খাইত, শ্যামাকে মারিত.

কিন্তু শীতল ছাড়া শ্যামার তখন কেহ ছিল না। আজ শীতলের মদ খাইতে ভাল লাগে না, শ্যামাকে মারা দূরে থাক ধমক দিতেও তাহার ভয় করে! শ্যামা আজ কত উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে! কোন দিকে কোন বিষয়ে খুঁত নাই শ্যামার, সেবার যন্ত্রে, বিধি-ব্যবস্থায়, বুদ্ধি-বিবেচনায়, ত্যাগে, কর্তব্য-পালনে সে কলের মত নিখুঁত—শ্যামার সঙ্গে তুলনা করিয়া সব সময় শীতলের যেন নিজেকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়, এবং সে যে অপদার্থ ছিটগল্প মান্দুষ এ তো জানে সকলেই। অন্তত শ্যামা যে জানে, শীতলের তাহাতে সন্দেহ নাই। সব সময় শীতলের মনে হয় শ্যামা মনে মনে তাহার সমালোচনা করিতেছে, তাহাকে ছোট ভাবিতেছে, ঘৃণা করিতেছে—কেবল মাস গেলে সে টাকা আনিয়া দেয় বলিয়া মনের ভাব রাখিয়াছে চাপিয়া, বাহিরে প্রকাশ করিতেছে না। বাহিরের জীবনে বিতৃষ্ণা আসিলে শীতলের মন নীড়ের দিকে ফিরিয়াছিল, চাহিয়াছিল শ্যামাকে—কিন্তু সাত বৎসরের বন্ধুজীবন-আপিনী লাঞ্ছিতা পল্পী যখন জননী হয়, তখন কে কবে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছে? বোয়ের বয়স যখন কাঁচা থাকে তখন তাহার সহিত না মিলিলে আর তো মিলন হয় না! মন পাকিবার পর কোন নারীর হয় না নতুন বন্ধু, নতুন প্রেমিক। দঃখ মর্দিয়া লইবার, আনন্দ দিবার, শান্তি আনিবার ভার শ্যামাকে শীতল কোনদিন দেয় নাই, শীতলের মনে দঃখ নির্দীনন্দ ও অশান্তি আছে কিনা শ্যামা তাহা বুঝিতেও জানে না। শীতল ছিল রুদ্ধ উদ্ধত কঠোর, শ্যামাকে সে কবে জানিতে দিয়াছিল যে তার মধ্যেও এমন কোমল একটা অংশ আছে যেখানে প্রতাহ প্রেম ও সহানুভূতির প্রলেপ না পাড়িলে যন্ত্রণা হয়? শ্যামা জানে, ওসব প্রয়োজন শীতলের নাই, ওসব শীতল বোঝেও না। তাই ছেলেমেয়েদের লইয়া নিজের জন্য যে জীবন শ্যামা রচনা করিয়াছে, তার মধ্যে শীতল আগ্রয়ের মত, জীবিকার উপায়ের মত তুচ্ছ একটা পার্শ্বিক প্রয়োজন মাত্র। আপনার প্রতিভার সৃজিত সংসারে শ্যামা ডুবিয়া গিয়াছে। শীতল সেখানে ঢুকিবার রাস্তা না খুঁজিলেই সে বাঁচে।

মামা বলে, শীতলের ভাব যেন কেমন কেমন দেখি শ্যামা?

শ্যামা বলে, ওমনি মান্দুষ মামা—ওমনি গা-ছাড়া গা-ছাড়া ভাব। কি এল কি গেল, কোথায় কি হচ্ছে কিছ, তাকিয়ে দেখে না,—খেয়াল নিয়েই

আছে নিজের। ভগ্নীপতি চাইলে, দিয়ে দিলে তাকে হাজারখানেক টাকা ধার করে—না একবার জিজ্ঞেস করা, না একটা পরামর্শ চাওয়া! তাও মেনে নিলাম মামা, ভাবলাম দিয়ে যখন ফেলেছে আর তো উপায় নেই—যে মানুষ ওর ভগ্নীপতি ও টাকা ফিরে পাওয়ার আশা নিমাই!—কি আর হবে? এই সব ভেবে জমানো যে কটা টাকা ছিল,—কি কষ্টে যে টাকা কটা জমিরে—ছিলাম মামা ভাবলে গা এলিয়ে আসে—দিলাম একদিন সবগুঁলি টাকা হাতে তুলে, বললাম, যাও ধার শূঁধে এসো, ঋণী হয়ে থেকে কেন ভেবে ভেবে গায়ের রক্ত জল করা? টাকা নিয়ে সেই যে গেল, ফিরে এল সান্দিন পরে। ধারের মনে ধার রইল, টাকাগুলো দিয়ে বাবু সান্দিন ফর্তি করে এলেন। সেই থেকে কেমন যেন দমে গেছি মামা কোন দিকে উৎসাহ পাইনে। ভাবি, এই মানুষকে নিয়ে তো সংসার, এত যে করি আমি কি দাম তার, কেন মিথ্যে মবছি খেটে খেটে,—সুখ কোথা অদেখে?

মামা সাধুনা দিয়া বলে, পুরুষমানুষ অমন একটু আধটু করে শ্যামা—নিজেই আবার সব ঠিক করে আনে। আনছে তো বাবু রোজগার করে, বসে তো নেই!

শ্যামা বলে, আমি আছি বলে, আর কেউ হলে এ সংসার কবে ভেসে যেত মামা।

মামা একদিন কোথা হইতে শ্যামাকে কুড়িটা টাকা আনিয়া দেয়। শ্যামা বলে, একি মামা?

মামা বলে, রাখ না, রাখ—থরচ করিস্। টাকাটা পেলাম, আমি আর কি করব ও দিয়ে?

সত্যই তো, টাকা দিয়া মামা কি করিবে? শ্যামা সুখী হইল। মামা যদি মাঝে মাঝে এরকম দশবিশটা টাকা আনিয়া দেয় তবে মন্দ হয় না। মামাকে শ্যামা ভক্তি করে, কাছে রাখিয়া শেষ বয়সে তাহার সেবাবন্ধ করার ইচ্ছাটাও আস্তরিক। তবে, তাহার কিনা টানাটানির সংসার, ইন্টস্‌টরিক কিনিয়া রাখিয়া টাকার অভাবে সে কি না দোতালায় ঘর তোলা আরম্ভ করিতে পারে নাই, মেয়ে কিনা তাহার বড় হইতেছে, টাকার কথাটা সে তাই আগে ভাবে। কি করিবে সে? তার তো জমিদারি নাই। মামা থাক, হাজার

দশ হাজার যদি নাই পাওয়া যায়, আমার জন্য যে বাড়তি খরচ হইবে অন্তত সেটা আসুক, শ্যামা আর কিছ্ চায় না।

দিন পনের পরে মামা একদিন বর্ধমানে গেল, সেখানে তাহার পরিচিত কোন সাধুর আশ্রম আছে, তার সঙ্গে দেখা করিবে। বলিয়া গেল দিন তিনেক পরে ফিরিয়া আসিবে। শ্যামা ভাবিল, মামা বোধ হয় আর ফিরিয়া আসিবে না, এমনি ভাবে ফাঁকি দিয়া বিদায় লইয়াছে। শীতল ক্ষুদ্র হইল সব চেয়ে বেশি। বন্ধনহীন নির্বাক্রম ভ্রাম্যমান লোকটির প্রতি সে প্রবল একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। মামা যখন যায়, শীতল বাড়ি ছিল না। মামা চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া সে বারবার বলিতে লাগিল, কেন যেতে দিলে? তোমার ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি নেই, আমার স্বভাব জানো ভাল করে, আটকাতে পারলে না? বোকা হাদারাম তুমি—মুখ্যর একশেষ!

কিচ থোকা নাকি ধরে রাখব?

ধরে আবার রাখতে হয় নাকি মামুষকে? কি বলেছ কি করেছ তুমিই জ্ঞান, যা ছোট মন তোমার, আত্মীয়স্বজন দুর্দিন এসে থাকলে খরচের ভয়ে মাথার তোমার টনক নড়ে যায়,—ছেলেমেয়ে ছাড়া জগতে যেন পোষ্য থাকে না মানু্ষের।—ছেলে তোমার কি করে দেখো, তোমার কাছেই তো সব শিখছে, তোমার কপালে ঢের দুঃখ আছে।

পাগল হলে নাকি তুমি? কি বকছ?

শীতল যেন কেমন করিয়া শ্যামার দিকে তাকায়। খুব রাগিলে আগে যেমন করিয়া তাকাইত সেরকম নয়।—পাগল আমি হইনি শ্যামা, হয়েছে তুমি। ছেলে ছেলে করে তুমি এমন হয়ে গেছ, তোমার সঙ্গে মানু্ষে বাস করতে পারে না,—ছেলে না কচু, সব তোমার টাকার খাঁকতি, কি করে বড়লোক হবে দিনরাত শুধু তাই ভাবছ, কারো দিকে তাকাবার তোমার সময় নেই। জন্তুর মত হয়েছে তুমি, তোমার সঙ্গে একদণ্ড কথা কইলে মানু্ষের ঘেন্না জন্ম যায় এমনি বিপ্লী স্বভাব হয়েছে তোমার, লোকে মরুক বাঁচুক তোমার কি? সময়ে মানু্ষ টাকা পরসার কথা ভাবে আবার সময়ে দশজনের দিকে তাকায়, তোমার তা নেই,—আমি বুঝিলে কিছ্! টাকার কথা ছাড়া এক মিনিট আমার সঙ্গে অন্য কথা কইতে তোমার গারে জ্বর আসে, মন খুলে স্বামীর

সঙ্গে মেশাব স্বভাব পর্বস্ত তোমাব ঘূচে গেছে, বসে বসে খালি মতলব আঁটছ কি কবে টাকা জমাবে, বাড়ি তুলবে, ঘর তুলবে, টাকার গদিতে শুষে থাকবে : বাজারের বেশ্যা মাগীগলো তোমার চেয়ে ভাল, তাবা হাসিখুঁসি জানে ফর্তি করতে জানে : বস্ত্রমাংসেব মান্দুষ তুমি নও, লোভ করার যন্তব।

বাস্ বে!—শীতল এমন কবিষা বলিতে পারে? সমালোচনা করার পাগলামি এবাব তাহাব আসিযাছে নাকি? এসব সে বলিতেছে কি? শ্যামাব সঙ্গে মান্দুষ বাস কবিতো পারে না? মান্দুষেব সঙ্গে অনর্ভূতির আদান-প্রদান সে তুলিয়া গিয়াছে—একেবাবে তুলিয়া গিয়াছে?

সে জন্তু যন্ত্র, বেশ্যাব চেয়ে অধম? কেন, টাকা পয়সা বাড়িঘর সে নিজেব জন্য চায় নাকি! শীতল দেখিতে পাষ না নিজে সে কত কষ্ট কবিয়া থাকে ভাল কাপড়টি পবে না ভাল জিনিসটি খায় না? শ্যামা শীতলকে এই সব বলে, বদ্বাইষা বলে।

শীতল বলে, ভাল খানে পরবে কি, মান্দুষ ভাল খায় ভাল পরে—ভাল মান্দুষ। তুমি তো টাকা জমানো যন্তব।

ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়।—শ্যামা বলে।

শীতল বলে, তাই তো বলছি, টাকা আব ভবিষ্যত হয়েছে তোমার সব, ভবিষ্যত করে কবে জন্ম কেটে গেল,—অত ভবিষ্যত কারো নয় না। ভবিষ্যতের ভাবনা মান্দুষের থাকে, অল্প-বিস্তব থাকে, তোমার ও ছাড়া কিছু নেই ওই তোমার সর্বস্ব—বড় বেথাপ্পা মান্দুষ তুমি, মহাপাপী।

শোন একবার শীতলের কথা! কিসে মহাপাপী শ্যামা? কোনো দিন চোখ তুলিয়া পরপুরুষের দিকে চাহিয়াছে? অসৎ চিন্তা কবিয়াছে? দেব-দ্বিজে ভাস্তি রাখে নাই? শ্যামা আহত, উত্তেজিত ও বিস্মিত হইয়া থাকে। শীতল তাহাকে বকে? যার সংসার সে মাথায় কবিয়া রাখিয়াছে? যাব ছেলে-মেয়েব সেবা করিয়া তাহার হাতে কড়া পড়িয়া গেল, মেবদন্দ বাঁকিয়া গেল ভারবহা বাঁকের মত? ধন্য সংসার! ধন্য মান্দুষের কৃতজ্ঞতা!

‘মামা কিন্তু ফিরিয়া আসিল,—সাতদিন পরে।

সাতদিন পরে মামা ফিরিয়া আসিল, আরও দিন দশেক পরে শ্যামা



পোয়াবে? যা সব বজ্জাত মিস্ত্রি, বজ্জাতি করে মালমশলা নষ্ট করবে, তুমি ওদের সঙ্গে পারবে কেন? তাছাড়া, নিজের চোখে না দেখে আমার স্বাস্থ্য নেই কাজ কতদূর এগুলো,—ঘর ভোলায় সাধ কি আমার আজকের! তুমি ঘরে গিয়ে বোসো মামা,—পিঠে কোথায় ব্যথা বলছিলে না? রাণী বরং একটু তেল মালিশ করে দিক।

শীতল কোন দিকে নজর দেয় না, কেবল সে যে পদ্রুপ মান্দ্রুষ এবং বাড়ির কতটা এটুকু দেখাইবার জন্য বলা নাই কওয়া নাই মাঝে মাঝে কর্তৃত্ব ফলাইতে যায়। গম্ভীর মূখে বলে, এখানে জানালা হবে বদ্বি, দেয়ালের যেখানে ফাঁক রাখছ?

মিস্ত্রিরা মুখ টিপিয়া হাসে। শ্যামা বলে, জানালা হবে না ত কি দেয়ালে ফাঁক থাকবে?

তাই বলছি—শীতল বলে,—জানালা হবে কটা? তিনটে মোটে? না না, তিনটে জানালায় আলো বাতাস খেলবে না ভাল,—ওহে মিস্ত্রি এইখানে আরেকটা জানালা ফুটিয়ে দাও,—এদিকে একটাও জানালা করনি দেখছি।

শ্যামা বলে, ওদিকে জানালা হবে না, ওদিকে নকুডবাবুর বাড়ি দেখছ না? আব বহুব ওবাও দোতালার ঘর তুলবে, আমাদের ঘেঁষে ওদের দেয়াল উঠবে,—জানালা দিয়ে তখন করবে কি? জান না বোঝ না ফোঁপরদালালি কোরো না বাবু তুমি।

শীতল অপমান বোধ করে, কিন্তু যেন অপমান বোধ করে নাই এমন ভাবে বলে, তা কে জানে ওরা আবাব ঘর তুলবে!—হাঁ হাঁ, ওখানে আস্ত ইন্ট দিও না মিস্ত্রি, দেখছ না বসছে না, কতখানি ফাঁক রখে গেল ভেতরে? দূখানা আন্ধেক ইন্ট দাও, দিয়ে মাঝখানে একটা সিক ইন্ট দাও।

মিস্ত্রিরা কথা বলে না, মাঝখানের ফাঁকটাতে কয়েকটা ইন্টের কুচি দিয়া মশলা ঢালিয়া দেয়, শীতল আড়চোখে চাহিয়া দেখে শ্যামা ফুর চোখে চাহিয়া আছে। শীতল এদিকে ওদিকে তাকায়, হঠাৎ শ্যামার দিকে চাহিয়া একটু হাসে, পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া নিচে নামিয়া আসে। দাঁড়াইয়া বিধানের একটু পড়া দেখে,—পাড়িবার জন্য ছেলেকে শ্যামা গত বৈশাখ মাসে নতুন টেবিল চোরার কিনিয়া দিয়াছে,—পড়া দেখিতে দেখিতে শীতল টের পার

শ্যামা ঘরে আসিয়াছে। তখন সে বিধানের বইএর পাতায় একস্থানে আঙ্গুল দিয়া বলে : এখানটা ভাল করে বদখে পড়িস খোকা, পরীক্ষায় মাঝে মাঝে দেয়। তারপর বিধান জিজ্ঞাসা করে : Circumlocutory মানে কি বাবা? শীতল বলে, দেখ্ না দেখ্, মানের বই দেখ্। বিধান তখন খিল খিল করিয়া হাসে। শ্যামা বলে : পড়ার সময় কেন ওকে বিরক্ত করছ বলত?

শীতল বলে, হাসলি যে খোকা?—শীতলের মূখ মেঘের মত অন্ধকার হইয়া আসে, বাপের সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? হারামজাদা ছেলে কোথাকার! বলিয়া ছেলেকে সে আখালি পাখালি মারিতে আরম্ভ করে। বিধান চেঁচায়, বদু চেঁচায়, শ্যামা চেঁচায়, বাড়িতে একেবারে হৈ চৈ বাধিয়া যায়। শ্যামা দুই হাতে বিধানকে বদকের মধ্যে আড়াল করে, শীতল গায়ের ঝাল ঝাড়িতেই শ্যামার গায়ে দুচারটা মার বসাইয়া দেয় অথবা সেগুঁলি লক্ষ্যপ্রস্ট হইয়া শ্যামার গায়ে লাগে বদ্বিবার উপায় থাকে না। শ্যামা তো আজ গৃহিণী, মোটােসোটা রাজরাণীর মত তাহার চেহারার, শীতল কি এখন তাহাকে ইচ্ছা করিয়া মারিবে?

এমনিভাবে দিন যায়, ঠান্ডায় শীতের দিনগুলি হ্রস্ব হইয়া আসে। মামা সেই যে একবার শ্যামাকে কুড়িটি টাকা দিয়াছিল আজ পর্যন্ত সে আর একটি পয়সাও আনিয়া দেয় নাই, শ্যামা তবু শীতলের চেয়ে মামাকেই খাতির করে বেশি : মামার সঙ্গে শ্যামার বনে, শ্যামার ছেলেদের মামা বড় ভালবাসে, শীতলের চেয়েও বদ্বি বেশি। নিজের বাড়িতে শীতল কেমন পরের মত থাকে, যে সব খাপছাড়া তাহার কাণ্ড, কে তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা করিবে? শীতলকে ভালবাসে শুধু বকুল। মেয়েটার মন বড় বিচিত্র, যা কিছু খাপছাড়া যা কিছু অসাধারণ তাই সে ভালবাসে। শীতলও বোধ হয় খোঁড়া কুকুর। লোম-ওঠা ঘা-ওলা বিড়াল, ভাঙা পুতুল এই সবের পর্যায়ে পড়ে, বকুল তাই শ্যামার ভাষায় বাবা বলিতে অজ্ঞান। ছেলেবেলা হইতে বকুলেব স্বাচ্ছন্দ্যিট বড় ভাল, চলাফেরা হাসি খেলা স্বাভাবিক নিয়মে সবই তার সুন্দর, কত প্রাণ, কত ভক্তি। সকলে তাহাকে ভালবাসে, তার সঙ্গে কথা বলিতে সকলেই উৎসুক, সে কিন্তু যাকে তাকে ধরা দেয় না, নির্মমভাবে উপেক্ষা



করিয়া চলে। খেলনা ও খাবার দিয়া, তোষামোদের কথা বলিয়া তাহাকে জয় করা যায় না। মামা কত চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই। শ্যামার তিন ছেলেই মামার ভক্ত, বকুল কিন্তু তাহার ধারে কাছেও স্বর্গে না। শ্যামার সঙ্গেও বকুলের তেমন ভাব নাই, শ্যামাকে সে স্পষ্টই অবহেলা কবে। বাড়িতে সে ভালবাসে শূধু বাবাকে, শীতল যতক্ষণ বাড়ি থাকে পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, শীতলের চুল তোলে, ঘামাচি মারে, মদুখে বাড়ি দিয়া দেশলাই ধরাইয়া দেয়, আর অনর্গল কথা বলে। শীতল বাড়ি না থাকিলে ছাদে গিয়া তাহার গোসাঘরে পদতুল খেলে, মিস্ত্রিদের কাজ দেখে, আর শ্যামার ফরমাস খাটে। শীতল না থাকিলে মেয়েটার মদুখের কথা যেন ফুরাইয়া যায়।

একদিন শ্যামা নতুন গুড়ের পায়স করিয়াছে, সকলে পরিতোষ করিয়া খাইল, বকুল কিছুতে খাইবে না, কেবলি বলিতে লাগিল, দাঁড়াও, বাবা আসুক, বাবাকে দাও?

শ্যামা বলিল, সে তো আসবে রাস্তারে, ওই দ্যাখ্ বড় জাম-বাটিতে তার জন্যে তুলে রেখিছ, এসে খাবে। তোরটা তুই খা।

বকুল বলিল, বাবা পায়স খেতে আসবে দূটোর সময়।

শ্যামা বলিল, কি করে জানিল তুই আসবে?

বকুল বলিল, আমি বললাম যে আসতে?, বাবা বললে দূটোর সময় ঠিক আসবে,—আমি বাবার সঙ্গে খাব।

শ্যামা বলিল, দেখলে মামা মেয়ের আশ্বাস? বড়ো ঢেঁকি মেয়ে বাবাকে পায়স খাবার নেমন্তন্ন করেছেন, আপিস থেকে তিনি পায়স খেতে বাড়ি আসবেন।...খা বন্ধু, খেয়ে বাটি খালি করে দে। তিনি যখন আসবেন খাবেন এখন, তুই বরং আদর করে খাইয়ে দিস, এখন নিজে খেয়ে আমায় বেহাই দে তো।

বকুল কিছুতে খাইবে না, শ্যামারও জিদ চাপিয়া গেল সেও খাওয়াবেই। পিঠে জোরে দূটা চড় মারিয়া কোন ফল হইল না, বকুল একটু কাঁদিল না পর্যন্ত। আরো জোরে মারিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু যতই হোক শ্যামার তো মায়ের মন, কতবার কত জোরে আর মায়ের মন লইয়া মেয়েকে মারা যায়? এক খাবলা পায়স তুলিয়া শ্যামা মেয়ের মদুখে গুঁজিয়া

দিতে গেল, বকুল দাঁত কামড়াইয়া রহিল, তার মৃদু শব্দ মাথা হইয়া গেল পারসে।

হার মানিয়া শ্যামা অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল, উঃ, কি জিদ মেয়ের! কিছতে পারলাম না খাওয়াতে?

দুটোর আগে শীতল সত্য সত্যই ফিরিয়া আসিল। শ্যামা আসন পাতিয়া গেলাসে জল ভরিয়া দিল। ভাবিল শীতল খাইতে বসিলে সবিস্তাবে বকুলের জিদের গম্প করিবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাপ-বোঁটতে কি পরামর্শই যে দুজনে তাহারা করিল, খানিক পরে মেয়ের হাত ধরিয়া শীতল বাড়ির বাহির হইয়া গেল। যাওয়ার আগে শ্যামাব সঙ্গে তাহাদের যে কথা হইল তাহা এই।

শ্যামা বলিল, কোথায় যাচ্ছ শূনি?

শীতল বলিল, চুলোয়।

শ্যামা বলিল, পায়েস খেয়ে যাও।

বকুল বলিল, তোমার পায়ের আমরা খাইনে।

শ্যামা বলিল, দেখো, ভাল করছ না কিন্তু তুমি। আদর দিয়ে দিবে মেয়ের তো মাথা খেলে।

এর জবাবে শীতল বা বকুল কেহই কিছ্ বলিল না। পা দিয়া পায়েসের বাটি উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া শ্যামা ফেলিল কাঁদিয়া।

রাত প্রায় নটার সময় দুজনে ফিরিয়া আসিল। বকুলের গায়ে নতুন জামা, পরণে নতুন কাপড়, দু-হাত বোঝাই খেলনা, আনন্দে বকুল প্রায় পাগল। আজ কিছ্ক্ষণের জন্য সকলের সঙ্গেই সে ভাব করিল, শ্যামার অপরাধও মনে রাখিল না, মহোৎসাহে সকলকে সে তাহাব সম্পত্তি দেখাইল, বাবার সঙ্গে কোথায় কোথায় গিয়াছিল গল গল করিয়া বলিয়া গেল।

শীতল উৎসাহ দিয়া বলিল, কি খেয়েছিস বলিল না বকু?

পরদিন রাতে প্রেস হইতে ফিরিয়া বকুলকে শীতল দেখিতে পাইল না। শ্যামা বলিল, আমার সঙ্গে সে বনগাঁয়ে পিসির কাছে বেড়াইতে গিয়াছে।

আমায় না বলে পাঠালে কেন?

বললে কি আর তুমি যেতে দিতে? যাবার জন্য কাঁদাকাটা করতে লাগল, তাই পাঠিয়ে দিলাম।

হঠাৎ বনগাঁ যাবার জন্য ও কাঁদাকাটা করল কেন?

কাল পরশু ফিরে আসবে।

ঝোঁকের মাথায় কাজটা করিয়া ফেলিয়া শ্যামার বড় ভয় আর অনুতাপ হইতেছিল, সে আবার বলিল, পাঠিয়ে অন্যায় করছি। আর করব না।

শীতলের কাছে চুটি স্বীকার করিতে আজকাল শ্যামার এমন বাধ' বাধ' ঠেকে! নিজে চারিদিকে সব ব্যবস্থা করিয়া করিয়া স্বভাবটা কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে, কোন বিষয়ে কারো কাছে যেন আর নত হওয়া যায় না। আর বকুলকে এমনভাবে হঠাৎ বনগাঁয়ে পাঠাইয়াও দিয়াছে তো এই কারণে, মেয়ের উপর অধিকার জাহির করিতে। কাজটা যে বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে, ওরা রওনা হইয়া যাওয়ার পরেই শ্যামার তাহা খেয়াল হইয়াছে।

শীতল কিন্তু আজ চে'চামেটি গালাগালি করিল না, করিলে ভাল হইত, ছাড়ি দিয়া শ্যামাকে অমন করিয়া হয়ত সে তাহা হইলে মারিত না। মাথায় ছিটওলা মান'ষ, যখন যা করে একেবারে চরম করিয়া ছাড়ে। শ্যামাব গায়ে ছড়ির দাগ কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল।

মারিয়া শীতল বলিল, বজ্রাত মাগী, তোকে আমি কি শাস্তি দিই দেখ্। এই গেল এক নম্বর। দ' নম্বর শাস্তি তুই জন্মে ভুলবি না।

শাস্তি? আবার কি শাস্তি শীতল তাহাকে দিবে? তাহার স্বামী?

বিবাহের পরেই শ্যামা টের পাইয়াছিল শীতলের মাথায় ছিট আছে। পাগলের কান্ডকারখানা কিছু বদ্বিবার উপায় নাই। পরদিন দশটার সময় নিয়মিতভাবে স্নানাহার শেষ করিয়া শীতল আপিসে গেল। বারটা একটার সময় ফিরিয়া আসিল। শ্যামাকে আড়ালে ডাকিয়া তাহার হাতে দিল এক-তাড়া নোট। শ্যামা গুণিয়া দেখিল, এক হাজার টাকা। এ কেমন শাস্তি? শীতল কি করিয়াছে, কি করিতে চায়?

এ কিসের টাকা?—শ্যামা রুদ্ধস্থানে জিজ্ঞাসা করিল।

শীতল বলিল, বাবু বোনাস দিয়েছেন। পরশু লাভের হিসাব হ'ল

কিনা, টের টাকা লাভ হয়েছে এবছর,—আমার জন্যেই তো সব? তাই আমাকে এটা বোনাস দিয়েছেন।

এত টাকা! হাজার! আনন্দে শ্যামার নাচিতে ইচ্ছা হইতছিল। সে বলিল, বাবু তো লোক বড় ভাল?—হ্যাঁগা, কাল বস্তু রেগেছিলে না? বড় মেরেছিলে বাবু কাল—পাষণের মত। ভাগ্যে কেউ টের পায নি, নইলে কি ভাবত?—আপিস যাবে নাকি আবার?

যাই, কাজ পড়ে আছে। সাবধানে রেখো টাকা।

এই বলিয়া সেই যে শীতল গেল, আর আসিল না। দুদিন পরে মামা বনগাঁ হইতে একা ফিরিয়া আসিল।

বাবু কই মামা?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল।

মামা বলিল, কেন, শীতলের সঙ্গে আসে নি? শীতল যে তাকে নিয়ে এল?

তখন সমস্ত বুদ্ধিতে পারিয়া শ্যামা কপাল চাপড়াইয়া বলিল, আমাব সর্বনাশ হয়েছে মামা।

কে জানিত পশ্চিমা বছর বয়সে চারটি সন্তানের জননী শ্যামাব জীবনে এমন নাটকীয় ব্যাপার ঘটিবে?

## পাঁচ

বকুলকে সঙ্গে করিয়া শীতল চলিয়া গিয়াছে।

ফিরিয়া যদি সে না আসে, এ শান্তি শ্যামা সভাই জীবনে কখনো ছুলিবে না।

মামা বলিল, অত ভাবিছিস কেন বল দিকি শ্যামা, রাগের মাথায় গেছে, রাগ পড়লে ফিরে আসবে। সংসারী মানব চাকরি-বাকরি ছেড়ে যাবে কোথা? আর ও-মেয়ে সামলানো কি তার কস্মে? দুদিনে হয়রাণ হয়ে ফিরতে পথ পাবে না।

শ্যামা বলিল, কি কান্ড সে করে গেছে মামা, সেই জানে। কাল অসময়ে আপিস থেকে ফিরে আমার হাজার টাকার নোট দিয়ে গেল। বললে, আপিস থেকে বোনাস দিয়েছে। কাল তো বন্ধুতে পারিনি মামা, হঠাৎ অত টাকা বোনাস দিতে যাবে কেন,—লাভের যা কমিশন পাবার সে তো ও পায়?

শ্যামার কিছ্ৰু ভাল লাগে না, বন্ধুর মধ্যে কি রকম করিতে থাকে, কিসে যেন চাপিয়া ধরিয়েছে বন্ধুটা। কাজ করিয়া করিয়া এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে অন্যমনে কলের মত তাহা করিয়া ফেলা যায় তাই, না হইলে শ্যামা আজ শূইয়া থাকিত, সংসার হইত অচল। নটার সময় মিস্ট্রা কাজ করিতে আসিল, ঘর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর সাত দিনের মধ্যে ঘর ব্যবহার করা চলিবে। বিধান খাইয়া স্কুলে গেল। মামাও সকাল সকাল খাইয়া, দেখি একটু খোঁজ করে, বলিয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল শূধু শ্যামা আর তাহার দুই শিশুপুত্র। মণি ও ছোটখোকা,—যার নাম ফণীন্দ্র রাখা ঠিক হইয়াছে।

দুপূর বেলা প্রেসের একজন কর্মচারীর সঙ্গে শীতলের মনিব কমলবাবু আসিলেন। রাণীকে দিয়া পরিচয় পাঠাইয়া শ্যামার সঙ্গে দরকারি কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছা জানাইলেন। তারপর নিজেই হাঁকিয়া শ্যামাকে শুনাইয়া বলিলেন, তিনি বড়ো মানুস, শীতলকে ছেলের মত মনে করিতেন, তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে শ্যামার কোন লজ্জা নাই। লজ্জা শ্যামা এমনিই করিত না, ঘোমটা টানিয়া সে বাহিরের ঘরে গেল। রাণী সঙ্গে গিয়াছিল, কমলবাবু বলিলেন, তোমার ঝিকে যেতে বল মা।

রাণী চলিয়া গেলে বলিলেন, শীতল কদিন বাড়ি আসেনি মা?

শ্যামা বলিল, বৃধবার আপিসে গেলেন, তারপর আর ফেরেন নি।

ওইদিন একটার সময় শীতল যে বাড়ি ফিরিয়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছিল, শ্যামা সে কথা গোপন করিল।

একবারও আসেনি, দু' এক ঘণ্টার জন্য?

না।

তোমার টাকাকড়ি কিছ্ৰু দিয়ে যায় নি?

না।

কমলবাবুৱ গলাটি বড় মিষ্টি, ঘোমটার ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া শ্যামা দেখিল মূখের ভাবও তাঁহার শান্ত, নিষ্পৃহ। শ্যামা সাহস পাইয়া বলিল, কোন খবর না পেয়ে আমরা বড় ভাবনায় পড়োঁছি। আপনি যদি কিছু জানেন—

কমলবাবু বলিলেন, না বাছা, আমরা কিছুই জানিনে। জানলে তোমায় শ্রুতো আসব কেন?

মনে হয় আর কিছু বুঝি তাহার বলিবার নাই, এইবার বিদায় হইবেন, কিন্তু কমলবাবু লোক বড় পাকা, কলিকাতায় ব্যবসা করিয়া খান। কথা না বলিয়া খানিকক্ষণ শ্যামাকে তিনি দেখেন, মনে যাদের পাপ থাকে এমনভাবে দেখিলে তারা বড় অস্বস্তি বোধ করে, কাবু হইয়া আসে। তারপর তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অকস্মাৎ ভগবানের নামোচ্চারণ করেন, বলেন, এটি শীতলের ছেলে বুঝি? বেশ ছেলোট, কি বল বীরেন?—এসো তো বাবা আমার কাছে, এসো।—নাম বলত বাবা? বল ভয় কি?—মণি? সোনামণি তুমি, না?—মণিকে এই সব বলেন আর আড়চোখে কমলবাবু শ্যামার দিকে তাকান। শ্যামা কাবু হইয়া আসে। ভাবে, হাজার টাকার কথাটা স্বীকার করিয়া কমলবাবুৱ পা জড়াইয়া ধরবে নাকি?

কমলবাবু বলেন, বাবা কোথায় গেছে মণি? আপিস গেছে? বাবা খালি আপিস যায়, ভাির দুষ্টু তো তোমার বাবা,—কাল বাড়ি আসেনি বাবা? আসেনি? বড় পাঞ্জি বাবাটা, এলে মেরে দিও।—বাবা তবে তোমার বাড়ি এসেছিল কবে? আসেনি? একদিনও আসেনি? দিদিকে নিয়ে বাবা পালিয়ে গেছে?—

শ্যামা বলে, মেয়েকে নিয়ে বনগাঁ বোনের বাড়ি যাবেন বলেছিলেন, বোধ হয় তাই গেছেন।

কমলবাবু বনগাঁয়ে রাখালের ঠিকানাটা লিখিয়া লইলেন, মণির সম্বন্ধে আর তাঁহার কোনরূপ মোহ দেখা গেল না। এবার কড়া সুরেই কথা বলিলেন। বলিলেন, স্বামী তোমার লোক ভাল নয় মা, সব জেনে শ্রুনে তুমি ভান করছ কিনা আমরা জানিনে, তোমার স্বামী চোর,—সংসারে মানদ্রুকে বিশ্বাস করে বরাবর ঠকোঁছি তবু যে কেন তাকে বিশ্বাস করলাম! আমরা

বোকামি, ভাবলাম, মাইনেতে কমিশনে মাসে দশো আড়াইশ টাকা রোজগার করছে, সে কি আর সামান্য ক'হাজার টাকার জন্যে এমন কাজ করবে, মেশিন কেনার টাকাগুলো তাই দিলাম বিশ্বাস করে, তেমন শিষ্কা আমায় দিয়েছে, চোরের স্বভাব যাবে কোথা? তোমায় বলে যাই বাচ্চা, এ ইংরেজ রাজত্ব, ক'দিন লুকিয়ে থাকবে? পুর্লিসে এখনো খবর দিইনি, বোলো তোমার স্বামীকে, কালকের মধ্যে টাকাটা যদি ফিরিয়ে দেয় এবারের মত ক্ষমা করব,—লোভে পড়ে কত ভাল লোক হঠাৎ অমন কাজ করে বসে, তাছাড়া এতকাল কাজ করে প্রেসের উন্নতি করেছে, পুর্লিসে টুলিসে দেবার আমার ইচ্ছা নেই,—বোলো এই কথা। কালকের দিনটা দেখে পরশু বাধ্য হয়েই পুর্লিসে খবর দিতে হবে।—কমলবাবু আবার প্রাস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা ভগবানের নামোচ্চারণ করেন, বলেন, টাকাটা যদি তোমার কাছে দিয়ে গিয়ে থাকে?—

শ্যামা নীরবে মাথা নাড়ে।

বিকালে মামা বাড়ি ফিরিলে শ্যামা তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল, বাইশ বছর আগেকার কথা তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, খুঁজে পেতে এক পাগলের হাতে আমায় সঁপে দিয়েছিলে মামা, সারাটা জীবন আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি, কত দুঃখ কষ্ট সয়ে কত চেষ্টায় সুখের সংসার গড়ে তুলেছিলাম, এবার তাও সে ভেঙে খান খান করে দিয়ে গেল, যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে তো মারছেই, আমাদেরও উপায় নেই, না খেয়ে মরতে হবে এবাব, ছেলে নিয়ে কি করব আমি এখন, কি করে ওদের মানুষ করব?

বলিল, পালিয়ে পালিয়ে আর বেড়াবে ক'দিন, ধরা পড়বেই। মেয়েটার তখন কি উপায় হবে মামা, সঙ্গে থাকার জন্য ওকেও দেবে না তো জেল টেল?

মামা বলিল, পাগল, ওইটুকু মেয়ের কখনো জেল হয়? শীতলকে যদি পুর্লিসে ধরেই, বকুলকে তারাই বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

সমস্ত বাড়িতে বিপদের ছায়া পড়িয়াছে, বিধান সব বদ্বিতে পারে, মদুখানা তাহার শূকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মণি কিছ্র বোঝে না, সেও অজানা ভয়ে ভক্ত হইয়া আছে। মিস্ত্রীরা বিদায় হইয়া যাওয়ার পর সকলের কাছে চারিদিক ধমধম করিতে লাগিল। ছেলেদের খাইতে দেওয়া হইল না, উনানে আঁচ পড়িল না, সন্ধ্যার সময় একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া দিয়া রাণী বাড়ি

চলিয়া গেল। ল'ঠনের সামনে বিপন্ন পরিবারটি স্নান মুখে বসিয়া রহিল নীরবে, ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হইলে শ্যামা বাটিতে করিয়া তাহাদের সামনে কতগুলি মৃদি দিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিল। তাহার সমস্ত সাধ আহ্লাদ আশা আনন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কত বড় ভবিষ্যতকে সে মনে মনে গড়িয়া রাখিয়াছিল শ্যামা ভিন্ন কে তাহার খবর রাখে? পাগলের মত উদয়াস্ত সে খাটিয়া গিয়াছে, শীতল তো শূদ্ধ টাকা আনিয়া দিয়া খালাস, কোনদিন একটি পরামর্শ দেয় নাই, এতটুকু সাহায্য করিতে আসে নাই,—সংসার চালাইয়াছে সে, ছেলেমেয়ে মানুষ করিয়াছে সে, বাড়িতে ঘর তুলিতেছে সে, বিপদে আপদে বুক দিয়া পড়িয়া তাহার বৃকের নীড়কে বাঁচাইয়াছে সে। এবার কি হইবে? বিধবা হইলে বৃদ্ধিতে পারিত ভগবান মারিয়াছেন, উপায় নাই। বিনামেষে বজ্রাঘাতের মত অকারণে একি হইয়া গেল? একটু কলহের জন্য মারিয়া সর্বাত্মে কালশিরা ফেলিয়াও শীতলের সাধ মিটিল না, সুখেব সংসারে আগুন ধরাইয়া দিয়া গেল?

মামা ঘন ঘন তামাক টানে। ঘন ঘন বলে, এমন উন্মাদ সংসারে থাকে? মামা বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামা ও তাহার ছেলেদের ভারটা এবার মামার উপরেই পড়িব বৈকি? হায়, সে সম্যাসী বিবাগী মানুষ, বাইশ বছর সংসারের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই, হতভাগটা তাহাকে একি দরবস্থায় ফেলিয়া গেল? বড় বয়সে এই সবই তাহার অদৃষ্টে ছিল নাকি? মামা এই সব ভাবে, অরণ্যে প্রান্তরে জনপদে তাহার দীর্ঘ যাবাবর জীবনের স্মৃতি মনে আসে, একটা গেরদুয়া কাপড় পর, গায়ে একটা গেরদুয়া আলখাল্লা চাপাও, 'গলায় ঝুলাইয়া দাও কতগুলি রত্নাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, তারপর যেখানে খুসি যাও, আতিথ্য মিলিবে, অর্থ মিলিবে, ভক্তি মিলিবে, কত নারী দেহ দিয়া সেবা করিয়া পুণ্য অর্জন করিবে : ধার্মিকের অভাব কিসের? আজ ঘনীর অতিথিশালায় হেতুপাথরের মেঝেতে খড়ম খটাখট করিয়া হাঁটা, কাল সম্মুখে অফুরন্ত পথ, ভুট্টা ক্ষেতের পাশ দিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া, বনের নিবিড় ছায়া ভেদ করিয়া, পাহাড় ডিঙাইয়া মরুভূমির নিশ্চিন্তায়; সন্ধ্যায় গভীর ইন্দারার শীতল জল, সদ্য দোয়া ঝরদক দুধ, ঘিয়ে ভিজানো চাপাটি, আর ভীরু সলজ্জা গ্রাম্য কন্যাদের প্রণাম—একজনকে নাছিয়া বেশি কথা বলা



বেশি অনুগ্রহ দেখানো—কে বলিতে পারে? মামা ভাবে, বড়ো বয়সে দেশে ফিবিবাব বাসনা তাহাব কেন হইয়াছিল? আসিতে না আসিতে কি বিপদেই জড়াইয়া পড়িল। মৃত্তে কিস্তু মামা অন্য কথা বলে বলে এমন উন্মাদ সংসারে থাকে? আমি এসেছিলাম বলে তো নইলে তুই শ্রীপদ্রকে কাব কাছে ফেলে যোঁতি বে হতভাগা? একেবাবে কাণ্ডজ্ঞান নেই? শ্রীপদ্রকে পরের ঘাড়ে ফেলে আপিসেব টাকা চুৰি কবে মেয়ে নিয়ে তুই পালিয়ে গেলি?

শ্যামাই শেষে বিবস্ত হইয়া বলে এখন আব ও কথা বলে লাভ কি হবে মামা? কি কবতে হবে না হবে পবামর্শ কবি এসো।

অনেক বকম পবামর্শই তাহাবা কবে। মামা একবাব প্রস্তাব কবে যে শ্যামাব কাছে কিছ্ যদি টাকা থাকে, হাজাব দই তিন, ওই টাকাটা কমল-বাবদকে দিয়া এখনকাব মত ঠাণ্ডা কবা যায, পবে শীতল ফিবিয়া আসিলে বাহা হয় হইবে। শ্যামা বলে তাহাব টাকা নাই, টাকা সে কোথায় পাইবে? তা ছাড়া শীতল যে ফিবিয়া আসিবে তাব কি মানে আছে? তখন মামা বলে, বাড়টা বিক্রি কবিয়া কমলবাবদকে টাকাটা দিয়া দিলে কেমন হয়? শীতল তাহা হইলে পদ্রলিসেব হাত হইতে বাঁচে। শ্যামা বলে যে শীতল যদি ফাঁসিও যায বাড়ি সে বিক্রম কবিতে দিবে না। এই কথা বলিয়া তাহাব খেয়াল হয় যে ইচ্ছা থাকিলেও বাড়ি সে বিক্রম কবিতে পাবিবে না বাড়ি শীতলেব নামে। শূদ্রনিয়া মামা একেবাবে হতাশ হইয়া বলে যে তা হলেই সর্বনাশ, টাকাগদ্রলি খবচ কবিয়া শীতল ফিবিয়া আসিয়াই বাড়টা বিক্রম কবিয়া নিশ্চয় কমল-বাবদব টাকাটা দিয়া বাঁচিবাব চেষ্টা কবিবে। শ্যামাব মৃত্ত শূদ্রকাইয়া যায সে কাঁদিতে থাকে।

পবামর্শ কবিয়া কিছ্ই ঠিক কবিতে পাবা যায না, বেশিব ভাগ আবো বেশি বেশি বিপদেব সম্ভাবনাগদ্রলি আবিষ্কৃত হইতে থাকে।

শেষে মামা এক সময় বলে শ্যামা সর্বনাশ কবেছিস! আপিসেব টাকা থেকে শীতল তাকে দিযে যায নি হাজাব টাকা?

শ্যামা বলে, একথা জিজ্ঞেস করছ কেন মামা?

মামা বলে, কেন কবাছ তুই তাব কি বদকাবি পদ্রলিসে বাড়ি সাচ কল্পবে

না? নোট টোট যদি দিয়ে গিয়ে থাকে তা বেরিয়ে পড়বে না? তাকে ধবে তখন যে টানাটানি করবে রে?

শুনিয়া শ্যামার মূখ পাংশু হইয়া যায়, বলে, কি হবে মামা তবে?

এবার মামা সুপরাশর্ষ দেয়, বলে, দে দে, আমার এনে দে টাকাগুলো, দেখ দিকি কি সর্বনাশ করেছিল? ওরে নোটের যে নম্বর থাকে, দেখা মাত্র খরা পড়বে ও টাকা কমলবাবুর! ছি ছি, তোর একেবারে বুদ্ধি নেই শ্যামা, দে নোটগুলো আমি নিয়ে যাই, কলকাতায় মেসে হোটেলে ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকিগে। আশু আশু পারি তো নোটগুলো বদলে ফেলব, নযত দু'এক বছর এখন লুকানো থাক, পরে একটি দুটি করে বার করলেই হবে।

সেই রাতেই নোটের তাড়া লইয়া মামা চলিয়া গেল। শ্যামা বলিল, মাঝে মাঝে তুমি এলে কি ক্ষতি হবে মামা, পদ্মলস তোমায় সন্দেহ করবে?

মামা বলিল, আমার কেন সন্দেহ কববে?—আসব শ্যামা, মাঝে মাঝে আমি আসব।

রাতি প্রভাত হইল, শ্যামার ঘরের ছাদ পিটানোর শব্দে দিনটা মূখর হইয়া রহিল, দুদিন দুরাতি গেল পার হইয়া, না আসিল পদ্মলস, না আসিল মামা, না আসিল শীতল। শ্যামার চোখে জল পড়িয়া আসিতে লাগিল। কত-কাল আগে তাহার বার দিনের ছেলোট মবিনা গিয়াছিল, তারপর আর তো কোন দিন সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য পায় নাই, ছোটখাট দৃশ্য দুর্দশা যা আসিয়াছে স্মৃতিতে এতটুকু দাগ পর্যন্ত রাখিয়া যায় নাই, সুখ ও আনন্দের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে। জীবনে তাহাব গাত ছিল, কোল হল ছিল, ব্রাজ কি শুকতার মধ্যে সেই গতি রুদ্ধ হইয়া গেল দেখে। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ভাবে। বকুল? কোথায় কি অবস্থায় মেয়েটা কি করিতেছে কে জানে! শীতলের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই, সময়ে হয় তো খাইতে পায় না, নরম বালিশ ছাড়া মেয়ে তাহার মাথায় দিতে পারিত না, কোথায় কি ভাবে পড়িয়া হয়ত এখন সে ঘুমায়, শীতল হয়ত বকে চুপি চুপি অভিমানিনী লুকাইয়া কাঁদে? বিষ্ণুপ্রিয়ায় মেয়ের দেখাদেখি বকুলের কত বাবুয়ানি ছিল, ময়লা চকটি গায়ে দিত না, মূখে সর মাখিত, লাল ফিতা দিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে হইত, আঁচলে এক ফোঁটা অগুরু দিবার জন্য মার পিছনে পিছনে

আশ্বাস করিয়া ঘূর্বিত। কে এখন জামাষ তাহাব সাবান দিয়া দেয়? কে চুলেব বিনদনি কবে? বকুলেব মৃৎখে কত ধূলা না জানি লাগে, আঁচল দিয়া সে শব্দ মৃৎখটি মৃদুছিয়া ফেলে, কে দিবে তাহাকে সফেদা, কে দিবে দধেব সব।

দিন তিনেক পবে মামা আসিল। বলিল সার্চ কবে গেছে? কবে নি? ব্যাপার তবে কিছদ্ বোঝা গেল না শ্যামা, কি মতলব যেন কবেছে কমলবাবু, আঁচ করে উঠতে পারাছি না।

শ্যামা বলিল টাকাটাব কোন ব্যবস্থা কবে তুমি এসে থাকতে পার না মামা এখানে? এই পদলিস আসে, এই পদলিস আসে কবে ভবে ভবে থাকি, এসে ত বা কি কববে কি বলবে কে জানে, মাঝ ধোব কবে যদি জিনিসপত্র যদি নিয়ে চলে যায়?

মামা একগাল হাসিয়া বলিল থাকব বলেই তো টাকাব ব্যবস্থা কবে এলাম রে।

কোথায় বেখেছ?

তুই চিনবিনে মস্ত জমিদার। নতুন কাপড়ের পদলিন্দে কবে সিলমোহর এগুট জমা দিযোছি বর্লোছি গাঁয়ে আমাব বার্ডি ঘব আছে না, তাব দলিলপত্র, ঘবে ধবে বেড়াই হাবিযে টাবিযে ফেলব তোমাব সিন্দুকে যদি বেখে দাও বাবা? বড ভক্তি কবে আম'য় বলে যোগ তপস্যা সব ছেড়ে দিলেন নইলে আপনি তো মহাপদবুয ছিলেন, দীক্ষা নেব ভেবেছিলাম আপনাব কাছে। জানিস মা পিঠেব বাথাটা আবাব চাংগিযেছে, বাথায় কাল বদুম হয় নি।

বাণী একটু মালিশ কবে দিক?—শ্যামা বলিল।

দশ বাব দিন কাটিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া একদিন শ্যামাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল বাগাবাগি কবিয়া মেখে লইয়া শীতল চলিখা গিযাছে এই পৰ্যন্ত শ্যামা তাহাকে বলিযাছে টাকা চুরিব কথাটা উল্লেখ কবে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া সমবেদনা দেখাইযাছে খুব বলিযাছে ভোব ভোব বোগা হয়ে গেলে যে, ভেবো না, ফিরে আসবে। বাড়িঘব ছেড়ে কদিন আব থাকবে পাঁচিষে? তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিযাছে, সংসার খবচেব টাকাকড়ি বেখে

গেছে তো? শ্যামা জবাবে বলিযাছে, কি কৃষ্ণে যে দোতালার ঘর ভোলা আবস্ত কবেছিলাম দিদি, যেখানে যা ছিল কুড়িয়ে পেতে সব ওতেই ঢেলেছি, কাল কাল মিস্ত্রির মজদুরি দেব কি কবে ভগবান জানেন।—বলিযা সজল চোখে সে নিশ্বাস ফেলিযাছে। তাবপব বিষ্ণুপ্রিয়া খানিকক্ষণ ভাবিযাছে, ঐ কুঁচকাইযা একটু যেন বিবস্ত্র এবং রুণ্ডও হইযাছে শেষে উঠিযা গিয়া হাতেব মূঠায কি যেন আনিযা শ্যামাব আঁচলে বাঁধিযা দিযাছে। কি লজ্জা তখন এ দুটি জননীয : চোখ তুলিয়া কেহ আব কাব্যে মূগ্ধেব দিকে চাহিতে পারে নাই।

বেশি কিছু নয, পঁচিশটা টাকা। বাড়ি গিয়া শ্যামা ভাবিযাছে, এ টাকা সে লইল কেমন কবিযা? কেন লইল? এখনি এমন কি অভাব তাহাব হইযাছে? ভাবিযাতে আব কি তাহাব সাহায্য দবকাব হইবে না যে এখনি মাত্র পঁচিশটা টাকা লইযা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবস্ত্র কবিযা বাখিল? তাবপব শ্যামাব মনে পড়িযাছে টাকাটা সে নিজে চাহ নাই বিষ্ণুপ্রিয়া যাচিযা দিযাছে। নেওয়াটা তবে বোধ হয় দোষের হয় নাই বেশি। বনগাঁয়ে মন্দাকে শ্যামা এক দিন একখানা চিঠি লিখিল সেই যে বাখাল সাতশ টাকা লইযাছিল তাব জন্য তাগিদ দিযা। সে যে কত বড় বিপদে পড়িযাছে এক পাতায তা লিখিযা আরেকটা পাতা সে ভবিযা দিল টাকা পাঠাইবাব অনুবোধে। সব না পাবুক, কিছু টাকা অন্তত বাখাল যেন ফেরত দেব।—আমি কি যন্ত্রণায় আছি বন্ধুতে পাবছ তো ঠাকুরঝি ভাই? আমাব যখন ছিল তোমাদেব দিইছি এখন তোমবা আমাব না দিলে হাত পাতব কাব কাছে? দিন সাতেক পবে মন্দার চিঠি আসিল অশ্রু সজল এত কথা সে চিঠিতে ছিল যে চাপ দিলে বন্ধি ফোঁটা ফোঁটা ঝবিযা পড়িত। দাদা কোথায গেল, কেন গেল, শ্যামা কেন আগে লেখে নাই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন কেন দেয নাই দেশে দেশে খোঁজ কবিতে কেন লোক ছুটায় নাই এমন কবিযা চলিযা যাওয়াব সময় ছোট বোনটিব কথা দাদাব কি একবারও মনে পড়িল না? বাই হোক, সামনের বিবিবাব রাখাল কলিকাতা আসিতেছে, দাদাকে খোঁজ কবাব যা যা ব্যবস্থা দরকার সেই করিবে, শ্যামার কোন চিন্তা নাই। টাকার কথা মন্দা কিছু লেখে নাই।

রবিবার সকালে রাখাল ভারি ব্যস্ত সমস্ত অবস্থাব আসিয়া পড়িল,

যেন শীতলের পালানোর পর প্রায় একমাস কাটিয়া যায় নাই, যা কিছু ব্যবস্থা সে করিতে আসিয়াছে, এক ঘণ্টার মধ্যে সে সব না করিলেই নয়। বাড়িতে পা দিয়াই বলিল, কি বৃত্তান্ত সব বল তো বৌঠান।

শ্যামা বলিল, বসুন, জিরোন, সব বলছি।

জিরোব ?—জিরোবার কি সময় আছে!

মন্দার কাছে চিঠিতে শ্যামা শীতলের তহবিল তছরূপের বিষয়ে কিছু লেখে নাই, রাখালকে বলিতে হইল। রাখাল বলিল, শীতল বাবু এমন কাজ করবেন, এ যে বিশ্বাস হতে চায় না বৌঠান! রাগ করে চলে যাওয়া,—হ্যাঁ সেটা সম্ভব, মানুষটা রাগী, কিন্তু—

অনেক কথাই হইল, কতক অর্থহীন, কতক অবাস্তব, কতক নিছক বাস্তবগত সমালোচনা ও মন্তব্য। আসল কথাটা আর ওঠেই না। শ্যামা রাখালের কথা তুলিবাব অপেক্ষা কবে, রাখাল ভাবে শ্যামাই কথাটা পাড়ুক; সাবাটা সকাল তাহারা কোপের এদিক ওদিক লাঠি পিটাইল, কোপ হইতে বাঘ বাহির হইবে না পেখম-তোলা ময়ূর বাহির হইবে, সকাল বেলা সেটা আব ঠাহর করা গেল না। বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে, শ্যামা রাঁধিতে গেল, রাখাল গল্প জুড়িল আমার সঙ্গে। শ্যামা ভাবিল, কি আশ্চর্য পরিবর্তন আসে মানুষের জীবনে? খোলা মাঠে কি ভাবে হিংস্র স্বাপদ-ভরা জঙ্গল গড়িয়া ওঠে কয়েকটা বছরে? মৃধোমৃখি বসিয়া আজ রাখালের মন ও তাহার মনের মৃধ দেখাদেখি নাই : দৃষ্ণনের খোলা মনে যে জঙ্গল গিজ গিজ করিতেছে, তারি মধ্যে দৃষ্ণনে লুকোচুবি খেলিতেছে। না, ঠিক এভাবে শ্যামা ভাবে নাই, অমন কম্পনা তাহার কোথায়? সে সোজাসৃজি সাধারণ ভাবেই ভাবিল যে রাখাল কি স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে! জঙ্গলের রূপকটা তাহার অনুভূতি।

হ্যাঁ, মানুষ বদলায়। বদলায় না বাড়িঘর, বদলায় না জগৎ। এমন শীতকালে একদিন রাতে বারান্দায় শীতলের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় শীতে তাহাকে কাঁপিতে দেখিয়া রাখাল নিজের গায়ের আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া দিয়াছিল, হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া বলিয়াছিল, বৌঠান তুমি শোও, আমি দরজা খুলে দেব। শ্যামার সব মনে আছে, সে সব ভুলিবার কথা নয়। রাখাল

তাকে যেন দামি পুতুল মনে করিত, এতটুকু আঘাত লাগিলে সে যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে এমনি যন্ত্র ছিল বাথালের অসুখ হইলে কপালে হাত বুনানোর আব তো কেহ ছিল না তাহাব বাথাল ছাড়া।

টাকাব কথাটা দুপুবে উঠিয়া পিড়ল বাথান মাথা নিচু কবিয়া বলিল জান তো বোঁঠান আমার বোজগাব? প'চানব্বই টাকা মাইনে পাই দুটো সংসাব ছেলেমেয়ে কোন মাসে খবচ চলে কোন মাসে খাব হব। একটা বোনের বিয়ে দিযাছি এখনো একটা বাকি তাবৎ বস হল দু'এক বছবেব মাথা তাব বিয়ে না দিলেও চলবে না এখন কি কবে তোমাব টাকা দিই বোঁঠান?—তোমাব অবস্থা বুঝি আমান অবস্থা বুঝে দেখো।

সুতবাং তাহাদেব বলহ বাধিয়া গেল খানিক পবেই এমন শীতের দিনে জলে হাত ভিজাইয়া ঠাণ্ডা কবিয়া ঠাণ্ডা পবস্পবেব গায়ে দিয়া এক দিন যাহ'বা হাসাহাসি কবিত টাকাব জন্য তাহাদেব বলহ? একি আশ্চর্য কথা যে সেদিনেই স্মৃতি তাহাবা ভুলিয়া গেল সংসাবেব বচ বস্তুবতাব মাথা যে ইতিহাস স্মরণ কবা মাত্র দুদিন আগেও যাহাবা অবাস্তব স্বপ্ন দেখিতে পারিত? শ্যামা কড়া কড়া অপমানজনক কথা বলিল সেই সাত শত টাকাব উজ্জ্বল কবিসা বাথালকে সে একবকম জুয়াচোব প্রতিপন্ন কবিয়া দিল। বাথাল জবাবে বলিল শ্যামা যদি মনে কবিয়া থাকে নিজের হকের খন ছাড়া শীতলেব কাছে কোন দিন সে একটি পয়সা নিযান শীতল জেল হইতে ফিবিলে শ্যামা যেন আব একনাব তাকে জিজ্ঞাসা কবিসা দেখে। শ্যামা বলিল হকের খন কিসে? বাথাল বলিল শ্যামা তাব কি জানিবে? মন্দাব বিবাহ দিবাব সময় শীতল যে জুয়াচুবি কবিয়াছিল বাথাল বলিবাই সেদিন তাহাব জ্ঞাত বাঁচাইয়াছিল আব কেহ হইলে বিবাহসভা হইতে উঠিয়া যাইতঃ শীতল অধিক গয়না দেখে নাই পাণেব টাকা দেখে নাই একটি পয়সা। তাবপব সেই গোড়াব দিকে প্রেসেব কি সব কিনিবাব জন্য ভলাইয়া সে যে বাথালেব পাঁচশত টাকা লইয়া এক পয়সা কোনদিন ফেবত দেখে নাই শ্যামা কি তা জানে? সংসাবে কে কেমন লোক জানিতে বাথালেব আব বাকি নাই।

এই সব কথাব আদান প্রদান কবিবাব পব দুজনে বড় বিষন্ন হইব রহিল। বাথাল বিদায় হইল বিকালে।

শ্যামা বলিল, ঠাকুরজামাই! ভাবনায় চিন্তায় মাথা আমার খারাপ হযে গেছে, বাগের সময় দূটো মন্দ কথা বলেছি বলে আপনিও আমার এই বিপদের মধ্যে ফেলে চললেন?

রাখাল বলিল, না না, সে কি কথা বোঁঠান, রাগ কেন করব? ভূমিও দূটো কথা বলেছ, আমিও দূটো কথা বলেছি, ওইখানেই ত মিটে গেছে—বাগারাগির কি আছে?

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আপনারাই এখন আমার বল ভরসা, আপনারা না দেখলে কে আমায় দেখবে? ছেলেমেয়ে নিষে আমি ভেসে যাব ঠাকুরজামাই।

বড়দিনেব ছুটিতে আবার আসব বোঁঠান।—রাখাল বলিল।

গতবার বড়দিনেব ছুটিতে সে আসিয়াছিল—এবারও আসিবে বলিয়া গেল। রাখাল? সেই রাখাল? একদিন সে ছিল তাহাব বন্ধুর চেয়েও বড়?

শীতের হুস্ব দিনগুলি শ্যামাব কাছে দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ বাগ্নিগুলি হইয়াছে অস্বহীন। শীতলেব বিছানা খালি, বকুলেব বিছানা খালি। কি ভঙ্গি কবিয়া মেয়েটা শুইত ফুলেব মত দেখাইত না তাহাকে? গায়ে লেপ থাকিত না, শীতে মেয়েটা কুণ্ডলী পাকাইয়া বাইত, শুইতে আসিয়া বোজ শ্যামা তাহাব গামে লেপ তুলিয়া দিত। গভীর রাত্রে শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য শয্যাব দিকে চাহিয়া শ্যামা জাগিয়া থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে। আর তো মেয়ে নাই শ্যামার, ওই একটি মেয়ে ছিল। আর কী সে মেয়ে? শ্যামাব এই ছোট বাড়িতে অতটুকু মেয়েব প্রাণ যেন আঁটিত না, ও যেন ছিল আলো ঘবেব চাবিদিক উজ্জ্বল কবিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িত। সে অত প্রচুর ছিল বলিয়া শ্যামা বন্ধু তাকে তেমন আদর কবিত না? বকল, ও বকল, কোথায় গেলি তুই বকল?

একদিন রাতে কে যেন পথের দিকেব জানালায় টোকা দিতে লাগিল। শ্যামা জানালাব খুঁজি ফাঁক করিয়া বলিল, কে?

মৃদুস্বরে উত্তর আসিল, আমি শ্যামা আমি, দরজা খোলো।

জানালা খুলিয়া শ্যামা দেখিল, শীতল একা নয়, সঙ্গে বকুল আছে। দরজা খুলিয়া ওদের সে ভিতরে আনিল, বকুলকে আনিল কোলে করিয়া।

বকুলের গায়ে একটা আলোয়ান জড়ানো, এই শীতে কি আলোয়ানে কিছূ হয়, শ্যামার কোলে বকুল থর থর করিয়া কাঁপতে লাগিল। শ্যামার মনে হইল মেয়ে যেন তাহার হালকা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আসিয়া আলোতে বকুলের মূখ দেখিয়া শ্যামা শিহরিয়া উঠিল, ঠোঁট ফাটিয়া, গাল ফাটিয়া, মবা চামড়া উঠিয়া কি হইয়া গিয়াছে বকুলের মূখ? শ্যামা কথা কহিল না, লেপ কাঁথা বা হাতের কাছে পাইল তাই দিয়া জড়াইয়া মেয়েকে কোলে কবিশা বসিল, গায়ের গরমে একটু তো গরম পাইবে?

বকুল তো এমন হইয়াছে, শীতল? মাথায মূখে সে কমফর্টার জড়াইয়া আসিয়াছিল, সেটা খুলিয়া ফেলিতে শ্যামা দেখিল তাব চেতারা তেমন আছে, পদলিসের তাড়ায় পথে বিপথে ঘুরিবা বেড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গায়ে তাহার দামি নূতন গরম কোট, চাদরটাও নূতন। না, শীতলেব কিছূ হয় নাই। মেয়েটার অদৃষ্টে দৃষ্টি ছিল, সেই শূদ্ধ আশ-মরা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

ওর জ্বর হয়েছিল।—শীতল বলিল।

জ্বর? তাই বটে, অসুখ না হইলে মেয়ে কেন এত রোগা হইয়া যাইবে? শ্যামা শীতলের মূখের দিকে চাহিল, চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল, ধরা গলায় বলিল, জন্মে থেকে ওর একদিনেব জন্যে গা গবম হয় নি!

শীতল কি তাহা জানে না? এ তাহাকে অনর্থক লজ্জা দেওয়া। শ্যামা এবার তাহার প্রতিকারহীন অপকীর্তির কথা ভুলুক, তাহা হইলেই গৃহে প্রত্যাবর্তন তাহার সফল হয়। পরস্পরের দিকে চাহিয়া তাহার যেন শত্রুতাব পরিমাপ করিতে লাগিল। শ্যামার কি করিয়াছে শীতল? প্রেসের টাকা যদি সে চুরি করিয়া থাকে, সেজন্য জেলে যাইবে সে : সে স্বাধীন মানুস নয়? শ্যামার তো সে কোন ক্ষতি করে নাই! বরং বাইশ বছর মাসে মাসে ওকে সে টাকা আনিয়া দিয়াছে। এবার যদি সে ছুটিই নেয, কি বলিবার আছে শ্যামার? এমনি সব কথা ভাবিতে গিয়া শীতলের বৃদ্ধি চোখ পড়িল ঘুমন্ত ছেলে দুটির দিকে, মণি আর ছোট থোকা, যার নাম ফণীন্দ্র, বকুলের গায়ে জড়ানোর জন্য ওদের গা হইতে লেপটা শ্যামা ছিনাইয়া লইয়াছে। ওদের



দেখিযা শুধু নয়, কবে শীতল ভুলিতে পারিয়াছিল তার চেয়ে পরাধীন কেহ নাই, সৃষ্টিভক্তের সে গোলাম, জেলে যাওয়া, মরিয়া যাওয়ার অধিকার তাহার নাই? সে পাগল বলিয়াই না এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিল? জানালা বন্ধ হবে শীতের শুরু রাতি, এই ঘরে দায়ে পড়া মেরু মমতাব সঙ্গে সুখ-শান্তির বিবাত সম্বন্ধটা দিনে আসিলে বোঝা যাইত না। এই ঘবে এমনি শীতের বাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া সে কতকাল ঘুমাইযাছে। তুচ্ছ ত্লাম তোষকে, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘুম। তেমনি ভাবে আব সে কোন দিন এখানে ঘুমাইতে পারিবে না। তুচ্ছ ত্লাম তোষকে তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘুম আজ কত দুর্লভ।

ধীরে ধীরে তাহাৰা কথা বলিতে লাগিল, দুজনের মাঝে যেন দুস্তর ব্যবধান একজন কথা বলিলে এতটা দ্বন্দ্ব অতিক্রম কবিয়া আবেকজনের কাছে পৌঁছিতে যেন সময় লাগে।

শ্যামা বলিল, টাকা কি সব খৰচ কবে ফেলেছ?

শীতল বলিল, না, দু'চাব শ বোধ হয় গেছে মোটে।

শ্যামা বলিল তাহলে কালকেই তুমি যাও কমলবাবুর হাতে পায় ধবে পড গিয়ে টাকা ফিবে পেলে তিনি লোভ হয় আব গোলমাল কববেন না।

শীতল বলিল যদি কবেন গোলমাল? তা'হলে টাকাও যাবে, জেলও খাটবে। তা'র চেয়ে আমার পালানোই ভাল। তোমা'র যে টাকা দিবে গেছি তাই'তই এখন চলবে আমি পশ্চিমে চলে যাই সেখানে দোকান টোকান দিবে যা কবে হোক বোজগাবের একটা পথ কবে নিতে পাবব মাঝে মাঝে দেশে এসে এমনি বাত দু'পুবে তোমা'র সঙ্গে দেখা কবে টাকা পয়সা দিবে যাব। তা'রপৰ দু'চাব বছৰ কেটে গেলে বাড়িটা বিক্রি কবে তোম'রা এদিক ওদিক কিছু দিন ঘুবে ফিবে আমি যেখানে থাকব সেইখানে চলে যাবে। জ' হাজাব টাকা'র তো মামলা, কে আব অতিদিন মনে ক'ব বাখাব কমলবাবুও ভুলে যাবে, পু'লিসেও খোঁজটোঁজ আব নেবে না।

শ্যামা বলিল বাড়ি বিক্রি করব কি কবে? বাড়ি তো তোমা'র নামে।

এতক্ষণে শীতল একটু হাসিল, বলিল, সে আমি তোমা'র কবে দান করে দিযোঁছি, খুঁকি হবাব সময় আমার একবাব অসুখ হযোঁছিল না?--

সেইবার। আমার বাড়ি হলে কমলবাবু এতক্ষণ বাড়ি বিক্রি করে টাকা আদায় করে নিত।

শ্যামাব মনে হয় শীতলকে সে চিনিত পাবে নাই। মাথায় একটু ছিট আছে, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যা তা কবিয়া বসে, কিন্তু বুকখানা স্নেহ মমতার ভরপূর্ব।

ঘণ্টা দুই পরে সাব ইনসপেক্টর রজনী ধর আসিলেন। ভাবি অমায়িক লোক। হাসিয়া বলিলেন, না মশাই না, দেশে দেশে আপনাকে আমবা খুঁজে বেড়াইনি, যত বোকা ভাবেন আমাদের অত বোকা আমরা নই, বি-এ এম-এটা আমবাও তো পাশ করি? আপনাব বাড়িটাতে শত্রু একটু নজর বোখোঁছিলাম—আমি নই, আমি মশায় থানাব ঘুমোচ্ছিলাম—অন্য লোক। আপনি একদিন আসবেন তা জানতাম,—সবাই আসে, স্ত্রী পরিবারব মায়া বড় মায়া মশায়। টাকাগুলো আছে নাকি পকেটে? দেখি একবার হাতড। না থাকে তো নেই, টাকাব চেয়ে আপনাকেই আমাদের দবকাব বেশি আপনাকে পাওয়া আব দুশোটি টাকা পাওয়া সমান কিনা। জানেন না বুঝি? আপনাব জন্যে কমলবাবু যে দুশো টাকা পুরস্কাব জমা দিযেছেন।—নইলে এই শীতের বাত্রে বিজ্ঞানা ছেড়ে উঠে এসেও আপনাব সঙ্গে এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা কই?

শ্যামার কান্না, ছেলেমেয়েব কান্না, সর্বসমেত পাঁচটি প্রাণীর কান্নাব মধ্যে শীতলকে লইয়া সাব ইনসপেক্টর চলিয়া গেল।

মামা বলিল, কর্দিদসনে শ্যামা, কাল জার্মানে খালাস কবে আনব। তাব-পর চুপি চুপি বলিল, কি মদুখা দেখলি? টাকাগুলো পকেটে কবে নিয়ে এসেছে? নিজেও গেলি টাকাও গেল,—গেল ত?

শীতলের জেল হইয়াছে দৃ'বছব।

শ্যামা একজন ভাল উকিল দিয়াছিল। শীতলেব এই প্রথম অপবাদ। টাকাও কমলবাবু প্রায় সব ফিবিয়া পাইয়াছিলেন—শ্যামা যে হাজার টাকা লুকাইয়া ফেলিয়াছিল আর শীতল যে শ'তিনেক খবচ কবিয়াছিল, সেটা ছাড়া। জেল শীতলেব ছ'মাস হইতে পাবিত, এক বছর হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু শীতলেব কিনা মাথায় ছিট আছে বিচাবেব সময় হাকিমকে সে যেন একাদিন কি সব বলিয়াছিল—যেসব কথা মানুষকে খুঁসি কবে না। তাই শীতলাকে হাকিম কাবাবাস দিয়াছিলেন আঠাব মাস আর জবিম না কবিয়া ছিলেন দৃ'হাজাব টাকা, অনাদায়ে আরও দশ মাস কাবাবাস। জবিমানা দিলে কমলবাবু অর্ধেক পাইতেন অর্ধেক যাইত সবকাবী তহবিলে। এই তবি মানাব ব্যাপাবটা শ্যামাকে ক'দিন বড ভাবনা'য় ফেলিয়াছিল। মামা না থাকিলে সে কি কবিত বলা যায় না বকুলকে শীতল যেদিন গভীর রাতে ফিবাইসা দিতে আসিয়াছিল সেদিন দৃ'টি ঘণ্টা সময়েব মধ্যে তাতেব যেন একটা অভূতপূর্বে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছিল, দৃ'ই যুগ একত্ৰ বাস কবিয়াও তাহাদেব যাহা আসে নাই : স্বামী'ব জন্য সে বায়ে বড মমতা হইয়াছিল শ্যামাব। কিন্তু মামা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল জবিমানাব টাকা দেওয়াটা বড বোকামি'ব কাজ হইবে বিশেষত বাডি বাঁধা না দিয়া যখন পু'বা টাকটা যে গাড হইবে না—টাকা কই শ্যামাব? তাজাব টাকাব নম্বব দেওয়া নাটগুদলি তো এখন বাহিব কবা চলিবে না। বাহিব কবা চলিলেও অর্ধেক হাজাব টাকা? কাজ নাই ওসব দৃ'বুদ্ধি কবিয়া। আঠাব মাস যাকে কাষদ খাটিতে হইবে সে আর দশ মাস বেশি কাটাইতে পারিবে না জেলে' দশ মাসই বা কেন? বছবে ক'মাস জেল যে মকুব হয়। তাবপব শেষেব চ'ব ছ'মাস জেলে থাকিতে কষেদী'ব কি আর কষ্ট হয়? তখন নামে মাত্ৰ কাষদী, সকালে বিকালে একবা'ব নাম ডাকে, বাস, তাবপব কষেদী'ব যেখানে খুঁসি যায় যা খুঁসি কবে,—বাজাব হালে থাকে।

বাড়িতেও তো আসতে পারে, তবে এক আধ ঘণ্টার জন্যে ?

না তা পাবে না,—জেলের বাইরে যেতে আসতে দেখ, দুদুন্দ দাঁড়িয়ে  
এব ওব সঙ্গে কথা বলতে দেখ, তাই বলে নজর কি বাথে না একেবারে ?  
তাছাড়া কষেদীর পোষাক পাবে কোথায় যাবে ? —কেউ ধাবে এনে দিলে তো  
শেষ পৰ্বস্তু দাঁড়াবে পালিবে যাচ্ছিল' —আবাব দেবে ছ'মাস ঠুকে। জেলের  
কাণ্ডকাবখানার কথা আব বলিসনে শ্যামা মজাব জায়গা জেল —শীতল যত  
কষ্ট পাবে ভাবছিছ তা সে পাবে না ওই প্রথম দিকে একটু যা মনের কষ্ট।

উৎসাহেব সঙ্গে গড়গড় কবিয়া মামা বলিয়া যায় অবাধ অবুশ্ট' কত  
অভিজ্ঞতাই জীবনে মামা সংগ্রহ কবিয়াছে।

শ্যামা সজল চোখে বলিয়াছিল এত খবরও তুমি জান মামা। তুমি না  
থাকলে কি যে কবতাম আমি —ভেবে ভাব পাগল হয়ে যেতাম —নছবে  
ক'মাস কষেদ মকুব কবে মামা ? ভাল হবে থাকলে বোধ হয় শীগগির ছেড়ে  
দেয় একদিন গিয়ে দেখা কবে বলে আসব ভাল হয়েই যেন থাকে।

পাড়ায় ব্যাপ'বটা জান'জানি হইয়া গিয়াছে। পাড়ায় যেসব বাড়ি  
মেয়েদের সঙ্গে শ্যামার জানাশোনা ছিল শ্যামার সঙ্গে তাহাদের ব্যবহারও  
গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া। কেহ সহানুভূতি দেখায় নীরবে ও সববে :  
কেহ কোন বকম অনুভূতিই দেখায় না বিস্ময় সমাবেদনা অবহেলা কিছই  
নয়। পাড়ার নকড়বাবু'র পরিবারেব সঙ্গে শ্যামার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি এখন  
ওদের বাড়ি গেলে ওবা বসিতে বলিতে ভুলিয়া যায় সংসারের কাজের চেয়ে  
শ্যামার দিকে নজর একটু বেশি দিতে মনে থাকে না কথা বলিতে বলিতে  
ওদের কেমন উদাস বৈবাগ্য আসে কত যেন শ্রান্ত ওবা চোখাল ভাঁওবা  
এখন হাই উঠিবে। শ্যামার বাড়িতে বাবা বেড়াইতে আসিত তাদের মধ্যে  
তাবাই শৃদ্ধ আসা যাওয়া সমানভাবে বজায় রাখিয়াছে এমন কি বাড়াইয়াও  
দিয়াছে বাবা আসিলে শ্যামার সম্মান নাই না আসিলে নাই অপমান।

বিধান এতকাল শঙ্করের সঙ্গে বাড়ির গাড়িতে স্কুলে গিয়াছে, এক-  
দিন দশটার সময় বই-খাতা লইয়া বাহির হইয়া গিয়া খানিক পবে সে আবাব  
ফিবিয়া আসিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা কবিল স্কুলে গেলি নে ?

শঙ্করকে নিবে গাড়ি চলে গেছে মা।

তোকে না নিষেই চলে গেল? কেন রে থোকা, দেবি করে তো হাস নি তুই?

পৰ্বদিন আরও সকাল সকাল বিধান বাহিব হইয়া গেল, আজ্ঞও সে ফিবিয়া আসিল খানিক পবেই, মৃদুখানা শূকনো কবিয়া। শ্যামা তখন বকুলকে ভাত দিতেছিল। সে বলিল, আজকেও গাড়ি চলে গেছে নাকি থোকা?

বিধান বলিল, ড্রাইভাব আমাকে গাড়িতে উঠতে দিলে না মা, বললে, মাসিমা বাবণ কবে দিচ্ছে—

এমন টনটনে অপমান জ্ঞান বিধানের, ধামেব আড়ালে সে লুকাইয়' দাড়াইয়া থাকে সে যেন অপবাদ কবিয়া কাব কাছে মাঝ খাইয়া আসিয়াছে। শ্যামা বকুলকে ভাত দিয়া বাম্মাঘবে পলাইয়া যায় অতবড় ছেলে তাহার অপমানিত হইয়া যা খাইয়া আসিল, ওকে সে মৃদু দেখাইবে কি করিয়া?

দুপুরবেলা শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়াব বাড়িতে গেল। দোতলার বিষ্ণুপ্রিয়াব নিভৃত শয়নকক্ষ, সিঁড়ি দিয়া শ্যামা উপবে উঠিতে যাইতেছিল, বাম্মাঘরের দাওয়া হইতে বিষ্ণুপ্রিয়াব ঝি বলিল, কোথা যাচ্ছ মা হনহন করে?—যেও নি, গিন্নিমা ঘুমুচ্ছে,—এমনি ধাবা সময় কাবো বাড়ি কি আসতে আছে, যাও মা এখন, বিকেলে এসো।

শ্যামা বলিল দিদিব হাসি শুনলাম যে ঝি, জেগেই আছেন।

ঝি বলিল, হাসি শুনবে নি তো কি কামা শুনবে মা? ওপবে এখন যেতে মানা যেও না।

শ্যামা অগত্যা বাড়ি ফিবিয়া গেল। ভাবিল, পাঁচটাৰ সময় আর একবার আসিয়া বলিয়া দেখিবে, উপায় কি বিধানের তো স্কুলে না গেলে চলিবে না? বাড়ি ফিবিতেই বিধান বলিল কোথা গিয়েছিলে মা?

ওই ওদের বাড়ি।

কাদেব বাড়ি বিধান জিজ্ঞাসা করিল না। ছেলেবেলা হইতে শ্যামা এই ছেলেটিকে অস্তুত বলিয়া জানে বহস্যময় বলিয়া জানে, ছ'বছর বয়সে এই ছেলে তাহার উদাস নবনে দুর্বোধ্য স্বপ্ন দেখিত ডাকিলে সাড়া মিলিত না, কথা কহিয়া খেলা দিয়া না যাইত হাসানো, না চলিত ভোলানো। আর

নিষ্ঠুর? সময় সময় শ্যামার মনে হইত ছেলে যেন পাষণ,—রক্তমাংসে তৈরি বৃক ওর নাই। তারপর ওর প্রকৃতির কত বিচিত্র দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আবার ওব মধ্যেই কোথাব লুকাইয়া গিয়াছে,—একটির পর একটি দূর্বোধ্যতা, রাশি রাশি মদুখোস পরিয়া সে যেন জন্মিয়াছিল একে একে খুঁলিয়া চলিয়াছে, ওর আসল পরিচয় আজো শ্যামা চিনিলা না। কত সময় সে ভয় পাইয়া ভাবিয়াছে, বাপের পাগলামিই কি ছেলের মধ্যে প্রবলতর হইয়া দেখা দিতেছে, ওঁকি একদিন পাগল হইয়া যাইবে? অত কি ভাবে ও 'সময় সময় জননীর উন্মাদ ভালবাসাকে কেমন কবিয়া দৃপ্যে মাড়াইয়া চলে অতটুকু ছেলে! বিধানকে মনে মনে শ্যামা ভয় করে। বিষ্ণুপ্রিয়াব বাড়ি যাওয়ার কথা ওকে সে বলিতে পারিল না।

বিধান বলিল, ওদের গাড়িতে আমি আর স্কুলে যাব না মা, কখনো কোনদিন যাব না।

ওরা যদি আদব করে ডাকতে আসে?

ডাকতে এলে মেবে তাড়িয়ে দেব।

খুঁনিয়া শ্যামারও মনে হইল এই তো ঠিক, অত অপমান তাহাব সহিবে কেন? যাদের মোটর নাই ছেলে কি তাদের স্কুলে যায় না? সহসা উদ্ধত আত্মসম্মান জ্ঞানে শ্যামার হৃদয় ভরিয়া গেল। না, শঙ্করের সঙ্গে গাড়িতে তাহার ছেলেকে স্কুলে যাইতে দেওয়ার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার তোষামোদ সে করিবে না।

পরদিন মামাব সঙ্গে ছেলেকে সে স্কুলে পাঠাইয়া দিল। বলিল, এ মাসের ক'টা দিন মোটে বাকি আছে, একটা দিন ট্রামে নগদ টিকিট কিনে ওকে স্কুলে দিবে এসো নিয়ে এসো মামা, একদিন তোমাব সঙ্গে এলে গেলে তারপর ও নিজেই যাতায়াত করতে পাববে, মাস কাবারে কিনে দেব একটা মাসিক টিকিট।

বিধান অবজ্ঞার সুরে বলিল, যা ভূমি খালি ভাব!— আমার চেয়ে কত ছোট ছেলে একলা ট্রামে চেপে স্কুলে যায়। আমি যেখানে খুঁসি যেতে পারি মা,—হাইনি ভাবছ? ট্রামে করে কদিন গোঁছ চিড়িয়াখানায় চলে।

শ্যামা স্তম্ভিত হইয়া বলিল, স্কুল পালিবে একলাটি তুই চিড়িয়াখানায যাস্ থোকা।

বিধান বলিল, বোজ নাকি। একদিন দুদিন গেছি মোটে—স্কুল পালাইনি তো। প্রথম ঘণ্টা ক্লাশ হয়ে কদিন আমাদের ছুটি হয়ে যায় ক্লাশেব একটা ছেলে মবে গেলে আমবা বন্ধি স্কুল কাব? এমনি হৈ চৈ কবি যে হেডমাস্টার ছুটি দিযে দেয।

প্রথম প্রথম শীতলেব জন্য বকুল কাঁদিত। দে তলাব ঘৰখানা শ্যামা ত হাদেব শযনকক্ষ কবিযাছে দামি জিনিসপত্রেব বাক্স প্যাটবা বার্ডিতি বাসন কোসনও ওই ঘবে থাকে সকালে বিকালে ওঘবে কেহ থাকে না শবে বকুল আপন মনে পুতুল খেলা কবে। পুতুল খেলিতে খেলিতে বাবাৰ জন্য নিঃশব্দে সে কাঁদিত মনেব মানুষকে না দেখাইয়া অতটুকু মেয়েব গোপন কান্না স্বাভাবিক নয় কি মন বকুলেব কে জানে। কোন কাজে উপবে গিয়া শ্যামা দেখিত মধু বাঁকাইয়া চোখেব জলে ভাসিতে ভাসিতে বকুল তাহাব পুতুল পবিবারটিকে খাওয়াইতে বসাইযাছে। মেয়ে কাব জন্য কাঁদে শ্যামা বন্ধিতে পাৰিত এ বাড়িতে সেই জেলেব কষেদীটাবে ও ছাড়া আব তো কেহ কে নদিন ভালবাসে নাই। মেয়েকে ভুলাইতে গিয়া শ্যামাবও কান্না আসিত।

মেয়েকে কোলে কবিয়া পুৰানো বাডিব ছাদে নতুন ঘবে ঝক্‌ঝক্‌ দেয লে ঠেস দিয শ্যামা বসিত বদ্বিজিত চোখ। শ্যামাব কি প্রাপ্তি আসিযাছে? আগের চেয়ে খাটুনি এখন বত কম তাই সম্পন্ন কবিতে সে কি অবসন্ন হইয়া পড়ে?

শীতলেব জেলে যাইতে যাইতে শীত কমিযা আসিতে আবঙ্গ কবিযাছিল শীতলেব জেলে যাওয়াটা অভ্যাস হইয়া আসিতে আসিতে শহবতলী যেন বসন্তেব সাড়া পাইযাছে। খানকালব চাঙাটাৰ ফুন্ডলী পাকানো ধোঁয়া উত্তবে উড়িযা যায়, মধ্যাহ্নে যে মৃদু উষ্ণতা অনুভূত হয় তাহা যেন যৌবনেব স্মৃতি। শ্যামাব কি কোনদিন যৌবন ছিল? কি কবিয়া সে চারটি সন্তানেব জননী হইযাছে, শ্যামাব তো তা মনে নাই। আজ সে দারুণ বিপন্ন, স্বামী তার জেল খাটিতেছে, উপার্জনশীল পুৰুষেৰ আগ্রহ

তাহার নাই, ভবিষ্যত তাহার অন্ধকার, শহরতলীতে বন-উপবনের বসন্ত আসিলেও জীবনে কবে তাহার যৌবন ছিল তা কি শ্যামার মনে পড়া উচিত? কি অবাস্তব তার বর্তমান জীবনে এই বিচিত্র চিন্তা? মৃদুস্বরের কাছে যে নাম-কীর্তন হয়, এ যেন তারই মধ্যে সদর তাল লয় মান খুঁজিয়া বেড়ানো।

জেলের কয়েদী বাপের জন্য যে মেয়ের চোখের জল তাকে কোলে করিয়া স্বামী'র বিরহে সকাতির হওয়া কর্তব্য কাজ, কিন্তু জননী শ্যামা, তুমি আবার ছেলে চাও শুনিলে দেবতারা হাসিবেন যে, মানদ্বয় যে ছি ছি করিবে।

মামা বলে, এইবার উপার্জনের চেষ্টা সূব্দ করি শ্যামা, কি বলিস?

শ্যামা বলে, কি চেষ্টা করবে?

মামা রহস্যময় হাসি হাসিয়া বলে, দেখ না কি করি। কলকাতা'র উপার্জনের ভাবনা! পথে ঘাটে পরস্যা ছড়ানো আছে, কুড়িয়ে নিলেই হল।

একটা দড়টো ক'রে নোটগদুলো বদলানো আবস্ত করলে হয় না?

তুই ভারি ব্যস্তবাগীশ শ্যামা! থাক না, নোট কি পালাচ্ছে? সংসার তোর অচলও তো হয়নি বাবু এখনো।

হয়নি, হতে আর দেরি কত?

সে যখন হবে, দেখা যাবে তখন,—এখন থেকে ভেবে মরিস কেন?

মামার সম্বন্ধে শ্যামা একটু হতাশ হইয়াছে। মামার অভিজ্ঞতা প্রচুর, বুদ্ধিও চোখা, কিন্তু স্বভাবটি ফাঁকিবাজ। মদ্যে মামা যত বলে কাজে হয়ত তার খানিকটা করিতে পারে, কিন্তু কিছ্‌দ না করাই তাহার অভ্যাস। কোন বিষয়ে মামার নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। পদ্ধতির মধ্যে মামা হাঁপাইয়া ওঠে। গা লাগাইয়া কোন কাজ করা মামার অসাধ্য, আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। নকুড়বাবু ইনসিওরেন্স বেচিয়া খান, তাঁকে বলিয়া কহিয়া শ্যামা মামাকে একটা এজেন্সী দিয়াছিল, মামারও প্রথমটা খুব উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু দুদিন দ্ব্যেকজন লোকের কাছে যাড়ায়ত করিয়াই মামার ধৈর্য ভাঙিয়া গেল, বলিল, এতে কিছ্‌দ হবে না শ্যামা, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে টাকার দরকার,



লোককে ভিজিয়ে ভাজিয়ে ইনসিওর করিয়ে পয়সার মুখ দেখা দুদিনের কল্প  
নয় বাবু, আমার ওসব পোষাবে না। দোকান দেব একটা।

শ্যামা বলিল, দোকান দেবার টাকা কই মামা?

মামা বহুসাময় হাসি হাসিয়া বলিল, ধাম না তুই দেখ না আমি  
কি করি।

শ্যামা সন্দিক্ত হইয়া বলিল আমার সে হাজার টাকায় যেন হাত দিও  
না মামা।

মামা বলিল স্কেপেছিস শ্যামা, তোব সে টাকা তেমনি পুঁজিলেন্দে  
কবা আছে।

সকালে উঠিয়া মামা কোথায় চলিয়া যায়, শ্যামা ভাবে বোজগারের  
সন্ধানে বহিব হইয়াছে। শহবে গিয়া মামা এদিক ওদিক ঘোরে কোথাও ভিড়  
দেখিলে দাঁড়ায় সংএর মত বেশ করিয়া আথ ঘণ্টা ধরিয়া দুটি একটি সহজ  
ম্যাজিক দেখাইয়া যাহাবা অন্টখাতুর মাদুলি নিষ তাড়ানো ভূত-ছাড়ানো  
শিকও বিক্রম কবে ধৈর্য সহকারে মামা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত তাহাদের  
লক্ষ্য কবে। ফুটপাতে যে সব জ্যোতিষী বসিয়া থাকে তাদের সঙ্গে মামা  
আলপ কবে। কোনদিন সে স্টেশনে যায় কোনদিন গঙ্গাব ঘাটে, কোনদিন  
কলিঘাটে। যে সব ছন্নছাড়া ভবঘুরে মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিয়া জীবিকা  
অর্জন করিয়া নেড়ায় দেখিতে দেখিতে তাদের সঙ্গে মামা ভাব জমাইয়া  
ফোল সুখ দুঃখের কত কথা হয়। সাধু নিশ্বাস ফেলিয়া বলে শহবে যেমন  
জাকজমক বোজগারের সন্নিধি তেমন নয় বড় বৈষাড়া শহরের লোকগুলি  
মফঃস্বালের যাহাবা শহবে আসে শহবে পায় দিয়া তাবাও যেন চালাক হইয়া  
ওঠে নাঃ শহবে সুখ নাই। মামা বলে গ্যাট হবে বস থাকলে কি শহবে  
সাধুর পয়সা আছে দাদা যাও না শিশিতে জল পুবে খাতুদৌরলোব ওবুধ  
বেচ না গিয়ে যত ফেনা কাটবে মুখে তত বিক্রি। পথ মামা বোজই হাবায়,  
সে আবেক উপভোগ্য ব্যাপার। পথ জিজ্ঞাসা করিলে কলিকাতার মানুষ  
এমন মজা করে। কেউ বিনাব কো গট গট করিয়া চলিয়া যায় কেউ জালের মত  
করিয়া পথেব নির্দেশটা বুঝাইয়া দিতে চাহিয়া উত্তোজিত আস্থিব হইয়া ওঠে।  
মন্দ লাগে না মামার। শহরের পথও অন্তহীন শহরের পথেও অফুরন্ত বৈচিত্র্য

ছড়ানো, খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া ক্রান্তি আসিবে এবড় ভবঘুরে কে আছে? প্রত্যহ মামা শহরেই কারো বাড়িতে অতিথি হইয়া দূপদূরের খাওয়াটা যোগাড় করিবার চেষ্টা করে, কোনদিন সুবিধা হয় কোনদিন হয় না। বাড়িতে আজ-কাল খাওয়া দাওয়া তেমন ভাল হয় না, শ্যামা বড় কুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

কিছু হ'ল মামা?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করে।

মামা বলে, হচ্ছে রে হচ্ছে, বলতে বলতে কি আর কিছু হয়?

এদিকে শ্যামার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। নগদ যা কিছু সে জমাইয়া ছিল, ঘর তুলিতে, শীতলের জন্য উকিলের খবচ দিতেই তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, বাকি টাকার ফাল্গুন মাস পর্যন্ত খবচ চলিল, তারপর আব কিছুই রহিল না। বড়দিনের সময় রাখাল আসিয়াছিল, টাকা আসে নাই। ইতিমধ্যে শ্যামা তাহাকে দুখানা চিঠি দিয়াছে, দশ বিশ করিয়াও শ্যামার পাওনাটা সে কি শোধ করিতে পারে না? জবাব দিয়াছে মন্দা, লিখিয়াছে, পাওনার কথা কি লিখেছ বৌ, উনি যা পেতেন তার চেয়েও কম টাকা নিয়ে-ছিলেন দাদার কাছ থেকে, যাই হোক, তুমি যখন দরবন্দ্য পড়েছ বৌ, তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের উচিত বৈ কি, এ মাসে পাবব না, সামনের মাসে কিছু টাকা তোমার পাঠিয়ে দেব।

কিছু টাকা, কত টাকা? কুড়ি।

সেদিন বোধ হয় ঠেঁগ মাসের সাত তারিখ। বাড়িতে মেছুর্নি আসিয়া-ছিল। একপোয়া মাছ রাখিয়া পয়সা আনিতে গিয়া শ্যামা দের্খল দুটি পয়সা মোটে তাহার আছে। বাস্তব পাটেরা হাতড়াইয়া কদিন অপ্রত্যাশিতভাবে টাকাটা সিকিটা পাওয়া যাইতেছিল, আজও তেমন কিছু পাওয়া যাইবে শ্যামা করিয়াছিল এই আশা,—কিন্তু দুটি তামার পয়সা ছাড়া আর কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না।

মাছের দূ' আনা দাম মামাই দিল।

শ্যামা বলিল, এমন করে আর একটা দিনও তো চলবে না মামা? একটা কিছু উপায় কর? দু'চারখানা নোট তুমি নিয়ে এসো সেই টাকা থেকে, তারপর যা কপালে থাকে হবে।

মামা বলিল, টাকা চাই?—নে না বাবু দু'পাঁচ টাকা আমার কাছ

থেকে, আমি তো কাঙাল নই? বলিয়া মামা দশটা টাকা শ্যামাকে দিল।

মামার তবে টাকা আছে নাকি? লুকাইয়া রাখিয়াছে? শ্যামা বলিল, দশ টাকার কি হবে মামা? চান্দিকে অভাব খাঁ খাঁ করছে, কোথায় ঢালব এ টাকা?

এখনকার মত চালিয়ে নে মা, ফুরিয়ে গেলে বলিস্।

আর ক'টা দাও। খোকার মাইনে, দুধের দাম—

মামা হাসিয়া বলিল, আর কোথায় পাব?

কিন্তু শ্যামার মনে সন্দেহ ঢুকিয়াছে, কিছু টাকা মামা নিশ্চয় লুকাইয়া রাখিয়াছে, এমন চূপ করিয়া থাকে, অচল হইলে পাঁচ টাকা দশ টাকা বাহির করে। অবিলম্বে আরও বেশি টাকার প্রয়োজন শ্যামার ছিল না, তবু মামার সঙ্গতি আঁচ করিবার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। মামা শেষে রাগ কবিয়া বলিল, বললাম নেই, বিশ্বাস হ'ল না বদ্বি? দেখগে আমার ব্যাগ খুঁজে।

ব্যাগ মামার শ্যামা আগেই খুঁজিয়াছে। দু'খানা গেরদুয়া বসন, একটা গেরদুয়া আলখাল্লা, কতকগুলি রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, কতকগুলি কালো কালো শিকড়, কাঠের একটা কাঁকুই, টিনের ছোট একটি আরসি আর এমনি দুটো চারটে জিনিস মামার সম্বল। পষসা করি ব্যাগে কিছুই নাই। তবু মামার যে টাকা নাই শ্যামা তাহা পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারিল না।

দশটা টাকা যে কোথা দিয়া শেষ হইয়া গেল শ্যামা টেবণে পাইল না। মামার কাছে হাত পাতিলে এবার মামা সঙ্গে সঙ্গে টাকা বাহির করিয়া দিল না, বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গিয়া একবেলা পরে আবার দশ টাকার একটা নোট আনিয়া দিল। শ্যামার প্রশ্নের জবাবে বলিল শিষ্য দিয়াছে।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ইংরাজি মাস কাবার হইলে একদিন সকালে শ্যামা রাণীকে জবাব দিল। রাণীকে সে দু'মাস আগেই ছাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল, ঐ রাখিবার সামর্থ্য তাহার কোথায়?—মামার জন্য পারে নাই। মামা বলিয়াছিল, বড় তুই ব্যস্তবাগীশ শ্যামা, এত খরচের মধ্যে একটা ঝির মাইনে তুই দিতে পারবি নে, কত আর মাইনে ওয়? আগে অচল হোক, তখন ছাড়াস, একা একা তুই খেটে খেটে মরবি আমি তা দেখতে পারব না শ্যামা—।

এবার মামাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই রাণীকে শ্যামা সিদায় করিয়া দিল। সারাদিন টহল দিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া মামা খবরটা শুনিয়া বলিল, তাই কি হয় মা! এতগুলো ছেলেমেয়ে, একা তুই পারবি কেন? ওসব বৃদ্ধি করিস নে, এমনি যদি খরচ চলে একটা বির খরচও চলবে। আমি ওর মাইনে দেব'খন যা।

সকালে মামা নিজের গিয়া রাণীকে ডাকিয়া আনিল। বলিল, এমনি তো কাজের অন্ত নেই, বাসনমাজা ঘর-খোয়ার কাজও যদি তোকে করতে হয় শ্যামা, ছেলেমেয়েদের মূখের দিকে কে তাকাবে লো, ভেসে যাবে না ওরা? এ বৃদ্ধো যদিও আছে, সংসার তোর একভাবে চলে যাবে শ্যামা, কেন তুই ভেবে ভেবে উতলা হয়ে উঠিস্?

শ্যামার চেখে জ্বল আসে। কলতলায় রাণী বাসন মাজিতেছে,—এতক্ষণ ও কাজ তাকেই করিতে হইত, নিজের মামা ছাড়া তাহা অসহ্য হইত কার? সংসারে আত্মীয়ের চেয়ে আপনার কেহ নাই। মানুষ কবিষা বিবাহ দিয়াছিল, তারপর কুড়ি বছর দেশবিদেশে ঘুরিয়া আসিয়া আত্মীয় ছাড়া কে মমতা ভুলিয়া যায় না?

শ্যামাকে উপার্জনের অনেক পন্থাব কথা শুনাইবাব পব যে পন্থাটি অবলম্বন করা চৈত্র মাসের মধ্যেই মামা স্থির করিয়া ফেলিল শ্যামাকে এক দিন তাহার আভাসটুকু আগেই সে দিয়া রাখিয়াছিল। শূভ পয়লা বৈশাখ তারিখে মামা দোকান খুলিল।

বড় রাস্তায় গিলের মোড়ের কাছাকাছি ছোট একটি দোকান ঘব খালি হইয়াছিল বাব টাকা ভাড়া। গিল দিয়া বাব তিনেক পাক খাইয়া শ্যামাব বাড়ি পের্ণাচ্ছিতে হয় একদিন বাড়ি ফিরিবাব সময় 'এই দোকান ভাড়া দেওয়া যাইবে' খড়ি দিয়া আঁকাবাঁকা অক্ষবে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ কবিবামাত্র মামার মতলব স্থির হইয়া গেল। ঘবটি ভাড়া লইয়া মামা মনোহাব দোকান খুলিয়া বসিল। ছোট দোকান, পুতুল, খাতা, পেন্সিল, চা, বিস্কট, লজ্জঙ্গস, হ্যারিকেনের ফিতা, মাথার কাঁটা, সিঁদুর এই সব অল্প দামি জিনিসের, দু' বোতল সুবাসিত পারিশোধিত নারিকেল তৈলের বোতলের চেয়ে দামি জিনিস মামার দোকানে রহিল কিনা সন্দেহ। কাঁচের কেস আলমারি প্রভৃতি

কিনিয়া দোকান দিয়া বসিতে দশ টাকার বেশি লাগিল না। মামা দোকানের নম বাখিল শ্যামা স্টোবস্‌।

দশ টাকা মামা পাইল কোথায়? জিজ্ঞাসা কবিলে মামা বলে, শিষ্য দিবেছে। কেমন শিষ্য জানিস শ্যামা বোম্বাই শহরের মাচেস্ট জুয়েলাব-লাখোপাতি মান্দুস। প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গিয়ে হাজার হাজার ছাইমাথা সন্ন্যাসীর মাধ্যমে গুব্বা কাপড়টি শূদ্ধ পবে গায় একটা কুতী চাপিয়ে এক ধবে বসে আছি না একবতি ভস্ম না একটা বুদ্ধাক্ষ জটাক্ষটাত্ত কস্মিন কালে বাখিল ওই অত সাধুর মধ্যে লাখোপাতি মান্দুসটা কবলে কি অবাক হয়ে খানির আমায় দেখলে দেখে সটান এসে লুটিয়ে পড়ল পাবে। বলল, বাবা এতটা মালের মধ্যে তুমি সাতটা সাধু তোমার ভড়ং নেই অনন্মতি দাও সাধু সেনা কবি। মামা অকৃত্রিম আশ্চর্য্যপ্রসাদে চোখ বুজিয়া মন্দ মন্দ হাসে।

শ্যামা বলে তা যদি বল মামা এখনো তোমার মূখে চোখে যেন জ্যোতি ফোটে মাঝে মাঝে। কিছু পেয়েছিলে মামা সাধনার গোড়ার দিকে সাধবা যা পাষ টায় ক্ষমতা না কি বলে কে জানে বাবু তাই কিছ্‌।

মামা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে পাই নি? ছেড়েছোঁতে দিলাম বলে লেগে যদি থাকতাম শ্যামা—।

দোকান কবার টাকাটা তবে ভক্তই দিয়াছে। শ্যামার সেই হাজার টাকার হাত পড়ে নাই। শ্যামার মন খুতখুত করে। বড়ি বছর অদৃশ্য থাকিবাব বহস্য আবরণটি এক সঙ্গে বাস করিতে কবিতে মামার চারিদিক হইতে খসিয়া পড়িতেছিল শ্যামা যেন টেব পাইতেছিল দীর্ঘকাল দেশ বিদেশে ঘূর্বিলেই মান্দুসের কতগুলি অপার্থিব গুণের সম্ভাব হয় না একটু হযত খাপছাড়া স্বভাব হইয়া যায় তাব বেশি আব কিছু নয় বিনা সম্মুখে ঘূর্বিয়া বেড়ানো ছাড়া হযত এসব লোকের দ্বারা আব কোন কাজ হয় না। মামা যে এমন একটি ভক্তক বাগাইয়া বাখিয়াছে চাহিলেই যে দশচাষ টাকা দান কবিয়া বসে, শ্যামার তাহা বিশ্বাস করিতে অসুবিধা হয়। তেমন জবদ দস্ত লোক তো মামা নয়?

একদিন সন্ধ্যার পর চাদরে গা ঢাকিয়া শ্যামা দোকান দেখিয়া আসিল।

দোকান চলিবে ভরসা হইল না। শ্যামা-স্টোরসএর সামনে রাস্তার ওপারে মস্ত মনোহারি দোকান, চারপাঁচটা বিদ্যুতের আলো, টিমটিমে কেরাসিনের আলো জ্বালা আমার অতটুকু দোকানে কে জিনিস কিনিতে আসিবে? আমার যেমন কাণ্ড, দোকান দিবার আর যোগ্য পাইল না।

মামার উৎসাহের অন্ত নাই, বিধান ও খুকী দোকান দোকান করিয়া পাগল, মণিরও দবেলা দোকানে যাওয়া চাই। মামা ওদের বিস্কট ও লজ্জেন্দু দেয়, দোকানের আকর্ষণ ওদের কাছে তাহাতে আরও বাড়িয়া গিয়াছে। জিনিস বিক্রয় করিবার সখ বিধানের প্রচণ্ড। বলে এবার যে খন্দের আসবে তাকে আমি জিনিস দেব দাদু, এ্যা? মামা বলে, পারবি কি থোকা, খন্দের বিগড়ে দিবি শেষে! কিন্তু অনুমতি মামা দেয়। বিধান ছোট শো-কেসটির পিছনে টুলটাব উপরে গম্ভীর মুখে বসে, মামা কোণের বোর্ডিংটার উপর বসিয়া চশমা চোখে দিয়া বিডি টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়ে। ফ্রেতা যে আসে হয়ত সে পাড়াব ছেলে, ঈর্ষার দৃষ্টিতে বিধানের দিকে চাহিয়া বলে, কি রে বিধু!—বিধান বলে, কি চাই? সে পাকা দোকানী, কেনা বেচার সময় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অচল, খোস গল্প করিবার তার সময় কই? চশমার ফাঁক দিয়া মামা সহকারীর কার্যকলাপ চাহিয়া দ্যাখে, বলে, কার্ল? ওই ও কোণার টিনেব কোঁটোতে—দু'বিডি এক পয়সার, কাগজে মুড়ে দে বোকা!.

এদিকে দোকান চলে ওদিকে মামা আজ দশটাকা কাল পাঁচটাকা সংসার খরচ আনিয়া দেয়: মামার চারিদিকে রহস্যের ভাঙ্গা আবরণটি আবাব যেন গাডিয়া উঠিতে থাকে। পাড়ার লোকে এতকাল মামাকে অতিথি বলিয়া খাতির করিত, এখন প্রতিবেশী গৃহস্থের প্রাপ্য সহজ সমাদর দেয় তবে অতটুকু দোকান দেওয়ার জন্য পাড়ার অনেক চাকুরে বাবুর কাছে মামার আসন নামিয়া গিয়াছে, খুব যারা বাবু দু'এক পয়সার জিনিস কিনিতে মামাকে তাদের কেহ ভূমি পর্যন্ত বলিয়া বসে।

মামা বলে, কি চাই বললে? পরিমল নসি? ওই ও দোকানে যাও!

অপমান করিয়া মামার কাছে কারো পার পাওয়ার যো নাই।

বৈশাখ মাস শেষ হইলে শ্যামা একদিন বলিল, দোকানের হিসাবপত্র কবলে মামা, লাভটা হ'ল?

মামা বলিল লাভ কিবে শ্যামা, বসতে না বসতে কি লাভ হয়? খরচ উঠুক আগে।

শ্যামা বলিল, নতুন দোকান দিয়ে বসাব খরচ দু'এক মাসে উঠবে না তা জানি মামা, তা বলিনি, বিক্রীত ওপোর লাভটা কি বক্স হল হিসাব করনি?—কত বেচলে, কেনা দাম খবে কত লাভ বইল, কবনি সে হিসাব?

মামা বলিল, তুই আমাকে দোকান করা শেখাতে আসিসনে শ্যামা।

এবার গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ার আগে ক্রাসের ছেলেদের অনেকেই নানা স্থানে বেড়াইতে যাইবে শুনিয়া বিধানের ইচ্ছা হইয়াছিল সেও কোথাও যায়—কোথায় যাইবে? কোথায় তাহার কে আছে, কার কাছে সে গিয়া কিছদিন থাকিয়া আসিতে পারে? বনগাঁ গেলে হইত,—মন্দাকে শ্যামা চিঠি লিখিয়াছিল, মন্দা জবাব দিয়াছে এখন সেখানে চাৰিদিকে বড় কলেরা বসন্ত হইতেছে—এখন না গিয়া বিধান যেন পূজার সময় যায়।

বিকুপ্ৰিয়া এবার দার্জিলিং গিয়াছে। তখনও স্কুলের ছুটি হয় নাই,—শঙ্কর সঙ্গে যাইতে পারে নাই। বিকুপ্ৰিয়া এখানে থাকিবার সময় শঙ্কর বোধ হব সাহস পাইত না, বিকুপ্ৰিয়া দার্জিলিং চলিয়া গেলে একদিন বিকালে সে এ বাড়িতে আসিল।

শ্যামা বাবামদ্য তবকাবি কুটিতেছিল বিধান কাছেই দেখালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছেলেদেব একটা ইংবাজি গল্‌পের বই পড়িতেছিল, মৃদু তুলিয়া শঙ্করকে দেখিয়া সে আবার পড়াষা মন দিল।

শঙ্করকে বসিতে দিয়া শ্যামা বলিল, কে এসেছে দেখে থাকা।

বিধান শূন্য বলিল, দেখেছি।

বিধান কি আজ্ঞা সে অপমান ভোলে নাই, বন্ধু বাড়ি আসিয়াছে তার সঙ্গে সে কথা বলিবে না? লাজুক শঙ্করের মৃদুখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, শ্যামা টান দিয়া বিধানের বই কাড়িয়া লইল, বলিল, নে, ঢের বিদ্যে হয়েছে, যা দাঁক দৃঞ্জে দোতালার, বাতাস লাগবে একটু,—যা গরম এখানে।

বিধান আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিল। শ্যামা বলিল, তোমাদের

কগড়া হয়েছে নাকি শঙ্কর?—ও বৃদ্ধি কথা বলে না তোমার সঙ্গে? কি পাগল ছেলে!—না বাবা, যেও না তুমি, পাগলাটাকে আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

যেরে গিয়া শ্যামা ছেলেকে বোঝায়। বলে যে শঙ্করের কি দোষ? শঙ্কর তো তাদের অপমান করে নাই, যে বাড়ি বহিয়া ভাব করিতে আসে তার সঙ্গে কি এমন ব্যবহার করিতে হয়? হি! কিন্তু এ তো বোঝানোব ব্যাপার নয়, অন্ধ অভিমানকে যুক্তি দিয়া কে দমাইতে পারে? ছেলেকে শ্যামা বাহিরে টানিয়া আনে, সে মৃদু গৌজ করিয়া থাকে। শঙ্কর বলে, আমি যাই মাসিমা।

আহা বেচারীর মৃদুখানা ম্লান হইয়া গিয়াছে।

শ্যামা রাগিয়া বলে, হি থোকা হি, একি ছোট মন তোর, একি ছোট-লোকের মত ব্যবহার? যা তুই আমার সামনে থেকে সরে!—বোসো বাবা তুমি, কটা কথা শ্রুধোই—দিদি পত্র দিবেছে? সেখানে ভাল আছে সব? তুমি যাবে না দার্জিলিং স্কুল বন্ধ হলে?

শ্যামা শঙ্করের সঙ্গে গল্প করে, হাঁটিতে মৃদু গৌজিয়া বিধান বসিয়া থাকে, কি ভয়ানক কথা ছেলেকে সে বলিয়াছে শ্যামার তা খেয়ালও থাকে না। তারপর বিধান হঠাৎ কাঁদিয়া ছুটিয়া দোতলায় চলিয়া যায়। লাজুক শঙ্কর বিস্মত হইয়া বলে, কেন বকলেন ওকে?—বলিয়া উসখুস করিতে থাকে।

তারপর সেও উপরে যায়। খানিক পরে শ্যামা গিয়া দেখিয়া অসে, গুজনে গল্প করিতেছে।

সেই যে তাহাদের ভাব হইয়াছিল, তারপর শঙ্কর প্রায়ই আসিত। শঙ্করের ক্যারমবোর্ডটি পড়িয়া থাকিত এ বাড়িতেই, উপরে খোলা ছাদে বসিয়া সারা বিকাল তাহারা ক্যারম খেলিত। বন্ধে তাহার সহিত বিধানের দার্জিলিং বাওয়ার কথাটা শঙ্করই তুলিয়াছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া ইহা পছন্দ করিবে না জানিয়াও শ্যামা আপত্তি করে নাই, তেমন আদর যত্ন বিধান না হয় নাই পাইবে, সেখানে অর্থাৎ ছেলটিকে পেট ভরিয়া খাইতে তো বিষ্ণুপ্রিয়া দিবেই? কিন্তু রাজি হইল না বিধান। একসঙ্গে দার্জিলিং গিয়া থাকার কত লোভনীয় চিহ্নই যে শঙ্কর অর সামনে আঁকিয়া ধরিল, বিধানকে বাঁকানো



গেল না। যথাসময়ে শব্দব চলিয়া গেল সেই শীতল পাহাড়ী দেশে, এখানে বিধানের দেহ গৰমে ঘামাচিত্তে ভবিষ্য গেল।

মনে মনে শ্যামা বড় কষ্ট পাইল। অভাব অনটনের অভিজ্ঞতা জীবনে তাহার পূর্বানো হইয়া আসিয়াছে এমন দিনও তো গিয়াছে যখন সে ভাল কবিতা দোহর লজ্জাও আবরণ কবিতা পাবে নাই কিন্তু আজ পর্যন্ত চারটি সম্ভাবনের কোন বড় সাধ শ্যামা অপূর্ণ রাখে নাই—আকাশের চাঁদ চাহিবার সাধ নয় শ্যামার ছেলোময়ে অসম্ভব আশা ব্যর্থ না শ্যামার মত গবীরের পক্ষে পূরণ করা হয়ত কিছু কঠিন এমন সব সাধারণ সখ সাধারণ আশার। বিধান একবার সাহসি পোষাক চাহিয়াছিল তাদব ক্রান্তির পাঁচ ছুটি ছলে সে বকম দেশ ধবিষা স্কুলে আসে দোতালার ঘরের জন্য ইষ্ট সূর্য্য কিম্বা শ্যামা তখন ফতর হইয়া গিয়াছে। তবু ছেলেকে পোষাক তে সে কিম্বা দিয়াছিল।

শ্যামার চাচা আজকাল সব সময় একটা ভীতের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলের উপরেও কোনদিন সে নিশ্চিত নির্ভর রাখিতে পারে নাই কমল প্রসব চাকরিতে শীতল যখন ক্রম ক্রমে উন্নতি কৰিতছিল তখনও নয় তবু তখন মনে যেন তাহার একটা জোৰ ছিল। আজ সে জোৰ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চোবের বোঁ, জীবনে এ ভাপ তাহার ঘাটবে না স্বামীর অপবাদ মানুস তাহার অপবাদী কবিগাছে কেহ বিশ্বাস কবিতা না কেহ সাহায্য দিবে না সকলেই তাহার পরিহার কবিতা চলিবে। যদি প্রয়োজনও হয় ছেলোমারদর দ বেলার সাতার সংস্থ কবিতার সঙ্গত উপাস খুঁজিয়া পাঠবে না বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলে যাহার এড়াইয়া চলিতে চলে নিজের পায়ে ভব দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা সে কবিতা কিসের ভবসাধ? বিধবা হইলেও সে বোধ হয় এতদর নিরুপায় হইত না। দ বছর পাবে শীতল হয়ত কবিতা তপসিলে হয়ত আসিবে না। আসিলেও শ্যামার দুঃখ সে কি লাঘব কবিতা পাবিবে? নিজের প্রেস বিক্রয় কবিতা কতকাল শীতল অলস অকর্মণ্য হইয়া বাড়ি বসিয়াছিল সে ইতিহাস শ্যামা ভালে নাই। তবু তখন শীতলের বয়স কম ছিল, মন তাজা ছিল। এই বয়সে দুঃখের জেল খাটিয়া আসিবে আর কি সে এত বড় সংসারের ভাব গ্রহণ কবিতা পারিবে?

নিজেই হযত সে ভাব হইয়া থাকিবে শ্যামার।

এক আছে মামা। সেও আবাব খাঁটি একটি বহস্য, ধবা ছোঁয়া দেয় না। কখনো শ্যামার আশা হয় মামা বুদ্ধি লাখপতিই হইতে চলিযাছে, কখনো ভয় হয় মামা সর্বনাশ করিযা ছাড়িবে। সংসাবে শ্যামা মানুস দেখিযাছে অনেক, এরকম খাপছাড়া অসাধাবণ মানুস একজনকেও তো সে স্থায়ী কিছু কবিতো দেখে নাই। সংসাবে সেটা বেন নিষম নয়। সাধাবণ মোটা বুদ্ধি সাবধানী লোকগুলিই শেষ পর্যন্ত টিঁকিযা থাকে শীতলেব মত যাবা পাগলা মামাব মত যাবা খেমালী হঠাৎ একদিন দেখা যায় তাবাই ফাঁকিতে পড়িযাছে। জীবন তো জুয়া খেলা নয়।

স্কুল খুলিবার কয়েকদিন পবে শঙ্কর দাজ্জিলিং হইতে ফিবিযা আসিল। শ্যামার সাদব অভ্যর্থনা বোধ হয় তাহার ভাল লাগিত একদিন সে দেখা কবিতো আসিল শ্যামাব সঙ্গেই। শ্যামা দেখিযা অবাক পকেটে ভবিযা সে দাজ্জিলিংএব কয়েক বকম তবকাবি লইয়া আসিযাছে। বিধান তখন দোকানে গিযাছিল হাতেব কাজ ফেলিযা বাখিযা শ্যামা শঙ্কবেব সঙ্গে আলাপ কবিল। বকুল নামিযা আসিল নিচে মার গা ঘেঁষিযা বসিযা বড় বড় চোখ মেলিযা সে সবিষ্ময়ে শঙ্কবেব দাজ্জিলিং বেড়ানোব গল্প শুনিল। শূদ্ধ বিধানকে নয় শঙ্কব বকুলকেও ভালবাসে। কেবল সে বড় লাজুক বলিযা বিধানেব কাছে যেমন বকুলেব কাছে তেমনি ভালবাসা কোথায লুকাইবে ভাবিয়া পায় না। পকেটে ভবিযা সে কি শ্যামাব জন্য শূদ্ধ তব কাবিই আনিযাছে? শূদ্ধ লাল কবিযা বকুলেব জিনিসও এস বাহিব কবিয দেখ : কে জানিত দাজ্জিলিং গিযা বকুলেব কথা সে মনে বাখিবে?

শ্যামা বড় খুঁসি হয়। সোনাব ছেলে, মাগিক ছেলে। কি মিনিট স্বভাব আম্র কাটিযা শ্যামা তাহাকে খাইতে দেয় তাবপব বঙানী স্ফটিকেব দ্রাল গলায দিযা বকুল গল গল কবিযা কথা বলিতে আরম্ভ কবিযাছে দেখিয হাসিমুখে কাজ করিতে যায়, পাঁচ মিনিট পবে দেখিতে পায় দৃজনে দোতালা গিয়াছে। বাণীকে শোনাইযা শ্যামা বলে, বড় ভাল ছেলে বাণী, একা অহঙ্কাব নেই। তারপর দোতালায দৃম্‌দাম করিযা ওদেব ছুটোছুটিব শব্দ শুঠে, বকুলেব অজন্ত হাসি ঝরণাব মত নিচে কবিযা পড়ে, এ ওয় পিছনে

ছুটিতে ছুটিতে একবার তাহাৰা একতলাটা পাক দিয়া যাৰ দ্বৰস্ত মেয়েটাব পাল্লাৰ পাঁড়িয়া লাজুক শব্দকবও যেন দ্বৰস্ত হইয়া উঠিযাছে।

পৰদিন বিধান স্কুলে চলিয়া গেলে শ্যামা বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ সঙ্গে দেখা কৰিতে গেল। দাসী তখন স্নানের আগে বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ চুলে গন্ধ তেল দিওঁতেছিল চওড়া-পাড কোমল সাঁড়িখানি লুটাইয়া বিষ্ণুপ্ৰিয়া আনমনে বসিযাছিল শ্বেত-পাথৰেৰ মেঝেতে, কে বলিবে সেও জননী। এত বয়সে ওৰ চং দেখিয়া মনে মনে শ্যামাৰ হাসি আসে—প্ৰথম কন্যাৰ জন্মেৰ পৰ ও আৰাৰ সম্মানসিনী সাজিয়াছিল। আজ প্ৰতিদিন তিনিটি দাসী মিলিয়া ওই স্কুল দেহটাকে ঘৰিষা মাজিয়া ঝকঝকে কৰিবাব চেষ্টায় হযবাণ হয। গাঙ্গে বঙটঙ দেখ নাকি বিষ্ণুপ্ৰিয়া ?

বিষ্ণুপ্ৰিয়া বলিল বোসো।

শ্যামা মেঝেতেই বসিয়া বলিল কবে ফিবলেন দিদি ? দিদিয়া সেরেছে শৰীৰ বাজবাণীৰ মত বৃপ কৰে এসেছেন বঙ যেন আপনাৰ দিদি ফেটে পড়ছে। অসুখ শৰীৰ নিৰে হাওৰা বদলাতে গেলেন আমবা এদিকে ভেবে মৰি কৰে দিদি আসবেন খবৰ পৰে ছুটে এসেছি।

বিষ্ণুপ্ৰিয়া হাই তুলিল উদাস ব্যাখিত হাসিৰ সঙ্গে বলিল, এসেই আৰাৰ গবমে শৰীৰটা কেমন কেমন কৰছে উঠতে বসতে বল পাইনে, বেশ ছিলাম সেখানে—খুঁকি তো কিছতে আসবে না, কিন্তু ইস্কুল টিস্কুল সব খুলে গেল কত আব কামাই কৰবে ? তাই সকলকে নিৰে চলেই এলাম।

দাজিৰিলংএ শুনোছি খুব শীত ?—শ্যামা বলিল।

শীত নহ ? শীতেৰ সময় এবফ পাড। বিষ্ণুপ্ৰিয়া বলিল।

একথা সেকথা হয, ভাঙা ভাঙা ছাড়া ছাড়া আলাপ। শ্যামাৰ খবৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়া কিছ জিজ্ঞাসা কৰে না। শ্যামাৰ ছেলেমেয়েবা সকলে কুশলে আছে কি না, শ্যামাৰ দিন কেমন কৰিয়া চলে জানিবাব জন্য বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ এতটুকু কৌতুহল দেখা যায় না। শ্যামাৰ বড় আপশেষ হয। কে না জানে বিষ্ণুপ্ৰিয়া যে একদিন তাহাকে খাতিৰ কৰিত সেটা ছিল শূন্য খেয়াল, শ্যামাৰ নিজের কোন গুণেৰ জন্য নহ। বড়লোকের অমন কত খেয়াল থাকে। শ্যামাকে একটু সাহায্য কৰিতে পাৰিলে বিষ্ণুপ্ৰিয়া যেন কৃতার্থ হইয়া যাইত। না মিটাইতে

পারিলে বড়লোকের খেয়াল নাকি প্রবল হইয়া ওঠে শ্যামা শুনিয়াছে আজ দুঃখেব দিনে শ্যামার জন্য কিছ্ কবিবাব সখ বিফুপ্রিয়াব কোষাষ গেল ? তাবপর হঠাৎ এক সময় শ্যামার একটা অদ্ভুত কথা মনে হয় মনে হয় বিফুপ্রিয়া যেন প্রতীক্ষা কবিয়া আছে। কিছ্ কিছ্ সাহায্য বিফুপ্রিয়া তাহাকে কবিবে কিছ্ আজ নয়—শ্যামা যেদিন ভাঙিয়া পড়িব কাঁদিয়া হাতে পায়ে ধবিয়া ভিক্ষা চাহিবে এমন সব তোষামোদব কথা বলিবে ভিক্ষাবিব মূখে শুনিতো মানুষ বাহাতে লজ্জা বোধ কবে—সেইদিন।

বাড়ি ফিবিয়া শ্যামা বড় অপমান বোধ কবিতো লাগিল মনে মান বিফুপ্রিয়াকে দুটি একটি শাপাস্তও কবিল। তা একদিক দিয়া সে যেন শুনিসই হয় একটু যেন আবাম বোধ কবে। অন্ধকাব ভবিষ্যতে এ যেন ক্ষীণ একটি আলোক বিফুপ্রিয়ার এই অপমানকব নিষ্ঠুর প্রত্যাশা। একান্ত নিব্দপায হইয়া পড়িলে বিফুপ্রিয়াব হাতে পায়ে ধবিয়া কাঁদাকাটা কবিয়া সাহায্য আদায় কবা চলিবে এ চিন্তা আঘাত কবিয়াও শ্যামাকে যেন সান্ত্বনা দেয়।

দিনগুলি এমনভাবে কাটিতে লাগিল। তাকাশ ঘনাইয়। আসিল বর্ষাব মেঘ মানুষেব মনে আসিল সজল বিষন্নতা। ক দিন ভিজিতে ভিজিতে স্কুল হইতে বাড়ি ফিবিয়া বিধান জাবে পড়িল হাবান ডস্তা৷৷ দেখিতে আসিয়া বলিল ইনক্লুয়েঞ্জা হইয়াছে। বোজ একবাব কবিয়া বিধানকে সে দেখিয়া গেল। আজ পৰ্যন্ত শ্যামাব ছেলোমেষেব অসুখে বিসুখে অনেকবাব হাবান ডাস্তাব এ বাড়ি আসিয়াছে শ্যামা কখনো টাকা দিয়াছে কখনো নয় নাই। এবাব ছেলে ভাল হইয়া উঠিলে একদিন সে হাবান ডাস্তাবেব কাছে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল বাবা, এবার তো কিছ্ই দিতে পাবলাম না আপনাকে ?

হাবান বলিল তোমাব মেষেকে দিবে দাও আমাদেব বকুলবাণীকে ? কাম্মার মধ্যে হাসিয়া শ্যামা বলিল, তা নিন এখনি নিযে যান। শ্যামার জীবনে এই আরেকটি রহস্যময় মানুষ। শীগৰ্ষা ভবিষ্যে মেজাজেব লোকটিব মুখেৰ চামড়া যেন পিছন হইতে কিসে টান করিয়া রাখিয়াছে, মনে হয় মুখে যেন চকচকে পাণিশ করা গাভীৰ। সৰ্বদা কি যেন

সে ভাবে বাস যেন সে করে একটা গোপন সূর্যকিত জগতে,—সংসারে মানুষ্যে মধ্যে চলাফেরা কথাবার্তা যেন তাহাব কলের মত, আন্তরিকতা নাই অথচ কৃত্রিমও নহ। শ্যামার কাছে সে যে টাকা নেয় না এর মধ্যে দয়ামাষার প্রশ্ন নাই, মহত্ত্বের কথা নাই, টাকা শ্যামা দেয় না বলিয়াই সে যেন নেয় না, অন্য কোন কাৰণে নহ। শ্যামা দূরবস্থার পড়িয়াছে একথা কখনো সে কি ভাবে ?

মনে হয় বকুলকে বৃদ্ধি হাবান ডাক্তার ভালবাসে। শ্যামা জানে তা সত্য নহ। এ বাড়িতে আসিয়া হাবানের বৃদ্ধি অন্য এক বাড়ির কথা মনে পড়ে শ্যামা আব বকুল বৃদ্ধি তাহাকে কাদের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। বকুলকে কাছে টানিয়া হারান যখন তাহাব মূখেব দিকে তাকায শ্যামাও যেন তখন আব একজনকে দেখিতে পায গায়ে শ্যামার কাঁটা দিয়া ওঠে। এ বাড়িতে বোঁগ দেখিতে আসিবাব জন্য হাবান তাই লোলুপ, একবার ডাকিলে দশবার আসে না ডাকিলেও আসে। মানুষ্যকে অপমান না কবিয়া যে কথা বলিতে পারে না বোঁগিব অরুচী সম্বন্ধে আত্মীয়ব ব্যাকুল প্রশ্নে পর্যন্ত যে সময় সময় আগুনের মত জ্বলিয়া ওঠে বহুদিন আগ শ্যামাব কছে সে পোষ মানিয়াছিল। শ্যামা তখন হইতে সব জানে। একটা হাবানো জীবনের পুনর্বাসন এইখানে হাবানের আবন্ত হইয়াছিল একান্ত পৃথক একান্ত অমিল পুনর্বাসনিত্র তা হোক তাও হাবানের কাছে দমি। শ্যামা ছিল হাবানের মেয়ে সুখময়ীব ছায়া সুখময়ীব কথা শ্যামা শুনিয়াছে। এষ্ট ছায়াকে ধবিয়া হাবান শ্যামাব সমন বহুসেব সময় হইতে সুখময়ীব জীবন স্মৃতির পান্ডব অভিনয় আশ্রিত্য কবিয়াছে বকুলের মত একটি মেয়েও নাকি সুখময়ীব ছিল। শ্যামাব ছেলেবা তাই হাবানের কাছে মূল্যহীন ওদের দিকে সে চাহিয়াও দেখে না। এ বাড়িতে আসিয়া শ্যামা ও বকুলকে দেখিবাব জন্য সে ছটফট করে।

অথচ শ্যামা ও বকুলকে সস্নেহ করে কিনা সন্দেহ। ওবা তুচ্ছ ওবা হাবানের একউ নয় হাবান পলকিত্র ওয শ্যামাব কণ্ঠ ও কথা বলাব ভিত্তিতে,—শ্যামার চলন দেখিয়া বকুলেব দূরস্তপনা ও চাম্ভলা দেখিয়া তাহাব মোহের সীমা থাকে না। মমতা যদি হাবানের থাকে তাহা অবাস্তবতার প্রতি—শ্যামার

উচ্চাৰিত শব্দ ও কথেকাটি ভঙ্গিমাৰ এবং বকুলেৰ প্ৰাণেৰ প্ৰাচুৰ্যে—মানুষ দৃষ্টিকে হাবান কখনো ভালবাসে নাই শোকে যে এমন জীৰ্ণ হইয়াছে সে কবে বস্তুমাংসেৰ মানুহকে ভালবাসিতে পাৰিযাছে ?

শ্যামা তাই হাবানেৰ সঙ্গে আত্মীয়তা কবিতো পাৰে নাই হাবানেৰ কাছে অনুগ্ৰহ দাবী কৰিতে আজো তাহাৰ লজ্জা কৰে। বিধানেৰ চিকিৎসা ও ঔষধেৰ বিনিময়ে কাণ্ডন মৃদু দিবাৰ অক্ষমতা জানাইবাৰ সময় হাবান ডাক্তাবেৰ কাছে শ্যামা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বিধানেৰ পবে অসুখে পড়িল বকুল। বকুলেৰ অসুখ ? বকুলেৰ অসুখ এ বাৰিঙতে আশ্চৰ্য ঘটনা। মেঘেকে লইয়া পালাইয়া গিয়া সেই যে শীতল তাহাৰ জ্বৰ কৰিয়া আনিয়াছিল সে ছাড়া জীৱনে বকুলেৰ কখনো সামান্য কাসিটুকু পৰ্যন্ত হয় নাই বোগ যেন পৃথিবীতে ওব অস্তিত্বেৰ সংবাদই বাখিত না। সেই বকুলেৰ কি অসুখ হইল এবাৰ ? ছোটখাট অসুখ তো ওব শব্দেৰ আমল পাইবে না। প্ৰথম কদিন দেখিতে আসিয়া হাবান ডাক্তাৰ কিছু বলিল না, তৰপৰ বোগেৰ নামটো শুনাইয়া শ্যামাকে সে আধমৰা কৰিয়া দিল। বকুলেৰ টাইফয়েড হইয়াছে।

জান মা, এই যে কলকেতা শহৰ এ হ'ল টাইফয়েডেৰ ডিপো, এবাৰ যা সুব্দ হয়ছে চান্দিকে জীৱন্তে এমন আব দেখিনি, তিনিশ বছৰ ডাক্তাৰি কৰিছ সাৰ্ভাৰ্ভি টাইফয়েড বোগিৰ চিকিৎছে কখনো আব কৰিনি এক সঙ্গ — এই প্ৰথম।

এমনি, ছেলেদেৰ চেখে বকুলেৰ সম্বন্ধে শ্যামা চেব বেশি উদাসীন হইয়া থাকে সেবাস্থেৰ প্ৰযোজন মেয়েটাব এত কম নিজেৰ অস্তিত্বেৰ আনন্দই মেয়েটা সৰ্বদা এমন মশগুদ যে ওব দিকে তাকানোৰ দৰকাৰ শ্যামাৰ হয় না। কিন্তু বকুলেৰ কিছু হইলে শ্যামা সুদ সমেত তাহাকে তাহাৰ প্ৰাপ্য ফিৰাইয়া দেয়, কি যে সে উতলা হইয়া ওঠে বলিবাৰ নয়। বকুলেৰ অসুখে সংসাৰ তাহাৰ ভাসিয়া গেল কে বাঁধে কে থায, কোথা দিয়া কি ব্যৱস্থা হয়, কোন দিকে আৰ নজব বহিল না, অনাহাবে অনিদ্ৰায সে মেঘেকে লইয়া পাড়িয়া ৱহিল। এদিকে ৱাণীও বকুলেৰ প্ৰায় তিন দিন পবে একই বোগে শয্যা লইল। মামা কোথা হইতে একটা খোটা চাকৰ আৰ উড়িয়া বামুন যোগাড

করিয়া আনিল, পোড়া ভাত আর অপক্ক ব্যঞ্জন খাইয়া মামা, বিধান আর মণির দশা হইল রোগির মত, শ্যামার কোলের ছেলেরিট অনাদরে অনাদরে মরিতে বসিল। বালক ও শিশুদের চেয়ে কণ্ঠ বোধ হয় হইল মামারই বেশি। দায়িত্ব, কর্তব্য আর পরিশ্রম, মামার কাছে এই তিনটিই ছিল বিবের মত কটু, মামা একেবাবে হাঁপাইয়া উঠিল। এতকাল শ্যামার সচল সংসারকে এখানে ওখানে সময় সময় একটু ঠেলা দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, এবার অচল বিপর্যস্ত সংসারটি মামাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিল, তারপর রহিল অসুখের হাস্যামা, ছুটাছুটি, বাতজাগা, দুর্ভাবনা এবং আবও কত কিছদ। ওদিকে রাণীর খবরটাও মাঝে মাঝে মামাকে লইতে হয়, নর্দনের দিন মামা লুকাইয়া কলিকাতা হইতে একজন ডাক্তার আনিয়াছিল, রাণীর কতকগুলি খারাপ উপসর্গ দেখা দিয়াছে, সে বাঁচবে কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ শাষাবর জীবনে ভদ্র অভদ্র মানুষের ভেদাভেদ মামার কাছে ঘূঁচিয়া গিয়াছিল, কত অস্পৃশ্য পরিবারের সঙ্গে মামা সপ্তাহ মাস পরমানন্দে যাপন করিয়াছে,— যেটুকু ভাসা ভাসা লেহ কবিবার ক্ষমতা মামাব আছে রাণী কেন তাহা পাইবে না? রাণী মরিবে জানিবা মামাব ভাল লাগে না, বহুকাল আগে শ্যামার বিবাহ দিয়া শূন্য ঘরে যে বেদনা ঘনাইয়া আসিয়া মামাকে গৃহছাড়া করিয়া ছিল যেন তাবই আভাস মেলে। আর বকুল? শ্যামার মেয়েটাকে নিস্পৃহ সম্ম্যাসী মামা কি এত ভালবাসিয়াছে যে ওর রোগ-কাতর মুখখানি দেখিলে সে পীড়া বোধ করে, তাহার ছুটিয়া পালাইতে ইচ্ছা হয় অরণ্যে প্রান্তরে, দূরতম জনপদে, - মানুষের হৃদয় যেখানে স্বাধীন, শোক দুঃখ লেহ ভালবাসাব সঙ্গে মানুষের যেখানে সম্পর্ক নাই? মামাব মুখ দেখিয়া শ্যামা সময় সময় ভয় পাইয়া যায়। বকুলের অসুখের কদিনেই মামা যেন আরও বড় হইয়া পড়িয়াছে। মিনতি করিয়া মামাকে সে বিশ্রাম করিতে বলে, ঘূঁস্ত দেখাইয়া বলে যে মামার যদি কিছদ হয় তবে আর উপায় থাকিবে না। কিন্তু মামা যেন কেমন উদ্ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে, সে বিশ্রাম করিতে পারে না, প্রয়োজনের খাটুনি খাটিয়া তো সারা হয়ই, বিনা প্রয়োজনেও খাটিয়া মরে।

রাণী স্বথাসময়ে মারা গেল, বকুলের সৈদিন জ্বর ছাড়িয়াছে। বর্ষার সেটা খাপছাড়া দিন,—কি রোদ বাহিরে, মেঘশূন্য কি নির্মল আকাশ!

কেবল শ্যামার নিদ্রাতুর আরম্ভ চেখে জল আসে। এ ক’দিন শ্যামা যেন ছিল একটা কামনাব রূপক, সন্তানকে সূস্থ করার একটি জ্বলন্ত ইচ্ছা-শিখা-- আজ তাহাকে চেনা যায় না। চোন্দ দিনে বকুলের জ্বর ছাড়িয়াছে? কিসের চোন্দ দিন,—চোন্দ যুগ।

শ্রাবণের শেষে মামা একদিন দোকানটা বোঁচিয়া দিল। দোকান করা মামার পোষাইল না। ভদ্রলোক দোকান করিতে পারে? শ্যামা হাসিয়া বলিল, তখনি বলেছিলাম মামা, দিও না দোকান তুমি কেন দোকান চালাতে পারবে? —কত টাকা লোকসান দিলে?

মামা বলিল, লোকসান দেব আমি? কি যে ভুটী বলিস শ্যামা।

তাহ’লে কত টাকা লাভ হ’ল তাই বল?

না লাভ হয় নি, টাষ টাষ দেনা-পাওনায মিল খেয়েছে, বাস্। যে দিনকাল পড়েছে শ্যামা, আমি বলে তাই, আর কেউ হ’লে ঘর থেকে টাকা ঢেলে খালি হাতে ফিরে আসত কত কোম্পানী এনাব লালবারীত জেদলেছে জানিস?

দোকান বোঁচিয়া মামা এবার ক’বিবে কি? যে দর্শনের উৎস হইতে দবকাব হইতাই দশ বিশটা টাকা উঠিয়া আসে চিবকাল তাহা টি’কিবে তো? মামা কিছু ন’লে না। কবুণভাবে মামা শূঁধু একটু হাসে উৎসুক চোখে আকাশের দিকে তাকায়। শবৎ মানুষকে ঘবেব বাহিব কবে বর্ষান্তে নব-যৌবনা ধবণীৰ সঙ্গে মানুষের পবিচয় কামা কিন্তু বর্ষা তো এখনো শেষ হয় নাই মামা ওই দেখো আকাশে নিবিড় ক’লো সজ্জল মেঘ শবৎ কোথায় যে তুমি দেশ দেশ নিজেব মনোব মগনায় যাইতে চাও? মামাব বিষয় হাসি, উৎসুক চোখ শ্যামাকে বাখা দেয়। শ্যামা ভাবে কিছু ক’বিতে না পারিয়া হাব মানাব দুঃখ মামা স্নিগ্ধমাণ হইয়া গিয়াছে, ভাব্যীৰ ভাব লইবে বলিয়া অনেক আশ্বলন ক’বিয়াছিল কিনা এখন তাহাব লক্ষ্য অর্গসযাছে। চোরেব মত মামা তাই অস্বস্তিতে উসখুস করে। আহা বৃদ্ধা মানষ সাবাটা জীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়া আসিয়া সংসারের পাকা উপার্জনে অভ্যস্ত লোক গুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেন পারিবা উঠিবে? টাকা তো পথে ছড়ানো নাই। ঘরে ঘরে যুবক বেকার হাহাকার করিতেছে। ষাট বছরের ঘর-ছাড়া



বিবাগী এতগুলি প্রাণীৰ জীবিকা অৰ্জনের পথ খুঁজিয়া পাইবে কোথায় ? শ্যামা বড় মমতা বোধ কৰে। বলে অত ভেৰো না মামা, ভগবান যাহোক একটা উপায় কৰবেন।

ভগবান ? মামার বোধ হয় ভগবানের কথা মনে ছিল না। ভগবান যে মানুষ্যৰ যাহোক একটা উপায় কৰেন এও বোধ হয় এতিদিন তাহাৰ খেয়াল থাকে নাই। শ্যামা মনে পড়াইয়া দিলে মামা বোধ হয় নিশ্চিন্ত মনেই শ্যামা ও তাহার চাৰিটি সন্তানকে ভগবানের হাতে সমৰ্পণ কৰিয়া ভাদ্ৰের তিন তাৰিখে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। যাওয়াৰ আগে শব্দ বলিয়া গেল, কিছু মনে কবিস' নে শ্যামা তোৰ সেই হাজাৰ টাকাটা খৰচ কৰে ফেলেছি, — শ' দেড়েক মোটে আছে নে। বড়ো মামাকে শাপ দিস্‌নে মা একটা টাকা মোটে আমি সস্ত্র নিলাম।

শাপ শ্যামা দেয় নাই পাগলের মত কি যেন সব বলিয়াছিল। কথা গুলি মিষ্ঠি নৰ কোন ভাগ্নীই সাধাবণত মামাকে ওসব কথা বলে না। ক্যাম্বিশেৰ ব্যাগটি হাতে কৰিয়া কম্বলের গুটানো বিছানাটা বগলে কৰিয়া মামা যখন চলিয়া গেল শ্যামা তখনও পাগলের মত কি সব যেন বলিতেছে।

### সাত

পেৰে বছৰ শবৎ কালে — শ্যামা প্রথম সন্তানের জননী হওয়াৰ সম্ভব পৃথিবীতে শবৎ কালটা যেমন ছিল এখনো তেমন থাকাব মত আশ্চৰ্য শবৎকালে — ছেলেমেয়েদেব সস্ত্র লইয়া শ্যামা বনগাঁ গেল। বলিল ঠাকুৰৰি আমাৰ আৰ তো কোথাও আগ্ৰহ নেই খেতে না পেৰে আমাৰ ছেলেমেয়ে মৰে বাবে ওদেব তুমি দুটি দুটি খেতে দাও আমি তোমাৰ বাড়ি দাসী হবৈ থাকব।

মন্দা মদ্য ভাব কৰিয়া বলিল, এসেছ থাকো, ওসব বোলো না বো। তোমাদুদে কথা আমি ভালবাসি নে।

শ্যামা বনগাঁয়ে রহিয়া গেল।

শ্যামার গত বছরের ইতিহাস বিস্তারিত লিখিলে সূক্ষপাঠ্য হইত না বলিয়া ডিঙাইয়া আসিয়াছি : এ তো দারিদ্র্যের কাহিনী নয়। শ্যামা যে একবার দুদিন উপবাস করিয়াছিল সে কথা লিখিয়া কি হইবে? ব্রত-পূজা করিয়া কত জননী অমন অনেক উপবাস করে, শ্যামা খাদ্যের অভাবে করিয়াছিল বলিয়া তো উপবাসের সঙ্গে উপবাসের পার্থক্য জন্মিয়া যাইবে না? শ্যামার গহনাগুলি গিয়াছে। বিবাহের সময় মামা শ্যামাকে প্রায় হাজার টাকার গহনাই দিয়াছিল, নিজের প্রেস বিক্রয় করিয়া শীতলের দীর্ঘকাল বেকার বসিয়া থাকার সময় চুড়ি হার বালা আর নাক ও কানের দু'টি একটি ছুটুকো গহনা ছাড়া বাকি সব গিয়াছিল, কমল প্রেসের চাকরির সময় দোতালার ঘর তুলিবার ষোঁকে শ্যামা টাকা জমাইয়াছে, হাঙরমুখে পুরানো প্যাটার্নের বালা ভাঙিয়া আর একটু ভারি তারের বালা গড়ানো ছাড়া নতুন কোন গহনা সে কখনো করে নাই। এক বছরেই তাই ঘরের বিক্রয়যোগ্য আসবাবের সঙ্গে শ্যামার গহনাগুলিও গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে একটি আঁটি আর দু'হাতে দু'গাছি চুড়ি।

বিধানকে বড়লোকের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া কাশীপুরের সাধাবণ স্কুলটিতে ভর্তি করিয়া দিয়াছিল, বিধান হাঁটিবাই স্কুলে যাইত। ধোপার সঙ্গে শ্যামা কোন সম্পর্ক রাখিত না, বাড়িতে সিদ্ধ করিয়া কাপড় জামা সাফ করিত,—কাপড় জামা দুই সে কিনিত কম দামি, মোটা, টিঁকত অনেক দিন। খোকার জন্য দুধ কিনিত এক পোয়া, দু' বছর বয়সের আগেই খোকা দিব্যি জাত খাইতে শিখিয়াছিল, পেট ভরিয়া খাইয়া টিং টিংএ পেটটিট দলাইয়া দলাইয়া শ্যামার পিছ পিছ সে হাঁটিয়া বেড়াইত,—শ্যামা তাহাকে স্তন দিত সেই অপরাহ্নে, সারাদিন বকে যে দুধটুকু জমিত বিকালে তাহাতেই খোকার পেট ভরিয়া যাইত। কত হিসাব ছিল শ্যামার, ব্যাপক ও বিস্ময়কর! ভাতের ফেনটুকু রাখিলে যে ভাতের পদ্রিষ্ট বাড়ে এটুকু পর্যন্ত সে খেয়াল রাখিত। তাহার এই আশ্চর্য হিসাবের জন্য ছোট খোকার পেটটা একটু বড় হওয়া ছাড়া ছেলেমেয়েদের কারো শরীর তেমন খারাপ হয় নাই। রোগা হইয়াছে শুধু শ্যামা। শেষের দিকে শ্যামার যে মখমলের মত মসৃণ উজ্জ্বল চামড়াটি দেখা

দিয়াছিল তাহা মালিন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক বছরে কারো বয়স এক বছরের বেশি বাড়ে না, শ্যামারও বাড়ে নাই, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কে তাহা ভাবিতে পারিবে। গত যে বসন্ত বার্থ গিয়াছে তার আগেটি উতলা করিয়াছিল কোন্ শ্যামাকে? বনগাঁয়ে এই যে শীর্ণা নিম্প্রভজ্যোতি প্রাপ্ত নারীটি আসিয়াছে, শহরতলীর সেই বাড়িটির দোতালার সমাপ্তপ্রায় নতুন ঘরটির ছায়ার দাঁড়াইয়া বসন্তের বাতাসে ধানকলের ছাই উড়িতে দেখিয়া জেলের কয়েদী স্বামীর জন্য এরই বোঁবন কি ক্লোস্ত করিয়াছিল?

শেষের দিকে পরাণ ডাক্তার বারো টাকা ভাড়ার একতলাতে একটি ভাড়াটে জুটাইয়া দিয়াছিল, সরকারী আফিসের এক কেরাণী, সম্প্রতি স্ত্রী ও শিশুপুত্র লইয়া দাদার সঙ্গে পৃথক হইয়া আসিয়াছে। কেরাণী বটে কিন্তু বড়ই তাহারা বিলাসী। হাঁড়ি কলসী, পুরানো লেপ-তোষক, ভান্সা রঙচটা বাস্ত প্রভৃতিতে শ্যামার ঘর ভরা থাকিত, ওরা আসিয়া ঝকঝকে সংসার পাতিয়া বসিল, জিনিসপত্র তাহাদের বেশি ছিল না কিন্তু যা ছিল সব দামী ও সুদৃশ্য। বোর্টি শ্যামা শুনিল বড়লোকের মেয়ে, স্কুলেও নাকি পড়িয়াছিল, স্বাধীন ভাবে একটু ফিটফাট থাকিতে ভালবাসে—বড় ভাইএর সঙ্গে ওদের পৃথক হওয়ার কারণটাও তাই। পৃথক হইয়া বোর্টি যেন বাঁচিয়াছে। নিজের সংসার পাতিতে কি তাহার উৎসাহ। পথের দিকে যে ঘরে শ্যামা আগে শুইত তার জানালায় জানালায় সে নতুন পর্দা দিল, চিকণ কাজ করা দামী খাটটি, বোধ হয় বিবাহের সময়ে পাইয়াছিল, দক্ষিণের জানালা ঘেঁসিয়া পাতিল, আসনা বসানো টেবিলটি রাখিল ঘরে ঢুকিবার দরজার সোজা অপর দিকের দেয়ালের কাছে। খাট টেবিল আর কাঠের একটি চেয়ার তাহার সমগ্র আসবাব, তাই যেন তার ঢের। ভাড়ারে তাকের উপর মসলাপাতি রাখিবার কয়েকটি নতুন চকচকে টিন, কাঁচের জার, স্টোভ, চায়ের বাসন আর দুটি একটি টুকটাকি জিনিস রাখিয়া, রাখিবার আর কিছুই তাহার রাখিল না, সমস্ত ঘরে একটি রিক্ত পরিচ্ছন্নতা ঝক ঝক করিতে লাগিল। সংসার করিতে করিতে একদিন হয় ত সে শ্যামার মতই ঘরবাড়ি জঞ্জালে ভরিয়া ফেলিবে, স্মরণে আজ সবই তাহার আনকোরা ও সংক্ষিপ্ত। বাড়াবাড়ি ছিল শূন্য তাহাদের প্রেমের। এমন নির্লজ্জ নির্বিড় প্রেম শ্যামা জীবনে আর দ্যাখে

নাই। বিবাহ তাহাদের হইয়াছিল চার পাঁচ বছর আগে এতকাল কে যেন তাহাদের প্রেমের উৎস মধুখিটিতে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়াছিল, এখানে মধুখি পাইয়া তাহা উথলিয়া উঠিয়াছে। ভাল শ্যামার লাগিত না। নিরানন্দ বিষয় তাহার জীবন, সন্তানের তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব, তারই পায়ের তলে তারই বাড়ির একতলায় এ কি বিসদৃশ প্রণয়-রস-রঙ্গ? কই, বয়সকালে শ্যামা তো ওরকম ছিল না? স্বামীর সঙ্গে মেয়েমানুষের এত কি ছেলেমানুষী, হাসা-হাসি, খেলা ও ছল করা কলহ? একটি ছেলে হইয়াছে, সম্মুখে অন্ধকাব ভবিষ্যত, কত দৃশ্চিন্তা কত দায়িত্ব ওদের, এমন হাস্কা ফাজলামিতে দিন কাটাইলে চলিলে কেন?

বোঁটির নাম, কনকলতা। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিত, তোমার স্বামী কত মাইনে পান?

কনক বলিত, কত আর পাবে, মাছিমারা কেরাণী তো, বেড়ে বেড়ে নম্বইএর মত হয়েছে,—খরচ চলে না দিদি। একটা ছেলে পড়ালে আরও কিছু আসে, আমি বারণ করি,—সারাদিন আঁপিস করে আবার ছেলে পড়াবে না কচু,—কি হবে বেশি টাকা দিয়ে? যা আসে তাই ঢের,—নয়? মাসের শেষে বস্ত টানাটানি পড়ে দিদি, খরচ চলে না।

কনক এমনভাবে কথা বলিত, উন্টাপাল্টা পদ পশ্চিম। বলিত, একা স্বাধীনভাবে সে মহা ক্ষুধাভরে আছে, আবার বলিত একা একা থাকতে ভাল লাগে না দিদি, আত্মীয় স্বজন দু'চারটি কাছে না থাকলে বস্ত যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে,—নয়? শ্যামা বদ্বিত, আনন্দে আহ্লাদে সোহাগে সে ডগমগ, কথা সে বলে না শুধু বকবক করে, ওর কথার কোন অর্থ নাই। কনকের বয়স বোধ হয় ছিল কুড়ি বাইশ বছর, শ্যামা যে বয়সে প্রথম মা হইয়াছিল,—এই বয়সে বোঁটির অবিশ্বাস্য খুকী-ভাবে শ্যামা থ' বনিয়া বাইত, কেমন রাগ হইত শ্যামার। মেয়েমানুষ এমন নির্ভর, এমন নিশ্চিন্ত, এমন আহ্লাদী? এই বুদ্ধি-বিবেচনা লইয়া সংসারে ও টিঁকিবে কি করিয়া? বড়লোকের মেয়ে বুদ্ধি এমনি অসার হয়?

তবু, বিরুদ্ধ সমালোচনা-ভরা শ্যামার মন, কি দিয়া কনক যেন আকর্ষণ করিত। ক্রোড়াক্রুর ধারে ওয়া যখন পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া

হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত কনকের স্বামী যখন তাহাকে শূন্যে তুলিয়া চৌবাচ্চায় একটা চুবানি দিয়া আবার খুঁকে করিয়া ঘরে লইয়া যাইত, খানিক পবে শূন্যে কাপড় পবিষা আসিয়া কনকের কাজের ছন্দে আবার অকাজের ছন্দ মিশিতে থাকিত তখন শ্যামার—কে জানে কি হইত শ্যামার চোখের জল গাল বাহিয়া তাহার মূখেব হাসিতে গড়াইয়া আসিত।

কনকের স্বামী আপিস গেলে সে নীচে নামিয়া বলিত সব দেখে ফেলেছি কনক।

কনকের লজ্জা নাই সে হাসিয়া ফেলিত জ্বালিয়া মাঝে দিদি, আপিস গেলে যেন বাঁচ।

দোতালার ঘরখানা আব ছাদটুকু ছিল শ্যামার গৃহ জিনিসপত্র সহ সে বাস করিত ঘবে বাঁধিত ছাদে একখানা কবোগেটেড টিনের নীচে। পাশে শূন্য নকুডবাবুব ছাদ নয় আশে পাশের আবও ব্যয়ক বাড়ির ছাদ হইতে উদযান্ত শ্যামার সংসারের গতিবিধি দেখা যাইত। প্রথম প্রথম অনেকগুলি কৌতুহলী চোখ দেখিতেও ছাড়িত না যখন তখন ছাদে উঠিয়া নকুডবাবুব বো জিজ্ঞাসা করিত কি কবছ বকুলের মা? শ্যামা বলিত বাঁধছি দিদি— বলিত সংসারের কাজকর্ম কবছি দিদি— কি বাঁধলেন এবেলা? বাঁধিত এবং সংসারের কাজকর্ম করিত শ্যামা আব কিছ করিত না? ধানকলের ধুমোঙ্গাবী চোঙটাব দিকে চাহিয়া থাকিত না? বাহ্যে ছেলেমেয়েবা ঘুমাইয়া পড়িলে জাগিয়া বসিয়া থাকিত না হিসাব করিত না দিন মাস সপ্তাহেব টাকা আনা পরসাব?

উদযান্ত চিন্তাও শ্যামা করিত নিশ্বাসও ফেলিত। জননীকে কেমন যেন নীবস অর্থহীন মনে হইত শ্যামার কাছে। কোথায ছিল এই চাবটি জীব কি সম্পর্ক ওদেব সঙ্গে তাহার অসহায়া স্ত্রীলোক সে মেবদন্ড বাকানো এ ভাব তাব ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে কেন? কিসেব এই অন্ধ মায়া? জগজ্জননী মহামায়া কিসেব ধাঁধায ফেলিয়া তাহাকে দিয়া এত দুঃখ বরণ কবাইতেছেন? দুঃখ কাকে বলে একদিনেব জন্য সে তাহা জানিতে পারিল না তাহার একটা প্রাণ নিঙড়াইয়া চাবটি প্রাণীকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—কেন? কি লাভ তাহার? চোখ বুজিয়া সে যদি আজ কোথাও চলিয়া যাইতে পারিত!—ওরা

দুঃখ পাইবে, না খাইয়া হয়ত মরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? সে তো দেখিতে আসিবে না! পেটের সম্ভানগুলির প্রতি শ্যামা যেন বিশেষ অনুভব করিত,—সব তাহার শত্রু, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ! কি দশা তাহার হইয়াছে ওদের জন্য!

শেষের দিকে শ্যামা আর চালাইতে পারিত না, মাসিক বারো টাকাও এতগুলি মানুষের চলে না। তাই কুড়ি টাকা ভাড়ায় সমস্ত বাড়িটা কনক-লতাকে ছাড়িয়া দিয়া সে বনগাঁও রাখালের আশ্রয়ে চলিয়া আসিয়াছে।

বড় রাস্তা ছাড়িয়া ছোট রাস্তা, পুকুরের ধারে বিঘা পরিমাণ ছোট একটি মাঠ, লাল ইটের একতলা একটি বাড়ি ও কলাবাগানের বেড়ার মধ্যবর্তী দ্ব্যুহাত চওড়া পথ, তারপর রাখালের পাকা ভিত, টিনের দেয়াল ও শগেব ছাউনির বৈঠকখানা। তিনখানা তক্তাপোষ একত্র করিয়া তার উপরে সতরাণি বিছানো আছে। তিন জাতের মানুষের জন্য হুঁকা আছে তিনটি। কাঠের একটা আলমারিতে পুরাতন বিবর্ণ দপ্তর, কাঠের একটি বাজের সামনে শীর্ণকায় টিকিসমেত একজন মূহুরি। রাখালের মূহুরি? নিজে সে সামান্য চাকরি করে, মূহুরি দিয়া তাহার কিসের প্রয়োজন? বাহিরের ঘরখানা দেখিলেই সন্দেহ হয় রাখালের অবস্থা বুঝি খারাপ নয়, অনেকটা উকিল মোস্তাফের কাছারি ঘরের মত তাহার বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পবেই বহিরাঙ্গন, সেখানে দুটা বড় বড় ধানের মরাই। তারপর রাখালের বাসগৃহ, আটদশটি ছোট বড় টিনের ঘরের সমষ্টি, অধিবাসীদের সংখ্যাও বড় কম নয়।

কদিন এখানে বাস করিয়াই শ্যামা বুঝিতে পারিল রাখাল তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছিল, সে দরিদ্র নয়। মধ্যবিত্তও নয়। সে ধনী। চাকরী রাখাল সামান্য মাহিনাতেই করে কিন্তু সে অনেক জমিজমা করিয়াছে, বহু টাকা তাহার স্বেদে খাটে। রাখালের সম্পত্তি ও নগদ টাকার পরিমাণটা অনুমান করা সম্ভব নয়, তবু সে যে উঁচুদের বড়লোক চোখ কান বুজিয়া থাকিলেও তাহা বোঝা যায়। মোটেরগাড়ি, দামি আসবাব, গৃহের রমণীবৃন্দের বিলাসিতার উপকরণ গ্রাম্য গৃহস্থের ধনবস্তুর পরিচয় নয়, তাহাদের অবস্থাকে ঘোষণা করে

পাষ্যের সংখ্যা ধানের মবাই খাতকের ভিড। বাখালের তিনটি জোড়া তন্তুপোষ সকালবেলা খাতকের ভিড়ে ভবিষ্য বাধ।

দেখিয়া শূন্য শ্যামা নিশ্বাস ফেলিল। রাগ ও বিদ্বেষ এবাব যেন তাহাদেব হইল না অনেক অভিজ্ঞতা দিয়া শ্যাম এখন বদ্বিতে পারিষাছে রাখাল একা নষ এমনি জগৎ। এমন কবিষা মিথ্যা বলিতে না জানিলে, হল ও প্রবণনায এমন দক্ষতা না জন্মিলে সকালে উঠিয়া দশ বিশটি খাতকের মদু দেখিবাব সোভাগ্য মানুষেব হয় না। বাখালের দোষ নাই। মানুষেব মাঝে মানুষেব মত মাথা উঁচু কবিবাব একটিমাত্র যে পম্বা আছে তাই সে বাছিষা নিষাছে। রাখাল তো ধর্মযাজক নষ বিবাগী সন্ন্যাসী নষ সে সংসাবী মানুষ, সংসাৰে দশজনে যে ভাবে আত্মোন্নতি কৰে সেও তেমনভাবে অর্থসম্পদ সঞ্চয় কবিষাছে।

শ্যামা সব জানে। বড়লোক হইবাব সমস্ত কলা কৌশল। কেবল স্ত্রীলোক কবিষা ভগবান তাহাকে মাৰিষা রাখিষাছেন।

রাখালের দ্বিতীয় পক্ষেব বৌ সুপ্রভাকে দেখিষা প্রথমে শ্যামা চোখ ফিৰাইতে পাবে নাই। বাখালের দুবাব বিবাহ কবাব কাবণটাও তখন সে বদ্বিতে পাৰিষাছিল। এত বদ্ব দেখিলে মাথাব ঠিক থাকে পুরুষ মানুষেব। একটি ছেলে আব একটি মেয়ে হইষাছে সুপ্রভাব শ্যামা আসিবাব আগে সে নাকি অনেকদিন অসুখেও ভুগিষাছিল তবু এখানে সে ছবিব মত প্রতিমাৰ মত সুন্দরী। এমন সতীন থাকিতে মন্দা যে কেমন কবিষা এখানে গৃহিণীৰ পদটি অধিকাৰ কবিষা আছে, চাৰিদিকে সকলকে হুকুম দিষা বেড়াইতেছে— সুপ্রভাকে পৰ্যন্ত ভাবিষা প্রথমটা শ্যামা আশ্চৰ্য হইষা গিষাছিল। তাৰপৰ সে টের পাইষাছে যতই বদ্ব থাক সুপ্রভাৰ বদ্ব নাই বড় সে বোকা। পদুতুলেব মত সে পৰেব হাতে নড়ে চড়ে সাহস কবিষা যে তাহাব উপৰ কতৃষ কবিতে যায তাবই কতৃষ স্বীকাৰ কৰে একেৰাবে সে মাটিব মানুষ, ঘোৰপ্যাট বোঝে না নিজেব পাওনা গন্ডা বদ্বিষা লইতে জানে না। তবু বাখাল কিনা আজও ছোটবো বলিতে অজ্ঞান, মনে মনে সকলেই সুপ্রভাকে ভয় কৰে এ বাড়িতে আদৰেব তাহাব সীমা নাই। সুপ্রভা প্রভুষ কবাব চেবে নিৰ্ভর কবিতেই ভালবাসে বেশি, আদৰ পাওঘাটাই তাৰ জীবনে সব চেবে বড়

প্রাপ্য। মন্দার গৃহিণীপনার ভিত্তিও ওইখানেই,—সুপ্রভাকে সে নরনের মণি করিয়া রাখিয়াছে। কে বলিবে সুপ্রভা তাহার সতীন? স্নেহে ষণ্ডে সুপ্রভার দিনগুলিকে সে ভরাট করিয়া রাখে, নিজের হাতে সে সুপ্রভাকে সাজায়, সুপ্রভার ঘরখানা সাজায়, সুপ্রভার শয্যা রচনা করিয়া দেয়, সতীনের প্রতি স্বামীর গভীর ভালবাসাকে হাসিমুখে গ্রহণ করে।

সতীনের সংসারেও তাই এখানে কলহ-বিবাদ মান-অভিমান মন-কষাকষি নাই। মন্দা ভুলিয়া গিয়াছে সে বধু। এই মূল্য দিয়া সে হইয়াছে গৃহিণী।

কলিকাতার চেয়ে ঢের বেশি সুখেই শ্যামা এখানে বাস করিতে লাগিল। পরের বাড়ি পরের আশ্রয়ে থাকিবার একটু যা লজ্জা। এখানে আঁসিবার আগে শ্যামা ভাবিয়াছিল এমন নিব্দুপাষ হইয়া আত্মীয়ের বাড়ি বাইতেছে, পদে পদে কত অপমান সেখানে না জানি তাহার জুড়িবে, এখানে কিছুদিন ভয়ে ভয়ে থাকিবার পর দেখিল গড়ে পড়িয়া অপমান কেহ করে না, সে যে এখানে আশ্রিতা সময়ে অসময়ে সেটা মনে করাইয়া দিবারও কেহ এখানে নাই, মানাইয়া চলিতে পারিলে এখানে বাস করা কঠিন নয়।

এখানকার গ্রাম্য আবহাওয়াটিও শ্যামাব বেশ লাগিল। শহরতলীর যে বাড়িতে বিবাহের পর হঠাৎ এককাল সে বাস করিয়াছিল সেখানটা শহবেব মত ঘিঞ্জি নয়, তবু সেখানে তাহারা যেন বন্দী-জীবন যাপন করিত, ইংটেব অরণ্যের মধ্যে প্রকৃতির যেটুকু প্রকাশ ছিল তা যেন শহরের পার্কেব মত ছেলে-ভুলানো ব্যাপার। তাছাড়া, সেখানে তাহারা ছিল কুণে, ঘবের কোণে নিজেদের লইয়া থাকিত, প্রতিবেশী থাকিয়াও ছিল না। এখানে জীবনের সঙ্গে জীবনের বড় নিবিড় মেশামিশ। মিতালি যেখানে নাই সেখানেও অজস্র মেলামেশা আছে, সহজ বাস্তব মেলামেশা, শহরের মেলামেশার মত কোমল ও কৃত্রিম নয়, খাঁটি জিনিস। শ্যামার ছেলেমেয়েরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এখানে তাহারা প্রকাণ্ড অঙ্গন পাইয়াছে, বাগান পাইয়াছে, খেলা-মাটিতে খেলা করার সুযোগ পাইয়াছে, আর পাইয়াছে সঙ্গী। বাড়িতেই শ্যামার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের সাথী আছে, বিধানের জন্মের সময় মন্দা যে কোলের ছেলেটিকে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল তার নাম অঙ্গর, সকলে



অজ্ঞ বালিকা ডাকে, বিধানের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। অজ্ঞ এক-  
ক্লাশ নিচে পড়ে। পড়াশোনায বিধান বড় ভাল, মন্দার ছেলেদের মাস্টার  
একদিন বিধানকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এই বাথ দিয়াছেন। মন্দা জানিয়া খুশি  
হইয়াছে বিধান কলিকাতায় ছেলে বালিকা অজ্ঞের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতার  
মন্দার যেটুকু ভয় ছিল মাস্টারের মন্তব্য শোনার পর আর তাহা নাই।

সুপ্রভা বকুলকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে।

বলে, কি মেয়ে আপনার বৌদিদি দিবে দিন মেয়েটা আমাকে দেবেন?

বলে মোষ বলে ওকে কিছু শেখাচ্ছেন না এতো ভাল কথা নয়?  
আজকালকার দিনে লেখাপড়া গানটান না জানলে বে নেবে মেয়েকে? একটু  
একটু সব শেখাতে হবে ঠাকুরবি।

সুপ্রভাই উদ্যোগ করিয়া বকুলকে মেবেস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল,  
বালিল স্কুলের মাহিনা সেই দিবে। গানটান শিখাইবার যখন উপায় নাই,  
লেখাপড়াই একটু শিখুক। বকুলকে সে যত্ন করে লুকাইয়া ভাল জিনিস  
খাইতে দেয় যে সব জিনিস শুধু মন্দা ও তাব ছেলেমেয়ের জন্য ববান্দ।  
বিগু এব। বকুল ওসব খাইতে চায় না বলে দাদাকে দাও, ভাইকে দাও?  
সুপ্রভা তাতে বড় খুশি হয়। কি নিস্বার্থপর মেয়েটার মন? যেমন দেখিতে  
সুন্দর তেমনি মিষ্টি স্বভাব ও যেন বাজবাণী হয় ভগবান।

বাজবাণী, এতবার সুপ্রভা এই আশীর্বাদের পুনরাবৃত্তি করে কেন,  
বকুলকে বাজবাণী করিতে এত তাহার উৎসাহ কিসে? বাজবাণী হওয়ার  
সখ ছিল নাকি সুপ্রভাব মনে সেই স্কোড বহিয়া গিয়াছে? কিছু বৃক্ষিবাব  
উপায় নাই। সুপ্রভাকে অসুখী মনে হয় কদাচিত্। চুপচাপ বসিয়া সে অনেক  
সময়ই থাকে সেটা তাব স্বভাব মত তাহার সব সময় বিষম দেখায় না,  
চোখে তাহার সব সময় ঘনাইয়া আসে না উৎসুক দিবা-স্বপ্নাতুবাব দৃষ্টি। তবু  
শ্যামা মাঝে মাঝে সন্দেহ করে। অত যাব বৃপ সে কি একেবারেই নিজের মূল্য  
জানে না, কুমারী জীবনে আশা কি সে করে নাই কল্পনা কি তাব ছিল না?  
বুড়া বয়সে বাথাল যখন তাহাকে বিবাহ করিয়া তিন পুত্রের জননী  
সত্যনের সংসারে আনিয়াছিল গোপনে সে কি দু'এক বিস্ময় অশ্রুপাত  
করে নাই?

বাড়ি ভাড়াব কুড়িটা টাকা নিষ্পত্তি আছে। দু'মাস টাকা পাঠাইয়া কনক একবার শ্যামাকে একখানা পত্র লিখিল। পাশে কোন বাড়িতে বিদ্যুত্তের আলো নেওয়া হইতেছে, দেখিয়া কনকের মন জাগিয়াছে তাবও বিদ্যুত্তের আলো চাই। বাড়িটা তাদের পছন্দ হইয়াছে স্থায়ীভাবে তাবা ওখানে রহিয়া গেল, এক কাজ করিলে হয় না দিদি? খবচপত্র করিয়া তারা বিদ্যুৎ আনাক' মাসে মাসে বাড়ি ভাড়াব টাকার সেটা শোধ হইবে? এই পত্র পাইয়া শ্যামা বড় চিন্তায় পড়িয়া গেল। এখানে তাহাব নানা রকম খবচ আছে স্কুলের মাহিনা, জামাকাপড় এসব তাহাকেই দিতে হয় এটা ওটা খুচরা খরচও আছে অনেক বাড়িভাড়াব টাকা না আসিলে সে করিবে কি? অথচ বিদ্যুৎ আনিতে না দিলে ওরা যদি অন্য বাড়িতে উঠিয়া যায়? সঙ্গে সঙ্গে আবার কি ভাড়াটে মিলিবে? শেষে শ্যামা মিনতি করিয়া কনককে চিঠি লিখিল। লিখিল ওই কুড়িটা টাকা তাহাব সম্বল ওই টাকা করিটার জোরে সে পরের বাড়ি পড়িয়া আছে বাড়িতে বিদ্যুৎ আনিবার তার ক্ষমতা কই? শ্যামা যে কি দুঃখ পড়িয়াছে কনক যদি তাহা জানিত—

এ চিঠি ডাকে দিবারও প্রযোজন হইল না, কনকলতাব স্বামী'ব নিকট হইতে সবিনয় নিবেদন ভনিতার আর একখানা পত্র আসিল শ্যামার বাড়ি হইতে আপিস যাতায়াত কবা বড়ই অসুবিধা একটা ভাল বাড়ি পাওয়া গিয়াছে শহরের মধ্যে ইংরাজি মাসটা কাবাব হইলে তাহারা উঠিয়া যাইবে। কলিকাতার কেবাণী-ভাড়াটের বাসা বদলানো বোগেব খবর তো শ্যামা জানিত না, তাহাব মন্থ শূকাইয়া গেল। কনকলতার উপর রাগ ও অভিমানের তাহাব সীমা রহিল না। শ্যামাব সঙ্গে না তাহাব অত ভাব হইয়াছিল দুঃখের কথা বলিতে বলিতে শ্যামাব চোখে জল আসিলে সে না সন্মুখ দিয়া বলিত ভেণো মা দিদি ভগবান মন্থ তুলে চাইবেন? শ্যামা কত নিবদ'পাষ সে তাহা জানে, কলিকাতার বাড়িভাড়া করিয়াই সে থাকিবে তবু শ্যামাব বাড়িতে থাকিবে না। এতকাল অসুবিধা ছিল না, আজ হঠাৎ অসুবিধা হইয়া গেল?

বাখালকে চিঠিখানা দেখাইয়া শ্যামা বলিল, ঠাকুরজামাই, এবাব কি হবে? কুড়িটে করে টাকা পাচ্ছিলাম, ভগবান তাতেও বাদ সাধলেন।

রাখাল বলিল, আহা, কলকাতার কি আর ভাড়াটে নেই। থাক না ওবা,

ফের ভাড়াটে আসবে,—ওপরে একখানা নিচে তিনখানা ঘর, কুড়ি টাকার ও-বাড়ি লুপে নেবে না? পাড়ার কাউকে চিঠি দাও না?

হারান ডাক্তারকে শ্যামা একখানা পত্র লিখিয়া দিল। হারান জবাব দিল, ভয় নাই, বাড়ি শ্যামার খালি থাকিবে না, দু'এক মাসের মধ্যে আবার অবশ্যই ভাড়াটে জুটিবে।

ইংরাজি মাসের পাঁচ ছয় তারিখে শ্যামা ভাড়ার টাকার মণিঅর্ডার পাইত, এবার দশ তারিখ হইয়া গেল টাকা আসিল না। কনকলতারা কোথায় উঠিয়া গিয়াছে শ্যামা জানিত না, নিজের বাড়ির ঠিকানাতেই সে তাগিদ দিয়া চিঠি লিখিল, ভাবিল, পোস্টোপিসে ওরা কি আর ঠিকানা রাখিয়া যায় নাই? এ পত্রের কোন জবাব শ্যামা পাইল না।

মন্দা বলিল, দিচ্ছে ভাড়া! এতকাল যে দিয়েছিল তাই ভাগিয়া বলে জেনো বো! কলকাতার লোকে বাড়ি ভাড়া দেয় নাকি? একমাস দু'মাস দেয়, তারপর ষা'দিন পারে থেকে অন্য বাড়িতে উঠে যায়,—কর ভাড়া আদায় মোকদ্দমা করে!

শ্যামা বিবর্ণ মুখে বলিল, আমার যে একটি পয়সা নেই ঠাকুরাকি? আমি যে ওই কটা টাকার ভরসা করছিলাম?

মন্দা বলিল, জলে তো পড়নি?

তারপর বলিল, বাড়িটা বেচে দিলেই তো পার বো? এত কষ্ট সেরে ও বাড়ি রেখে করবে কি? থাকতেও তো পারছ না নিজে? টাকাটা হাতে এলে বরং লাগবে কাজে,—তারপর কপালে থাকে বাড়ি আবার হবে, না থাকে হবে না! দাদা বোরিয়ে এসে কিছু একটা করবে নিশ্চয়। নাও যদি করে বো, ছেলে তো উপযুক্ত হয়ে উঠবে তোমার বাড়ির টাকা শেষ হতে হতে,—তখন আর তোমার দুঃখ কিসের?

দুঃখখানা মন্দা ম্লান করিয়া আনিল, দুঃখের সঙ্গে বলিল, ও বাড়ি বেচতে বলতে আমার ভাল লাগছে ভেবো না বো,—আমার বাপের ভিত্তে তো। কিন্তু কি করবে বল? নিরুপায় হলে মানুষকে সব করতে হয়।

বাড়িটা বিক্রয় করিয়া ফেলার কথা শ্যামা ভাবিতেও পারে না। একটা বাড়ি না থাকিলে মানুষের থাকিল কি? দেশে একটা ভিটা থাকিলেও

শহরতলীর ওই বাড়িটা সে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু দেশ পর্যন্ত কি শ্যামার আছে। যে গ্রামে সে জন্মিয়াছিল তার কথা ভাল করিয়া মনেও নাই। মামার ভিটেখানা নিজের মনে করিয়াছিল, বেচিয়া দিয়া মামা নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। স্বামীর ওই একরক্মি বাড়টুকু সে পাইয়াছে, বৃকের রক্ত জল করা টাকায় বাড়ির সংস্কার করিয়াছে, আজ তাও সে বিক্রি করিয়া দিবে? ও বাড়ির ঘরে ঘরে জমা হইয়া আছে তাহার বাইশ বছরের জীবন, ওইখানে সে ছিল বধূ, ছিল জননী, চারটি সন্তানকে প্রসব করিয়া ওইখানে সে বড় করিয়াছে, ও-বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁট যে তাব চেনা, দেয়ালের কোথায় কোন পেরেকের গর্তে কবে সে চুন লেপিয়া দিয়াছিল তাও যে তাব স্মরণ আছে। পরের হাতে বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া আসিতে তার মন যে কেমন কঁবিয়াছিল, জগতে কে তা জানিবে। তার, ও-বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁটেব জন্য শ্যামার যে অপত্য স্নেহ।

অথচ এদিকেও আর চলে না। নাই বলিয়া শ্যামাব হাতে কিছুই যে নাই অপরে তাহা বিশ্বাস করে না, শ্যামাও মৃদু ফুটিয়া বলিতে পাবে না বকুলের জমানো একটি চকচকে আধূলি ছাড়া আর একটি তামার পয়সাও তাহার নাই। মাসকাবাবে সূপ্রভা গোপনে বিধানের স্কুলের মাইনটা দিয়া দিল, চাহিলে সূপ্রভার কাছে আরও কিছু হয়ত পাওয়া যাইত, শ্যামাব চাহিতে লজ্জা করিল। -এবার বড় শীত পড়িয়াছে। বিধানের গরম জামা গতবার ছোট হইয়া গিয়াছিল, ছেলেটা হু হু করিয়া বড় হইয়া উঠিতেছে, এ-বছর নতুন একটা জামা কিনিয়া দিতে পারিলে ভাল হইত। আলোয়ানটাও তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ওদের বেশ-ভূষা চাহিয়া দেখিতে শ্যামাব চোখে জল আসে। বাড়িবাব মৃদুে বছর বছর ওদের পোষাক বদলানো দরকার, পুরানো সেলাই-কবা আঁটো জামা পবিয়া ওদের ভিখারি সন্তানের মত দেখায়, শূঁধু সাবান দিয়া জামাকাপড়গুলি আব যেন সাফ হইতে চায় না, কেমন লালচে রঙ ধরিয়া যায়। পূজার সময় রাখাল ওদের একখানি করিয়া তাঁতের কাপড় দিয়াছিল, মানাইয়া পরা চলে এমন জামা নাই বলিয়া বিধান লজ্জায় সে কাপড় একদিনও পরে নাই।

মনটা শ্যামা ঠিক করিতে পারে না। মন্দার কথাগুলি মনের মধ্যে

ঘুরিতে থাকে। বাখালের সঙ্গে একদিন সে এ বিষয়ে পরামর্শ করিল। রাখালও বাড়িটা বিক্রি করার পবামর্শই দিল। বলিল, বাড়িভাড়া দিবাব হাল্কা কি সহজ। অর্ধেক বছর বাড়ি হয়ত খালিই পড়িয়া থাকিবে, ভাড়াটে জুটিলেও ভাড়া যে নির্মামত পাওয়া যাইবে তাবও কান মানে নাই, একেবারে না পাওয়াও অসম্ভব নয়। তারপব বাড়ি পিছনে খরচ নাই? পুৱানো বাড়ি, মাঝে মাঝে মেবামত কবিতে হইবে, বছর বছর চুনকাম কবিয়া না দিলে ভাড়াটে থাকিবে না—ড্রেন নেওয়া হইয়াছে শ্যামাব বাড়িতে? এবাব হয়ত ড্রেন না লইলে কর্পোরেশন ছাড়িবে না, সে অনেক খবচের কথা, শ্যামা কোথা হইতে খরচ করিবে?

বাড়ি পোষা হাতী পোষাব সমান বৌঠান, বাড়ি তুমি ছেড়ে দাও।

বিধান বাত প্রায় এগাবোটা অবধি পড়ে, বকুল মণি ওরা ঘুমাইয়া পড়ে অনেক আগে। সেদিন বাত্রে শ্যামা বিধানকে বলিল খোকা সবাই যে বাড়ি বিক্রি কবে দিতে বলছে বাবা?

বিধানের সঙ্গে শ্যামা আজকাল নানা বিষয়ে পরামর্শ করে, ভবিষ্যতের কত জল্পনা কল্পনা যে তাদের চলে তাহাব অন্ত নাই। বিধান বলে, বড় হইবা সে মস্ত চাকরি কবিলে তাবপব শঙ্কবেব মত একটা মোটব কিনিবে। শঙ্করের মোটব? শীতলের জেল হইবাব পব শঙ্কবেব মোটবে তাব যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল সে অপমান বিধান কি মনে কবিয়া রাখিয়াছে? বাত জাগিবা তাই এত ওব পড়াশোনা? শীতলের কথা বিধান কখনো বলে না। পড়া শেষ কবিয়া ছেলে শুইতে আসিলে শ্যামা কতদিন প্রতীক্ষা কবিয়াছে, চুপি চুপি বিধান হয়ত জিজ্ঞাসা কবিবে, বাবা কবে ছাড়া পাবে মা? কিন্তু কোনদিন বিধান এ প্রশ্ন কবে না। যে তীর অভিমান ওব হয়ত বাপের জেল হওয়ার লজ্জা ওকে মূক কবিয়া বাখে পবেব বাড়ি তাবা যে এভাবে পড়িয়া আছে, এজন্য বাপকে দোষী করিবা মনে হয়ত ও নালিশ পুৱিবা রাখিয়াছে।

আলোটা নিভাইয়া শ্যামা বিধানের মাথার কাছে লেপেব মধ্যে পা চুকাইবা বসে। একপাশে ঘুমাইয়া আছে বকুল মণি ও ফণী এপাশে অবোধ বালক বৃকে স্কোড ও লজ্জা পুৱিবা এত বাত্রে জাগিবা আছে। শ্যামা ছেলের বৃকে একখানা হাত রাখে। বেড়ার ফুটা দিবা জ্যোৎস্নাব কতকগুলি রেখা

ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানে শিয়ালগুলি ডাক দিয়া নীরব হইল। বেড়ার ব্যবধান পার হইয়া পাশের ঘরে রাখালের মামাতো বোন রাজ-বালাব স্বামীর সঙ্গে ফিস ফিস কথা শোনা যায়, রাজবালার স্বামী আদালতে পঁচিশ টাকায় চাকরী করে। পঁচিশ টাকায় অত ফিস ফিস কথা? শ্যামার স্বামী মাসে তিনশ' টাকাও রোজগার করিয়াছে, নিজের বাড়িতে নিজের পাকা শয়নঘরে স্বামীর সঙ্গে অত কথা শ্যামা বলে নাই।—আর ওই চাপা হাসি? শ্যামা শিহরিয়া ওঠে।

কদিন পরে শ্যামার বাড়ি-বিকল্প-সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। হারান ডাক্তার মণিঅর্ডারে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিলেন, বাড়িতে তিনি নূতন ভাড়াটে আনিয়াছেন, তাঁর পরিচিত লোক। ভাড়া আদায় করিয়া মাসে মাসে তিনিই শ্যামাকে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্যামার মূখে হাসি ফুটিল। পঁচিশ টাকা? পঁচিশ টাকা ভাড়া বাড়িয়াছে? এখন তাহার রাজবালার স্বামীর সমান উপার্জন! কপাল হইতে কয়েকটা দৃষ্টিস্তর চিহ্ন এবার মুছিয়া ফেলা চলে।

মাসখানেক পরে একদিন সকালে কোথা হইতে শঙ্কর আসিয়া হাজির। গারে রেক্সারের কোট, তলার স্ট্রাইপ দেওয়া সাট, পরণে শান্তিপদে খুঁতি, পারে মোজা,—কলিকাতার বোঝা যাইত না, এখানে তাহাকে শ্যামার ভারি ব্যবদ মনে হইল, রাখালেব এই বাড়িতে। শ্যামা রাঁধিতেছিল, পরণের কাপড়খানা তাহার ছেঁড়া হলদুমাখা, হাতে দুটি শাঁখা ছাড়া কিছু নাই। কলিকাতা হইতে কে একটি ছেলে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে শুনিয়া সে কি ভাবিতে পারিয়াছিল সে শঙ্কর! শঙ্কর কেন বনগাঁ আসিবে?

শ্যামাকে শঙ্কর প্রণাম করিল। শ্যামার গর্বেব সীমা রহিল না। মোটা হলদুমাখা ছেঁড়া কাপড় পরণে? কি হইয়াছে তাহাতে! সদ্‌প্রভা, মন্দা, রাজবালা সকলের কোতুলকী দৃষ্টির সামনে রাজপদে প্রণাম তো করিল তাহাকে! খুঁসি হইয়া শ্যামা বলিল, ষাট ষাট বেঁচে থাক বাবা, বিদ্যাদিগ্‌গজ হও! কি আবেগ শ্যামার আশীর্বচনে! শঙ্করের মুখ লজ্জার রাঙা হইয়া গেল।

তারপর শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, বনগাঁ এসেছ কেন শঙ্কর?

শঙ্কর বলিল, টেনিস খেলতে এসেছি মাসিমা, এখানকার স্কুলের সঙ্গে আমাদের স্কুলের ম্যাচ।

শ্যামা, বিধান, মণি সকলেই শঙ্করকে দেখিয়া খুঁসি হইয়াছে। অভিমান করিয়াছে বকুল। পূজোর সময় আসব বলে এখন বাড়ি এলেন, বলিয়া সে মূখ ভার করিয়া আছে। কবে শঙ্কর বকুলের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল পূজোর সময় সে বনগাঁ আসিবে সে খবর কেহ রাখিত না, বকুলের কথার বড়রা হাসে, শঙ্কর শ্যামার দিকে চাহিয়া সলসল ভাবে কৈফিয়ৎ দিয়া বলে, পূজোর সময় মধুপূর গেলাম যে আমরা!—তাকে চিঠি লিখিনি বিধান সেখানে থেকে?

বকুল অর্ধেক ঝগা করিয়া বলে, তোমার জিনিসপত্র কই?

শঙ্কর বলে, বোর্ডিংএ আমাদের থাকতে দিয়েছে, সেখানে রেখেছি।

বকুল বলে, বোর্ডিং কি জেনো, আমাদের বাড়ি থাক না?

শঙ্কর মূখ নিচু করিয়া একটু হাসে। শ্যামা তাকার মন্দার দিকে। শঙ্করকে এখানে থাকার নিমন্ত্রণ জানায় কিন্তু সুপ্রভা! প্রথমে শঙ্কর রাজি হয় না, ভদ্রতার ফাঁকা ওজর করে। কলিকাতার ছেলে সে, ওসব কায়দা তার দূরস্ত। শেষে সুপ্রভার হাসি ও মিষ্টি কথার কাছে পরাজয় মানিয়া সে আত্মীয় স্বীকার করে। লজ্জার যে আবরণটি লইয়া সে এ-বাড়িতে ঢুকিয়াছিল ক্রমে ক্রমে তাহা খসিয়া যায়, কান্দ ও কালদুর সঙ্গে তাহার ভাব হয়, বিধানের পড়ার ঘরে খানিক হৈ-ঠে করিয়া উঠানে তাহারা মার্বেল খেলে, তারপর স্কুলের বেলা হইলে সকলে স্নান করিতে যায় পুকুরে। শ্যামা বারণ করিয়া বলে, সাঁতার জান না, তুমি পুকুরে যেও না শঙ্কর। জল তুলে এনে দিক, তুমি ঘরে স্নান কর।

শঙ্কর বলিয়া যায়, বেশি জলে যাব না মাসিমা।

তবু শ্যামার বড় ভয় করে। বিধান, বকুল, মণি এরা সাঁতার শিখিয়াছে, কান্দ ও কান্দ তো পাকা সাঁতারু, পুকুরের জল তোলপাড় করিয়া ওয়া স্নান করিবে; উৎসাহের মাধ্যম শঙ্করের কি খেলাল থাকিবে সে সাঁতার জানে না? বাড়ির একজন চাকরকে সে পুকুরে পাঠাইয়া দেয়। খানিক পরে হৈ-ঠে

করিতে করিতে সকলে ফিরিয়া আসে, শঙ্কর আসে বিধান ও চাকরটার গারে 'ভর দিয়া এক পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে। শ্যামকে না কিসে শঙ্করের পা কাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

বকুল দরন্ত দঃসাহসী মেয়ে, বকিলে, মারিলে, বাথা পাইলে সে কাঁদে না কিন্তু রক্ত দেখিলে সে ভয় পায়, খুলা-কাদা ধুইয়া শ্যামা বতরুণ শঙ্করের পা বাঁধিয়া দেয় সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

মন্দা ধমক দিয়া বলে, তোর পা কেটেছে নাকি, তুই অত কাঁদছিস কি জন্য? কেঁদে মেয়ে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন!

শঙ্কর বলে, কেঁদো না বন্ধু, বেশি কার্টেন তো।

আগে বিধান হয়ত শঙ্করের জন্য অনায়াসে সাতদিন স্কুল কামাই করিত, এখন পড়াশোনার চেয়ে বড় তাহাব কাছে কিছ্ নাই, সে স্কুলে চলিয়া গেল। কান্দ ও কাল্দ কোন উপলক্ষে স্কুল কামাই করিতে পারিলে বাঁচে, অতিথির তর্ঘ্বের জন্য বাড়িতে থাকিতে তারা রাজি ছিল, মন্দার জন্য পারিল না। স্কুলে গেল না শ্ৰদ্ধ বকুল। সারা দৃপ্তের এক মূহুর্তের জন্য সে শঙ্করের সঙ্গে ছাড়িল না। এ যেন তার বাড়ি-ঘর, শঙ্কর যেন তারই অতিথি, সে ছাড়া আব কে শঙ্করকে আপ্যায়িত করিবে? ফণীকে ঘুম পাড়াইয়া ভাহার অবিশ্রাম বকুনি শুনিতে শুনিতে শ্যামার চোখও ঘুমে জড়াইয়া আসে,—বকুলের মূখে যেন ঘুমপাড়ানি গান। বাড়ির কারোর সঙ্গে ও-মেয়েটার মেহের আদান-প্রদান নাই, কারো সোহাগ-মমতায় ও ধরা-ছোঁরা ভের না, অনুগ্রহের মত করিয়া সুপ্রভার ভালবাসাকে একটু যা গ্রহণ করে, শঙ্করের সঙ্গে এত ওর ভাব হইল কিসে, পরের ছেলে শঙ্কর? এক তার পাগল ছেলে বিধান, আর এক পাগলী মেয়ে বকুল,—মন ওদের বন্ধিবার বো নাই। শ্যামা যে এত করে মেয়েটার জন্য, দৃ' মিনিট ওব অস্বস্ত অনর্গল বাণী শুনবার জন্য লুপ্ত হইয়া থাকে, কই শ্যামার সঙ্গে কথা তো বকুল বলে না? কাছে টানিয়া আদর করিতে গেলে মেয়ে ছটফট করে, জননীর দৃ'টি মেল-বাকুল বাহু যেন ওকে দাঁড় দিয়া বাঁধে। জগতে কে কবে এমন মেয়ে দেখিয়াছে?

শ্যামা একটা হাই তোলে। জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ শঙ্কর, আমাদেব



বাড়ির দিকে কখনো যাও টাও বাবা ' হাবাণ ডাক্তার ভাড়াটে এসে দিলেন  
তাব নামটাও জানিনে।

শঙ্কর বলে, ভাড়াটে কই কেউ আসেনি তো ' সদব দরজার তাল  
বন্ধ।

শ্যামা হাসিল তুমি জান না শঙ্কর এৰ মাসেৰ ওপোৰ ভাড়াটে  
এসেছে প'চিশ টাকা ভাড়া দিবেছে ও'দিকে তুমি যাওনি কখনো।

শঙ্কর বলে না মাসীমা আপনাদেব বাড়ি খালি পড়ে আছে কেউ  
নই বাড়িতে। জানালা কপাট বন্ধ সামনে বাড়িভাড়ার নোটিশ ঝুলছে—  
আমি কান্দিন দেখেছি।

শ্যামা অবাক হইয়া বলে তবে কি ভাড়াটে উঠে গেল '

আপনি যাদেব ভাড়া দিবেছিলেন তাবা যাবাব পৰ কেউ আসেনি  
মাসীমা। আমি যাই যে মাঝে মাঝে নকুড় বাব্দর বাড়ি আমি জানিনে '—  
শঙ্কর হাস ভাড়াটে এলে কি বাইবে তালা দিয়ে লুকিবে থাকত '

হাবাণ তবে ছুতা কবিয়া তাহাকে অর্থ-সাহায্য কবিতোছে ' হাবাণেব  
কাছে কোনদিন টাকা সে চাহে নাই কেবল ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়া উপলক্ষে  
হাবাণকে সেই যে সে চিঠি লিখিয়াছিল সেই চিঠিতে দুঃখেব কাঁদনি  
গাহিয়াছিল অনেক। তাই পড়িয়া হাবাণ তাহাকে প'চিশ টাকা পাঠাইয়া  
দিয়াছে যতদিন বাড়িতে তাহাব ভাড়াটে না আসে মাসে মাসে নিজেই  
তাহাকে এই টাকাটা দেওয়া ঠিক করিয়াছে হাবাণ ' সংসাবে আত্মীয় পৰ  
সতাই চেনা যায় না। শ্যামা কে হাবাণেব ' শ্যামাব মত দুঃখিনীৰ সংশ্রবে  
হাবাণকে সৰ্বদা আসিতে হয় শ্যামাব জন্য এত তাব মমতা হইল কেন '

তিন দিন পৰে শঙ্কর কলিকাতা চলিয়া গেল। এই তিন দিন সে ভাল  
কবিয়া হাঁটিতে পারে নাই ঘবেব মধ্যে 'স বন্দী হইয়া থাকিয়াছে। মজা  
হইয়াছে বকুলেব। বাড়িব ছেলেবা বাহিরে চলিয়া গেলে একা সে শঙ্করকে  
দখল করিতে পারিয়াছে। শঙ্কর চলিয়া গেলে কদিন বকুল মনমবা হইয়া  
বহিল।

তিন চার দিন পৰে হারাণের মণিঅর্ডার আসিল। সেই করিয়া টাকা  
নেওয়ার সময় শ্যামাব মনে হইল গভীর ও গোপন একটি মমতা দ্ব্য হইতে

তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে, স্বার্থ ও বিদ্বেষ ভরা এই জগতে যার তুলনা নাই। দুঃখের দিনে কোথায় রহিল সেই বিস্ময়প্রসূ, স্বামীর পাপের ছাপ মারা সন্তান গর্ভে লইয়া একদিন যে ভিত্তিহীন মত জননী শ্যামার সখ্য চাহিয়াছিল? যার এক মাসের পেট্রোল খরচ পাইলে সন্তানসহ শ্যামা দুঃমাস বাঁচিয়া থাকিতে পারিত?

টাকার প্রাপ্তিসংবাদ দিয়া হারাণকে সে একখানা পত্র লিখিল। হারাণের ছল যে সে ধরিতে পারিয়াছে সে সব কিছু লিখিল না, লিখিল আর জন্মে সে বোধ হয় হারাণের মেয়ে ছিল, হারাণ তার জন্য যা করিয়াছে এবং করিতেছে জীবনে কখনো কি শ্যামা তাহা ভুলিবে। এমনি আবেগপূর্ণ অনেক কথাই শ্যামা লিখিল।

হারাণ জবাবও দিল না।

না দিক্। শ্যামা তো তাহাকে চিনিয়াছে। শ্যামার দুঃখ নাই।

শীতলেব সঙ্গে শ্যামার ষোগসূত্র শীতলের কন্ডে হওয়ার গোড়াতেই ছিল হইয়া গিয়াছিল, জেলে গিয়া কখনো সে শীতলেব সঙ্গে দেখা করে নাই, চিঠিপত্রও লেখে নাই। কোথায় কোন জেলে শীতল আছে তাও শ্যামা জানে না। আগে জানিবার ইচ্ছাও হইত না। এখন শীতলেব ছাড়া পাওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে। সে কোথায় আছে, কবে খালাস পাইবে মাঝে মাঝে শ্যামার জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু জানিবার চেষ্টা সে করে না। শীতলকে কাছে পাইবার বিশেষ আগ্রহ শ্যামার নাই। সব সময় সে যে স্বামীর উপর রাগ ও বিদ্বেষ অনুভব করে তাহা নয়, বরং কোথায় লোহার শিকের অন্তরালে পাথর ভাসিয়া সে মরিতেছে ভাবিয়া সময় সময় মমতাই সে বোধ করে, তবু মনে তাহার কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গিয়াছে শীতল ফিরিয়া আসিলে আবার সে দারুণ কোন বিপদে পড়িবে। তা ছাড়া ব্যস্ত হইয়া লাভ কি? ছাড়া পাইলে স্বাী পদ্যকে শীতল খুঁজিয়া লইবে নাকি?

বেশ শাস্তিতে আছে সে। নাইবা রহিল তাহার নিজের বাড়িতে থাকিবার আনন্দ, আর্থিক স্বচ্ছন্দতার সুখ? এখানে ছেলেমেয়েদের শরীর ভাল আছে, বিধানের অকৃত পড়াশোনার ফল ফলিতেছে, স্কুলের হেডমাষ্টার নিজে রাখালকে বলিয়াছেন বিধানের মত ছেলে ক্রাসে দাঁটি নাই। শ্যামা

আবাব আশা কৰিতে পাবে, খুসৰ ভবিষ্যতে আবাব বঙেৰ ছাপ লাগিতে থাকে। নাইবা রহিল তাহাব স্বামীৰ নিকট আশা ভৰসা, একদিন ছেলে তাহাকে সুখী কৰিবে।

কেবল, পিডিয়া পিডিয়া বিধান বোণা হইয়া : ইতেছে, এত ও বাত জাগিয়া পড়ে। যেমন পৰিশ্রম কৰে তেমন খাওয়া ছেলেটা পায় না। পৰেব বাঙিতে কেইবা হিসাব কৰে যে একটা ছেলে দিবাবাণি খাটিতেছে একটু ওব ভলমত খাওয়া পাওয়া দবকাব, দুধ যিব প্ৰযোজন ওব সবচেয়ে বেশি? শ্যামা কি কৰিবে? চাহিয়া চিন্তিয়া চুৰি কৰিবা যতটা পাবে ভাল জিনিস বিধানকে খাওয়া, কিন্তু বেশি বাডাবাণি কৰিতে সাহস পায় না। এ আশ্ৰয় ঘৰ্চাচৰা গেলে তাব তো উপায় থাকিবে না।

মন্দা যখন চে'চামোঁচ কৰিতে থাকে : এ'কি কাণ্ড বাবা এ বাডিব, জুতব বাণি নাকি এটা সন্দেশ কৰে পাথৰেব বাটি ভবে বাখলাম বাটি অৰ্থক হ'ল কি কৰে? এ কাজ মান্দুৰেব বড় মান্দুৰেব, বিডেলেও নেয় নি, ছেলেপিলাও খাৰনি—নিষে দিবি আবাব থাপবে থুপবে সমান কৰে বাখাব ব'ন্ধি ছেলেপিলাৰ হবে না :- শ্যামাব বৃকেব মধ্যে তখন টিপ টিপ কৰে। অৰ্থক? অৰ্থক তো সে নেয় নাই। যৎসামান্য নিযাছে। মন্দা টেব পাইল কেমন কৰিবা?

সুপ্রভা বলে, অমন কৰে বোলো না দিদি, লক্ষ্মী -যে নিষেছে খাবাব জিনিস নিষেছে তো বড় লজ্জা পাবে দিদি।

মন্দা বলে তুই অবাক কৰালি বোন চোব লজ্জা পাবে বলে বলতে পাবব না চুৰিব কথা?

সুপ্রভা মিনতি কৰিবা বলে বলে আব লাভ কি দিদি? এবাব থেকে সাবধানে বেথো।

তবু শ্যামা পৰিশ্রমী সন্তানেব জন্য খাদ্য চুৰি কৰে। দুধ জ্বাল দিতে গিবা সুৰোগ পাইলেই দুধে সবে খানিকটা লুকাইবা ফালে, দুধ গৰম কৰিলে সব তো যায় গলিবা টেৰ পাইবে কে? বাঁধতে বাঁধতে দুখানা ম'ছতাজা শ্যামা শালপাতাল জড়াইবা কাণ্ডেব আড়ালে গোপন কৰে, যবে গিবা কখন সে তাহা লুকাইবা আসে কে জানিবে? এমনি সব ছোট ছোট

চুরি শ্যামা করে, গোপনে চুরি করা খাবার বিধানকে খাওয়ার। একবার খানিকটা গাওয়া ঘি যোগাড় করিয়া সে বড় মন্ডিকলে পড়িয়াছিল। রাখালের ছেলেমেয়ে ছাড়া আর সকলকে একসঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়, আগে অথবা পরে। একা খাইলেও রান্নাঘরে খাইতে হয় ভাত, দাওয়ার খাইতে হয় জল-খাবার, সকলের চোখের সামনে। কেমন করিয়া ঘিটুকু ছেলেকে খাওয়াইবে শ্যামা ভাবিয়া পায় নাই। বলিয়াছিল, এমনি একটু একটু খেবে ফ্যাল না খোকা পেটে গেলেই প্ৰদীপ্ত হবে।

তাই কি মানুষ পারে, কাঁচা ঘি শৃঙ্গ খাইতে ?

শেষে মর্দাভব সঙ্গে মাখিয়া দিয়া একটু একটু করিয়া শ্যামা ঘিটুকু বসন্তগতি করিয়াছিল।

খোকার তখন বাৎসবিক পরীক্ষা চলিতেছে, একদিন সকালে শ্যামাকে ডাকিয়া রাখাল বলিল, জান বোঁঠান, শীতলবাবু তো খালাস পেয়েছেন আট দশ দিন হল। নকুড়বাবু পত্র লিখেছেন। তোমাদের কলকাতার বাড়িতে এসেই নাকি আছে, দিনরাত ঘরে বসে থাকে কোথাও যায়-টায় না

পত্রখানা দেখি ঠাকুর-জামাই ?

নকুড়বাবু লিখিয়াছেন শীতলের চেহারা কেমন পাগলের মত হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় সে কোন অসুখে ভুগিতেছে, এতদিন হইয়া গেল কেহ তাহার খোজ খবর লইতে আসিল না দেখিয়া জ্ঞাতার্থে এই পত্র লিখিলেন।

রাখাল বলিল, তোমাদের বাড়িতে না ভাড়াটে আছে বোঁঠান ? শীতল বাবু ওখানে আছেন কি করে ?

কি জানি ঠাকুরজামাই কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি একবার যান না কলকাতা ?

কথাটা এখানে প্রকাশ করিতে শ্যামা রাখালকে বারণ করিয়া দিল। বিধান পরীক্ষা দিতেছে, এখন এ সংবাদ পাইলে হয় ত সে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, ভাল লিখিতে পারিবে না।—বছরকার পরীক্ষা সহজ তো নয় ঠাকুর-জামাই, এখন কি ওকে ব্যস্ত করা উচিত ?

পাগলের মত চেহারা হইয়া গিয়াছে ? অসুখে ভুগিতেছে ? বিধানের পরীক্ষা না থাকিলে শ্যামা নিজে দেখিতে যাইত। কিন্তু এখানে শীতল

আসিল না কেন? লজ্জায়? কি অদৃষ্ট মানুষটোর! দু'বছর জেল খাটিয়া বাহির হইয়া আসিল, ছেলেমেয়ের মৃৎ দেখিবে, স্ত্রীর সেবা পাইবে, তার বদলে খালি বাড়িতে মৃৎ লুকাইয়া একা অসুখে ভুগিতেছে। এত লজ্জাই বা কিসের? আত্মীয়স্বজনকে মৃৎ কি দেখাইতে হইবে না?

শনিবারের আগে রাখালের কলিকাতা যাওয়ার উপায় ছিল না। দুর্দিন ধরিয়া শ্যামা তাহার দুর্ভাগ্য স্বামীর কথা ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে আসিল মমতা।

শ্যামা কি জানিত নকুড়বাবুর চিঠির কথাগুলি যে ছবি তাহার মনে আঁকিয়া দিয়াছিল পরীক্ষার বাস্তব সন্তানের মৃৎের দিকে চাহিয়া থাকিবাব সময়ও তাহা সে ভুলিতে পারিবে না, এত সে গভীর বিষাদ বোধ করিবে? শনিবার রাখালের সঙ্গে সে কলিকাতা বওনা হইল। সঙ্গে লইল শৃঙ্গ ফণীকে। বিধানকে বলিয়া গেল সে বাড়িটা দেখিয়া আসিতে যাইতেছে, কলি ফেরানোব ব্যবস্থা করিয়া আসিবে, যদি কোন মেবামতের দবকার থাকে তাও করিয়া আসিবে।

-আমার কথা ভেবো না বাবা, ভাল করে পরীক্ষা দিও, কেমন? ছোট পিসীর কাছে খাবার চেয়ে খেও? আব বকুলকে যেন মেরো না খোকা।

বাড়ি পৌঁছিতে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। সদর দবজা বন্ধ, ভিতরে আলো জ্বলিতেছে কিনা বোঝা যায় না, শীতের রাতে সমস্ত পাড়াটাই শুক হইয়া আছে, তার মধ্যে শ্যামার বাড়িটা যেন আবও নিরুৎ। অনেকক্ষণ দরজা ঠেলাঠেলির পব শীতল আসিয়া দবজা খুলিল। রাস্তার আলোতে তাকে দেখিয়া শ্যামা কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল চারিদিকে অন্ধকার, একটা আলোও কি শীতল জ্বালাব না সন্ধ্যার পব? ফণী ভয়ে তাহাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, অন্ধকার বারান্দার দাঁড়াইয়া শ্যামা শিহরিষ উঠিল। এমনি সন্ধ্যাবেলা একদিন সে এখানে প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেদিনও এমনি ছাড়াবাড়ির আবহাওয়া তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়া দিতেছিল, সেদিনও তাহার কান্না আসিতোছিল এমনি ভাবে। শৃঙ্গ, সেদিন বারান্দার জ্বালানো ছিল টিম টিমে একটা লণ্ঠন।

শীতল বিড় বিড় করিয়া বলিল, মোমবাতি ছিল, সব খরচ হয়ে গেছে।

রাখাল গিন্না মোড়ের দোকান হইতে কতগুঁলি মোমবার্তি কিনিয়া আনিল। এই অবসরে শ্যামা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘরে গিন্না বসিয়াছে, বাহিরে বড় ঠান্ডা। শীতলকে দুটো একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, প্রায় অবাস্তর কথা, জ্ঞাতব্য প্রশ্ন করিতে কি জানি শ্যামার কেন ভয় করিতেছিল। ভিতরে ঢুকিবার আগে রাস্তার আলোতে শীতলের পাগলেব মত মূর্তি দেখিয়া শ্যামা তো কাঁদিয়াছিল, অন্ধকার ঘরে সে বেদনা কি ভরে পরিণত হইয়াছে?

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া একটা মোমবার্তি জ্বালিয়া জানালায় বসাইয়া দিল। ঘরে কিছ্‌ নাই, তন্তুপোষের উপর শুধু একটা মাদুর পাতা, আব ময়লা একটা বালিশ। মেঝেতে একরাশি পোড়া বিড়ি আর কতগুঁলি শালপাতা ছড়ানো। যে জামা কাপড়ে দু'বছর আগে শীতল রাত দু'পদে পুঁলিশের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল তাই সে পরিয়া আছে, কাপড় বোধ হয় তাহার ওই একখানা, কি যে ময়লা হইয়াছে বলিবার নয়, বাত্রে বোধ হয় সে শুধু আলোয়ানটা মূড়ি দিয়া পাড়িয়া থাকে, চৌকীর বাহিরে অর্ধেকটা এখন মাটিতে লুটাইতেছে। এসব তবু যেন চাহিয়া দেখা যায়, তাকানো যায় না শীতলের মূখের দিকে। চোখ উঠিয়া, মুখ ফুলিয়া বীভৎস দেখাইতেছে তাহাকে হাড় কখানা ছাড়া শরীরে বোধ হয় কিছ্‌ নাই।

শীতল দাঁড়াইয়া থাকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কাঁপে। তারপরে সহসা শ্যামার কি হয় কে জানে, ফণীকে জোর কবিয়া নামাইয়া দিয়া জননীর মত বঙ্গকুল আবেগে শীতলকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া আনে, শিশুর মত আলগোছে শোয়াইয়া দেয় মাদুরে, বলে, এমন করে ভুগছ, আমাকে একটা খপরও তুমি দিলে না গো।

পরদিন সকালে সে হারাণ ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইল। হারাণকে খবর দিলে পঁচিশ টাকা বাড়িভাড়া পাঠানোব ছলনাটুক্‌ মে ঘুচিয়া বাইসে শ্যামা কি তা ভাবিয়া দেখিল না। ভাবিল বৈকি। বাত্রে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়া সে দেখিয়াছে, হারাণের মহৎ ছলনাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য হারাণকে তার ছলনা করা উচিত নয়। সেবে এখানে আসিয়া জানিতে পারিয়াছে বাড়িতে তাহার ভাড়াটে আসে নাই, হারাণ দয়া করিয়া মাসে

মাসে তাকে টাকা পাঠায়—এটা হাবাণকে জানিতে দেওয়াই ভাল। পবে যদি হাবাণ জনিতে পাবে শ্যামা কলিকাতা আসিয়াছিল? তখন কি হইবে? হাবাণ কি তখন মনে করিবে না যে সব জানিয়াও টাকার লোভে শ্যামা চুপ করিয়া আছে?

হাবান আসিলে শ্যামা তাহাকে প্রণাম করিল। বলিল ভাল আছেন বাবা আপনি? কাল সন্ধ্যাবেলা এসে পৌঁছেছি আমি আগে তো জানতে পারি নি কবে খালাস পেষে এখানে এসে পড়ে বসেছে—বিপদেব ওপর কি যে আমার বিপদ আসছে বাবা কোন দিকে কল কিনাবা দেখতে পাইনে। সমস্ত মুখ ফুলে গিয়েছে শবীবে দাবুণ জরুর ডাকলে ডুকলে সাড়াও ভাল কবে দেয় না বাবা। শ্যামা চাখ মুছিতে লাগিল।

হাবান যেন অপরিবর্তনীয় মাথাব চুল পাক ধরিবে দেহে বার্ষিক্য আসিবে তবু সে বর্ণামান বদলাইবে না বিবানের প্রথম অসুখের সময় দেখিতে আসিয়া যেমন নির্মমভাবে শ্যামাকে সে কাঁদিতে বাবণ করিয়াছিল আজও তেমনি ভাবে লাবণ বলিল। শ্যামার তীব্র বহস্যময় দুর্বোধ্য মানুষ্যের পদার্পণ আবও ফটিয়াছে বৈবি গোডায় ছিল বাখাল তাবপর আসিয়াছিল মামা তাবাক্ষকব কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে তাদেব তুলনা হয় না একে একে তাদেব বহস্যাব আববণ খসিয়া গিয়াছে হাবান শুধু চিবকাল ঘরানকার আডালে বহিয়া গেল। শ্যামাকে যদি সে ম্লহ কবে ম্লহেব পাত্রীকে দেখিয়া একবিন্দু খুসি কি তাতাব হইতে নাই? আজও হাবান ডাক্তাব শুধু বোগী দেখিতে আসাব মত শ্যামাব বাড়ি আসিলে আত্মীয় বলিয়া ধবা দিবে না?

শীতলকে হাবান অনেকক্ষণ পবীক্ষা করিল।

বাহিবে আসিয়া বাখাল ও শ্যামাকে বলিল কদিন জরুরে ভুগছে জানিনে বাবু আমি জিজ্ঞাসা কবলে বলাত চায় না। অনেকদিন থেকে না খেয়ে শুকোচ্ছে সেটা বুঝতে পারি। তাবপর লাগিয়েছে ঠান্ডা। সব জড়িয়ে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে সাবতে সময় নেবে—বড ডাক্তাব ডাকতে চাও ডাকো আমি বাবণ করিনে কিন্তু ডাক্তাব ফাক্তাব ডাকা মিছে তাও বলে বাখাছি—ওব সব চেয়ে দরকার বেশি সেবায়ক্কেব।

বড ডাক্তাব? হাবানের চেয়ে বড ডাক্তাব কে আছে শ্যামা তো জানে

না! শূন্য হারান খুঁসি হয়। বলে, দাও দিকি কাগজ কলম, ওষুদ লিখি। আর মন দিয়ে শোনো যা যা বলে যাই, এতটুকু এদিক ওদিক হলে চলবে না,—টুকেই নাও না কথাগুলো আমার? মনে যা থাকবে আমার জানা আছে।

একে একে হারান বলিয়া যায়,—ওষুদ, পথ্য, সেবার নির্দেশ। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সময় বাঁধিয়া দেয়। বারবার সাবধান করে, এতটুকু এদিক ওদিক নয়, আটটার যে ওষুদ দেওয়ার কথা দিতে যেন আটটা বাজিয়া পাঁচ মিনিটও না হয়, যখন দু'চামচ ফুড দেওয়ার কথা তিন চামচ যেন তখন না পড়ে।

শ্যামা ভয়ে ভয়ে বলে, কোন ব্যবস্থাই তো নেই এখনে, খালি বাড়িতে এসে উঠেছি আমরা, বনগাঁ কি নিয়ে যাওয়া যাবে না?

হারান যেন আনমনেই বলে, বনগাঁ? তা চল, বনগাঁতেই নিয়ে যাই,—একটা দিন আমার নষ্ট হবে, হলে আর উপায় কি? জ্বর করে, না খেয়ে, ঠান্ডা লাগিয়ে কি কান্ডই বাধিয়ে রেখেছে হতভাগা! ক'টার গাড়ি? দেড়টা? তবে সময় আছে ঢের, যাও দিকি তুমি রাখাল ওষুদপত্রগুলি নিয়ে এসো কিনে, আমি ক'টা রোগী দেখে আসছি ঘরে এগারোটার মধ্যে।—দু'টো পান আমার দিতে পার ছেঁচে? দোস্তা থাকে তো দিও খানিকটা।

হারান বড়ো হইয়া গিয়াছে, পান চিবাইতে পারে না, ছেঁচা পান খায়। কিন্তু হারান বদলায় নাই। বড়ো হইতে হইতে সে মরিয়া যাইবে, তবু বোধ হয় বদলাইবে না। শ্যামা কি জানে না আত্মীয়তা করিয়া শীতলকে সে বনগাঁ পেঁছাইয়া দিতে যাইতেছে না, যাইতেছে ডাক্তার হইয়া রোগীর সঙ্গে? শ্যামার বলার অপেক্ষা রাখে নাই। তা সে কোন দিনই রাখে না। সেই প্রথমবার বিধানের অসুখের সময় জ্বরতপ্ত শিশুটিকে সে যে গামলার ঠান্ডা জলে ডুবাইয়াছিল সেদিনও সে শ্যামার বলার অপেক্ষা রাখে নাই। যা করা উচিত হারান তাই করে। হারানের মেহ নাই, আত্মীয়তা নাই, কোমলতা নাই, কতবার ভুল করিয়া শ্যামা ভাবিয়াছে হারান তাহাকে মেরের মত ভালবাসে! তাই যদি সে বাসিবে তবে বাড়িভাড়ার নাম করিয়া টাকা শ্যামাকে সে পাঠাইবে কেন? সোজাসুজি পাঠাইতে কে তাকে বারণ করিয়াছিল? পরের দান গ্রহণ করিতে অন্য সকলের কাছে শ্যামা লজ্জা পাইবে, এই জন্য? হারানের মধ্যে ওসব দুর্বলতা নাই। কে কোথায় কি কারণে লজ্জা পাইবে



হালান কি কখনো তা ভাবে? স্নেহ মনে কবিষা শ্যামা পাছে কাছে ঘেঁষিতে চায় শ্যামা পাছে মনে কবে অর্ষাচিত দানের পিছনে হাবানেন মমতাব উৎস লুকাইয়া আছে আত্মীয়তা দাবী কবাব সুযোগ পাছে শ্যামাকে দেওয়া হয়, তাই না হাবান তাহাব দানকে শ্যামাব প্রাপ্য বলিয়া ধারণা কবিষাছিল।

অভিমানে শ্যামাব কান্না আসে। অভিমানে কান্না আসিবাব বয়স তাহাব নম্র তবু মনের মধ্যে আজো যে অবস্থা কাঁচা মেয়েটা লুকাইয়া আছে যে বাপেব স্নেহ জানে নাই, অসময়ে মাকে হাবাইয়াছে ষোল বছর বয়স হইতে জগতে একমাত্র আপনাব স্কন মামাকে খুঁজিয়া পাষ নাই স্বামীর ভয়ে দিশেহাবা হইয়া থাকিয়াছে সে যদি আজ কাঁদিতে চায় প্রোটা শ্যামা তাহাকে বাবণ কবিতে পারিবে কেন?

তাহাবা বনগাঁ পৌঁছিলে মন্দা শীতলকে দেখিয়া একটু কাঁদিল তাব-পব ভাড়াভাড়ি তাব জন্য বিছানা পাতিয়া দিল এদিক ওদিক ছুটাছুটি কবিষা ভাবি ব্যস্ত হইয়া পড়িল সে সেবায়ত্বেব ব্যবস্থা কবিল ছেলেমেয়েদেব সবাইয়া দিল শ্যামাকে বলিতে লাগিল ভেবো না তুমি বৌ, ভেবো না,- ফিবে যখন পেরেছি দাদাকে ভাল কবে আমি তুলবই।

বকুল বিস্ময়বিত চোখে শীতলকে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিল তাবপর সে যে কোথায় গেল কেহ আব তাহাকে খুঁজিয়া পাষ না। হাবান ডাক্তাবকেও নষ। কোথায় গেল দুজনে? শেষে সুপ্রভাই তাদেব আবিষ্কাব কবিল বাড়িব পিছনে ঢেঁকিঘৰে। ওঘৰে বকুল খেলাঘব পাতিয়াছে। ঢেঁকিটার উপবে পাশাপাশি বসিয়া গভীর মুখে কি যে তাহাবা আলোচনা কবিতেন্ছিল তাবাই জানে সুপ্রভা দেখিয়া হাসিয়া বাঁচে না। ডাক্তাব নাকি বড়ো? জগতে এত জাষগা থাকিতে, কথা বলিবাব এত লোক থাকিতে বড়ো ঢেঁকিঘৰে বসিয়া আলাপ কবিতেছে বকুলেব সঙ্গে।

যা তো থোকা ডেকে আন ওদেব। বড়োকে বল মুখ হাত ধুয়ে নিতে, খেতে টেতে দি। তোব বাবা কি খাবে তাও তো বলে দিলে না ঢেঁকিঘৰে গিবে বসে রয়েছে?

হাবান আসে, মুখ হাত ধোষ, সুপ্রভা ঘোমটা টানিয়া তাহাকে জল-খাবাব দেষ। বকুল কিন্তু ঢেঁকিঘরেই বসিয়া থাকে। সুপ্রভা গিন্না বলে, ও-

বন্ধু খাবিনে তুই? তোব বাবা এল তুই এথেনে বসে আছিস?

—ও আমার বাবা নয়।

শোন কথা মেয়েৰ!—সুপ্রভা হাসে, আশ, চলে আশ আমার সঙ্গে একদুট এখানে তোকে বসে থাকতে হবে না।

রাষ্ট্রটা এখানে থাকিবা পরদিন সকালে হাবান কলিকাতা চলিবা গেল। শ্যামা সাবধান হইয়া গিয়াছিল হাবানকে অতিবিক্ত আত্মীয়তা জানাইবাব কোন চেষ্টাই সে করিল না। যাওয়ার সময় শূদ্ধ ঘটা করিবা প্রণাম করিবা বলিল মেয়েকে ভুলবেন না বাবা।

খুব ধীবে ধীবে শীতল ভ্রাবোগ্যালাভ করিতে লাগিল। সে নিঝুম নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছে। আপনা হইতে কথা সে একেবারেই বলে না অপনে বলিলে কখনো দু'এক কথায় জবাব দেয় কখনো কিছু বলে না। ক্ষেত্র কথা বলিলে নীর্ব্বিতে যেন তাহার দেবি হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধও যেন তাহার নাই খাইতে দিলে খায় না দিলে কখনো চায় না। চুপচাপ বিছানায় পড়িয়া থাকিবা সে যে ভাবে তা তো নয়। এখানে আসিবা কদিনের মধ্যে চোখ ওঠা তাহার সাবিবা গিয়াছে সব সময় সে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিবা থাকে। দু'বছর জেল খাটিলে মানুষ কি এমনি হইয়া যায়? কবে ছাড়া পাইয়াছিল শীতল, কলিকাতার বাড়িতে আসিবাই সে তো ছিল দশ বাবোদিন তাব আগে, প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করিবা কিছু জানা যায় নাই। পবে অল্পে অল্পে জানা গিয়াছে পনের কুড়ি দিন কোথায় কোথায় ঘূরিবা শীতল কলিকাতার বাড়িটাতে আগ্রহ লইয়াছিল। জানিবা শ্যামার বড় অনুতাপ হইয়াছে। এই দাবুণ শীতে একথানা আলোয়ন মাত্র সম্বল করিবা স্বামী তাহার এক মাসের উপর কপর্দকহীন অবস্থায় যেখানে সেখানে কাটাইয়াছে। জেলে থাকিবাব সময় শীতলের সঙ্গে সে যোগসূত্র বাখে নাই কেন? তবে তো সময় মত খবর পাইবা ওকে সে জেলের দেউড়ি হইতে সোজা বাড়ি লইবা আসিতে পারিত?

প্রণ দিবা শ্যামা শীতলের সেবা কবে। প্রাপ্তি নাই শৈথিল্য নাই, অসহেলা নাই। চারটি সন্তান শ্যামার? আর একটি বাড়িয়াছে। শীতল তো এখন শিশু।

পবীক্ৰাব ফল বাহিব হইলে জানা গিযাছে বিধান ক্লাশে উঠিযাছে  
প্রথম হইয়া।

### আট

বনগাঁঞ শ্যামাব একে একে আবও চাব বছব কাটিযা গেল।

কলিকাতাব বাড়িটা তাহাকে বিক্রম কবিযা দিতে হইযাছে।  
ম্যাপ্টিকলেসন পাশ কবিযা বিধান যখন কলিকাতায় পড়িতে গেল তখন  
শীতলেব প্রত্যাবর্তনেব এক বছব পবে।

শীতলেব অসুখেব জন্য অনেক টাকা খৰচ কবিতে না হইলে বাখল  
হয়ত শেষ পর্যন্ত বিধানেব পড়াব খবচ দিতে বাজি হইত। বড় খাবাপ অসুখ  
হইয়াছিল শীতলেব। বেশি জুৰ অনাহাব দাবুণ শীতে উপযুক্ত আববণেব  
অভাব মানসিক পীড়া এই সব মিলিযা শীতলেব স্নায়ুবেগ জন্মাইযা  
দিয়াছিল দেহেব সমস্ত স্নায়ু তাহাব উঠিয়াছিল ফুলিযা। চিকিৎসাব জন্য  
তাহাকে কলিকাতা লইযা যাইতে হইয়াছিল। তিনমাস স পড়িযা ছিল  
হাসপাতালে। তাবপব শ্যামাব কাঁদা-কাটায় বাখাল আবও তিনমাস তাহাব  
বৈদ্যতিক চিকিৎসা চালাইযাছিল। তাব ফলে যতদূৰ সুস্থ হওযা সম্ভব  
শীতল তা হইযাছে। কিন্তু জীবনে সে যে কাজকর্ম কিছু কবিতে পাৰিবে  
সে ভবসা আব নাই। যতখানি তাহাব অক্ষমতা নথ ভান কবে সে তাব চেষ্টে  
বেশি। শাইয়া বসিযা অলস অকর্মণ্য দাবিত্তহীন জীবন যাপনেব সুখটা টেব  
পাইযা হয়ত সে মৃদ্ধ হইযাছে। হয়ত সে সতাই বিশ্বাস করে দাবুণ স  
অসুস্থ কর্ম-জীবনেব তাহাব অবসান হইযাছে। হয়ত সে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত,  
অসুখেব অজুহাতে সকলেব দয়া ও সহানুভূতি মমতা ও সেবা লাভ  
কবার চেষ্টে বড় আব তার কাছে কিছুই নাই। তবে সবটা শীতলেব ফাঁক  
নথ শরীবে তাহাব গোলমাল আছে, মাথাটা ভোঁতা হইযা যাওয়াও কাল্পনিক  
নথ, অসুখেব যে বাড়াবাড়ি ভানটুকু সে কবে তাব ভিত্তিও তো মানসিক বেগ।

তব্দ ছেলেৰ পড়া চালানোৰ জন্য বাড়ীটা শ্যামাৰ হয়ত বিক্রম কৰিতে হইত না, যদি বাঁচিয়া থাকিত হাবান ডাক্তাৰ। বিধানকে হান্নানোৰ বাড়ী পাঠাইয়া সে লিখিত, বাবা, জীবনপাত কৰে ওৱ স্কুলেৰ পড়া সঙ্গ কৰোঁছ, আৰ তো আমাৰ সাধ্য নেই, এবাৰ দিন বাবা ওৱ আপনি কলেজে পড়াৰ একটা ব্যবস্থা কৰে। হাবান তা দিত। শ্যামাৰ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হান্নানোৰ অনেক বয়স হইয়াছিল, বিধানোৰ স্কুলেৰ পড়া শেষ হওঁবা পৰ্যন্ত সে বাঁচিয়া থাকিতে পাৰিল কৈ ?

হাবান মৰিষাছে। মৰিবে না ? কপাল যে শ্যামাৰ মন্দ। হাবান বাঁচিয়া থাকিলে শ্যামাৰ ভাবনা কি ছিল ? বাড়ীতে শ্যামাৰ ভাড়াটে আসিয়াছিল তাৱা কুড়ি টাকা পাঠাইত শ্যামাকে আৰ হাবান পাঠাইত প'চিশ। হাবানোৰ মনি অৰ্ডাৰেৰ কুপানে কোন অজুহাতেৰ কথা লেখা থাকিত না শূদ্ধ অপাঠ্য হাতেৰ লেখাৰ স্বাক্ষৰ থাকিত হাবানচন্দ্র দে। শ্যামা তো তখন ছিল বড়লোক। কয়েক মাসে শ' দেড়েক টাকাও সে জমাईয়া ফেলিয়াছিল। কেন মৰিল হাবান ? কত মানুহৰ সন্তৰ আশি বছৰ বাঁচিয়া থাকে প'ষৰ্শটি পাব হইতে না হইত হাবানোৰ মৰিবাব কি হইয়াছিল ?

শ্যামা কি কৰিবে ? ভগবান সাৰ প্ৰতি এম্নন বিব্ধ বাড়ী বিলি কৰিষা না দিষা তাৰ উপায় কি।

শহবতলীৰ বাড়ী, তাও বড় বাস্তাব উপবে নয়, দক্ষিণ খোলা নয়। একতলাটা পূৰানো। বাড়ী বেচিয়া শ্যামা হাজাৰ পাঁচেক টাকা পাইয়াছিল।

টাকা থাকিলে খবচ কেন বাড়ীয়া যায় কে জানে। আগে ছোট-বড় অনেক খবচ মন্দাব উপৰ দিষা চালানো গাইত কিন্তু পুঁজি সাৰ পাঁচ হাজাৰ টাকা সে কেন তা পাৰিবে ? মন্দাই বা দিবে কেন ? দখেৰ কথাটা ধৰা যাক। দুধ অবশ্য কেনা হয় না, বাড়ীতে পাঁচ ছটা গব্দ আছে। কিন্তু গব্দৰ পিছনে খৰচ তো আছে ? শ্যামাৰ ছেলেমেয়েবা দুধ তো খায় ? শ্যামা পাঁচ হাজাৰ টাকা পাওঁয়াৰ মাসখানেক পৰে মন্দা বলে পষসা কড়ি হাতে নেই বো, এ-মাসেৰ খোল কুঁড়োৰ দামটা দিষে দাও না,—সামনেৰ মাসে অমনাব'খন আমি।

কুঁড়ো কেনা হইবে কেন ? সেদিন যে দু'মণ চাল কৰা হইল তাৰ কুঁড়ো

গেল কোথায়? এবার মন্দা খান জানার মজদুরি নগদ দেয় নাই : খান যে জানিয়াছে কুঁড়ো পাইয়াছে সে। মন্দা তাহা হইলে শ্যামার টাকাগুলি খরচ করাইয়া দিবার মতলব করিয়াছে? ঘরের খানের কুঁড়ো পরকে দিয়া শ্যামাকে দিয়া সে কুঁড়ো কিনাইবে!

মাসের শেষে মৃদি তাহার সাইট্রিশ টাকা পাওনা লইতে আসিয়াছে, মন্দা তিনখানা দশ টাকার নোট গুনিয়া দেয়, একটু ইতস্তত করিয়া নগদ টাকাও দেখ একটা, তারপর শ্যামাকে বলে, ছ'টা টাকা কম পড়ল, দাও না বোঁ টাকাটা দিয়ে?

বর্ষাকালে জল পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে শ্যামাব ঘর দিবা, দু'খানা টিন বদলানো দরকার,—কে বদলাইবে টিন? বাড়ি মন্দার, ঘরখানা মন্দার, শ্যামা তো শূদ্ধ আশ্রিতা অতিথি,—মন্দারই তো উচিত ঘরখানা সারাইয়া দেওয়া। নীললে মন্দা চূপ করিয়া থাকে। একটু পরেই সংসার খরচেব দু'টি একটি টাকা বাহির কবিয়া দিবার সময় মন্দা এমন করিয়া বলিতে থাকে যে আর সে পাবিয়া উঠিল না, এ যেন রাজাব বাড়ি ঠাওবাইয়াছে সকলে, খরচ খরচ খরচ, চাবদিকে শূদ্ধ খরচ, খরচ ছাড়া আব কথা নাই--যে মনে হয় সে বৃদ্ধি শ্যামাব ঘর সাবাইয়া দিবার অনুরোধেবই জবাব দিতেছে এতক্ষণ পরে।

বাড়ি বেঁচিয়া এমনি কত খরচ যে শ্যামার বাড়িয়াছে বলিবার নয়।

বিধানের কলিকাতাব খরচ, মণি স্কুলে যাইতেছে তার খরচ, শীতলের জন্য খবচ অসুখবিসুখের খরচ,—শ্যামাব তো মনে হইত মন্দার নয়, খবচ খবচ খরচ, চারিদিকে শূদ্ধ খরচ, তার।

আর বকুল? বকুলের জন্য শ্যামার খরচ হয় নাই?

গত বৈশাখে তেরশ' টাকা খরচ কবিয়া বকুলের শ্যামা বিবাহ দিয়াছে। কমিতে কমিতে পাঁচ হাজারের যা অবশিষ্ট ছিল, বকুল একাই প্রায় তা শেষ করিয়া দিয়াছে।

বকুলের বিবাহ হইয়াছে, আমাদের সেই বকুলের? কার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে বকুলের, শঙ্করের সঙ্গে নাকি? পাগল! শঙ্করের সঙ্গে বকুলের বিবাহ হয় না।

যে বৈশাখে আমাদের বকুলের বিবাহ হইল, তার আগের ফাল্গুনে

বিবাহ হইয়াছিল সুপ্রভার মেয়েটির, বিবাহের তিন চার দিন আগে কলিকাতা হইতে বিধানের সঙ্গে শঙ্করও আসিয়াছিল। বয়সের আন্দাজে বকুল মন্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শঙ্কর ভাবিতে পারে নাই বকুল এত বড় হইয়াছে, আর এত লজ্জা হইয়াছে বকুলের, আর এত সুন্দর হইয়াছে সে। মেয়ের সম্বন্ধে শ্যামা যে এত সাবধান হইয়াছে তাও কি শঙ্কর জানিত? বিবাহের পরদিন দুপুরবেলা বকুলকে আর শ্যামা দেখিতে পায় না। কোথায় গেল বকুল? বাড়িতে পুরুষ গিজগিজ করিতেছে, যেখানে যেখানে মেয়েরা একত্র হইয়াছে বকুল তো সেখানে নাই? হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা এখানে খোঁজে ওখানে খোঁজে, একে তাকে জিজ্ঞাসা করে। একজন বলিল, এই তো দেখলান এখানে খানিক আগে, দেখ না কলাবাগানে গেছে নাকি?

বাড়ির পিছনে কলাবাগান, কলাবাগানে সেই ঢেঁকিঘর। তাই বটে, ঢেঁকিঘরে ঢেঁকিটার উপর বসিয়া শঙ্কর আব বকুল কথা বলিতেছে বটে। ঘরের কোণে এখানে বকুল আর এখন পড়তুল খেলা কবে না, খেলাঘর তাব ভাঙিয়া গেছে, শব্দ আছে চিত্র, কতবার ঘর লেপা হইয়াছে আজো চারিদিকে উঁচু আলের চিত্র, পুকুরের গর্ত, উনানের গর্ত মিলাইয়া যায় নাই, বেড়ায় যে শিউলিবাঁটার রঙে ছোপানো ন্যাকড়াটি গোঁজা আছে সে তো বকুলের পড়তুলেরই জামা। পড়তুল খেলার ঘরে কি ছেলেখেলা আজ করিতেছে বকুল? একটু বাড়াবাড়ি রকম কাছাকাছি বসিয়া আছে ওরা আর কিছূ নয়। না, বকুলের হাতটিও শঙ্করের হাতে ধরা নাই। শ্যামা বলিয়াছিল, ও বকুল, এখানে বসে আছিস তুই? মেয়ে জামাই যাযে যে এখন, আয় চলে আয়।

বকুল তো আসিল, কিন্তু মেয়ের মদ্য রাঙা কেন, চাখ কেন হলো হলো?—শঙ্কর আসিয়াছে চার পাঁচদিন, সকলের সামনে শঙ্করের সঙ্গে কত কথা বকুল বলিয়াছে দু'চাব মিনিট একা কথা বলিবার সময়ও কতবার শ্যামা হঠাৎ আসিয়া ওদের দেখিয়াছে, শ্যামাকে দেখিয়াও কথা শঙ্কর বন্ধ করে নাই, বকুল হাসি থামায় নাই। ঢেঁকি ঘরে আজ ওরা কোন্ নিষিদ্ধ স্বাণীর আদর্শ প্রদান করিতেছিল, বকুলের মদ্যে যা রঙ আনিয়াছে, চোখে আনিয়াছে জল? কি বলিতেছিল শঙ্কর বকুলকে?

শ্যামা একবার ভাবিয়াছিল বকুলকে জিজ্ঞাসা করিবে। শেষে কিছূ না

বলাই ভাল মনে করিয়াছিল। কিছুই হয় তো নয়। হয় তো নিজের টেকি হবে শঙ্করের কাছে বসিয়া থাকার জন্যই বকুল লজ্জা পাইয়াছিল, ওখানে ও ভাবে বসিয়া থাকা যে তার উচিত হয় নাই বকুল কি আর তা বোঝে না।

তারপর যে কদিন শঙ্কর এখানে ছিল, আর তিনটি দিন মাত্র, বকুলকে শ্যামা একদণ্ডের জন্য চোখেব আড়াল করে নাই।

বকুল বগ করিয়া বলিয়াছিল, সাবাদিন পেছন পেছন ঘুবছ কেন বলত ?

বকুলের বোধ হয় অপমান বোধ হইয়াছিল।

শ্যামা বলিয়াছিল, পেছন পেছন আবার তব ঘুরলাম কখন ?

তারপর বকুল কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল গিয়া বসিয়া ছিল শীতলের কাছে, সারাটা দিন।

দুমাস পরে বৈশাখ মাসে বকুলের বিবাহ হইয়াছিল। ছেলের নাম মোহিনী, ছেলের বাপের নাম বিভূতি, নিবাস কৃষ্ণনগর। বিভূতি ছিল পোষ্টমাস্টার, এখন অবসর লইয়াছে। মোহিনী পঞ্চাশ টাকায় ঢুকিয়াছে পোষ্টঅফিসে, আশা আছে বাপের মত সেও পোষ্টমাস্টার হইয়া অবসর লইতে পারিবে। মোহিনী কাজ করে কলিকাতায়, থাকে কাকার বাড়ি, যার নাম শ্রীপতি এবং যিনি মাচেস্ট অফিসের কেবাণী।

ছেলেটি ভাল, আমাদের বকুলের বর মোহিনী। শান্ত নম্র স্বভাব পঞ্চাশ টাকার চাকরী করে বলিয়া এতটুকু গর্ব নাই, প্রায় শঙ্করের মতই লাজুক। দেখিতে মন্দ নয়, বগ একটু ময়লা কিন্তু কি চোখ!—বকুলের চোখের মতই বড় হইবে।

জামাই দেখিয়া শ্যামা খুসী হইয়াছে, সকলেই হইয়াছে। জামাইএর বাপখুড়ার ব্যবহারেও কারো অখুসী হওয়াব কারণ ঘটে নাই, শব্দে বাড়ি হইতে বকুল ফিরিয়া আসিলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গিয়াছে শাদুড়ী ননদেরাও বকুলের মন্দ নয়, বকুলকে তারা পছন্দও করিয়াছে, আদব স্বয়ং মিস্তি কথারও কথিত রাখে নাই, কেবল এক পিস্‌শাদুড়ী আছে বকুলের সেই যা রুঢ় কথা বলিয়াছে দু'একটা—বলিয়াছে, ধেড়ে মাগী, বলিয়াছে ভালগাছ! খোয়া পাকা মেঝেতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া বকুল

যখন ডান হাতের শাঁখাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল বিশেষ কিছু কেহ তখন তাহাকে বলে নাই, কেবল ওই পিস্‌শাশুড়ী অনেককণ বকাবকি করিয়াছিল, বলিয়াছিল অলক্ষ্যী, বলিয়াছিল বজ্জাত।

বলদুক, পিস্‌শাশুড়ী কে? শাশুড়ী ননদই আসল, তারা ভাল হইলেই হইল।

বকুল বলিয়াছিল, না মা, পিস্‌শাশুড়ীর প্রতাপ ওখানে সবার চেয়ে বেশি, সবাই তার কথায় ওঠে বসে। ঘরদোর তার কিনা সব, নগদ টাকা আর সম্পত্তিও নাকি অনেক আছে শুনলাম, তাইতে সবাই তাকে মেনে চলে। বড়ীর ভয়ে কেউ জোরে কথাটি কয় না মা।

তাহা হইলে ভাবনার কথা বটে। শ্যামা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিল, কদিন ছিলি তার মধ্যে শাঁখা ভেঙ্গে বড়ীর বিষনজরে পড়িলি। বৌ-মানুষ তুই সেখানে, একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।

বকুল বলিয়াছিল, পা পিছলে গেল, আমি কি করব? আমি তো ইচ্ছে করে পড়িনি!

সুপ্রভা বলিয়াছিল, মরুক পিস্‌শাশুড়ী, জামাই ভাল হলেই হল। সব তো আর মনের মত হয় না।

তা বটে। স্বামীই তো স্ত্রীলোকের সব। স্বামী যদি ভাল হয়, স্বামী যদি ভালবাসে, হাজার দজ্জাল পিস্‌শাশুড়ী থাক, কি আসিয়া যায় মেঘে-মানুষের?

মোহিনী ভালবাসে না বকুলকে?

মোটা মোটা চিঠি তো আসে সপ্তাহে দু'খানা! ভালবাসার কথা ছাড়া কি আর লেখে মোহিনী অত সব? আর কি লিখবার আছে তাহার?

সুপ্রভার মেয়েকে বকুল বরের চিঠি পড়িতে দেয়। শ্যামা, সুপ্রভা, মন্দা সকলে আগ্রহের সঙ্গে একবার তাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিয়াছিল, ভেবো না মামী ভেবো না, যা কবিশ্ব করে চিঠিতে, জামাই তোমার ভেড়া বনে গেছে।

তবু, লুকাইয়া মেয়ের একখানা চিঠিতে শ্যামা চোখ বুলাইতে ছাড়ে নাই। টাঙ্গানো লেপের বস্তার কোথায় কোন ফাঁকে চিঠিখানা আপাতত খোঁপন



করিয়া বকুল স্নান করিতে গিয়াছিল, শ্যামার কি তা নজর এড়াইয়াছে। চোরের মত চিঠিখানা পড়িয়া শ্যামা তো অবাক। এসব কি লিখিয়াছে মোহিনী? সব কথার মানেও যে শ্যামা বুঝিতে পারিল না?

কে জানে, হয় তো ভালবাসার চিঠি এমনি হয় শীতল তো কোনদিন তাকে প্রেমপত্র লেখে নাই, সে কি জানে প্রেমপত্রের?

না জানুক, জামাই যে মেথেকে পছন্দ করিয়াছে তাই শ্যামার ঢের। একটি শব্দ ভাবনা তাহার আছে। বকুল তো পছন্দ করিয়াছে মোহিনীকে? কে জানে কি পোড়া মন তাহার, ঢেঁকিরে সেই যে বকুল আর শঙ্করকে সে একসঙ্গে দাঁখিয়াছিল বার বার সে কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। বকুলের সেই রান্ধা মদুখ আর ছল ছল চোখ সর্বদা চোখের সামনে ভাসিয়া আসে।

পূজার সময় বকুলকে নেওয়ার কথা ছিল। পূজার ছুটিব সঙ্গে আরও কয়েকদিনের ছুটি লইয়া মোহিনী ষষ্ঠীর দিন বনগাঁ আসিল। বিধানের কলেজ অনেক আগে বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে শঙ্করের সঙ্গে কাশী গিয়াছে। শঙ্করের কে এক আত্মীয় থাকেন কাশীতে, সেখানে পূজা কাটাইয়া বিধান বাড়ি আসবে।

মোহিনী থাকিতে চায় না। অষ্টমীর দিনই বকুলকে লইয়া বাড়ি যাইবে বলে। সকলে যত বলে, তাকি হয়? এসেছ, পূজার কদিন থাকবে না?—লাজুক মোহিনী ততই সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া বলে, না, তার যাওয়াই চাই।

কেন, যাওয়াই চাই কেন? সকলে জিজ্ঞাসা কবে। পনেরদিনের ছুটি তো নিষেছ দুদিন এখানে থেকে গেলে ছুটি তো তোমার ফুরিয়ে যাবে না?

শেষে মোহিনী স্বীকার কবে, এটা তার ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার নয়, পিসীমার হুকুম অষ্টমীর দিন রওনা হওয়াই চাই।

সুপ্রভা অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, এ কি রকম হুকুম বাছা তোমার পিসীর? বেয়াই বর্তমানে পিসীই বা হুকুম দেবার কে? বেয়াইকে টেলিগ্রাম করে আমরা অনুমতি আনিরে নিচ্ছি, লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত তুমি থাকবে এখানে।

মোহিনী ভয় পাইয়া বলে টেলিগ্রাম যদি করতে হয় পিসীকে করুন। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে না, অনুমতি পিসী দেবে না, মাক থেকে শব্দ চটেবে।

কেহ আর কিছু বলে না, মনে মনে সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। বদ্বিকিতে পারিয়া মোহিনী বড় অস্বস্তি বোধ করে। সুপ্রভার মেথেকে সে বদ্বাইবার চেষ্টা করে যে এ ব্যাপারে তাব কোন দোষ নাই, পিসী তিনথানা চিঠিতে লিখিয়াছে অষ্টমীব দিন সে যেন অবশ্য অবশ্য বওনা হয়, কোন কাবণে যেন অন্যথা না ঘটে কথা না শুনিলে পিসী বড় বাগ করে। সুপ্রভাব মেয়ে শুনিয়া বলে, বোঝো তো ভাই আসাব মত আসা এই তো তোমাব প্রথম, দুদিন না থাকলে কেমন লাগে আমাদের?

মোহিনী কষেক ঘণ্টা ভাবে, তাবপব সুপ্রভাব মেথেকে ডাকিয়া বলে, আচ্ছা দশমী পর্যন্ত থাকব।

শুনিয়া শ্যামা আসিয়া বলে, থাকলে পিসী বাগ করবে বলছিলে?

গিষে বদ্বিষে বলব'খন।—মোহিনী বলে।

শ্যামা তব্দ ইতস্ততঃ করে : জোব করে ধবে বেখোছি বলে পিসী তো শেষে—?

মনটা শ্যামাব খুঁত খুঁত করে। কি যে জবরদস্তি সকলের। যাইতে দিলেই হইত অষ্টমীব দিন। তাব মেয়ে জামাই, পিসীব নাম শুনিয়া সে চুপ করিয়া গেল, সকলের এত মাথাবাতা কেন? ওবা কি যাইবে পিসীব বাগেব ফল ভোগ করিতে? ভুগিবে তার মেয়ে। সুপ্রভাব মেয়ে একসময় তাহাকে একটা খবব দিয়া যায়। বলে, জান মামী জামাই তোমাব তাব পাঠালে পিসীব কাছে। কি লিখেছে জান, এখানে এক গণৎকাব বলেছে পুজোর কদিন ওব যাত্রা নিষেধ।

শ্যামা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, কি সব কাণ্ড মা আমাব ভাল লাগছে না খুকী, এমন করে কাউকে বাখতে আছে!

আমরা বেখোছি নাকি? জামাই নিজেই তো বললে থাকবে।

তখন শ্যামা হাসিয়া সুপ্রভাব মেয়েব চিবুক ধরিয়া বলে, আরেকটি জামাই তো আমার এল না মা?

## জননী

সে লক্ষ্মীপূজাব পবেই আসিবে, শ্যামা তাই হাসিবা একথা বসে, ব্যথাব সঙ্গে বলিবার প্রয়োজন হয় না।

পূজা উপলক্ষে মন্দা সাধাবণ ভাবে খাওয়া দাওয়াব ভাল ব্যবস্থা কবিযাছে, শ্যামা খরচপত্র করিয়া আরও বেশি আয়োজন কবিল আসার মত আসা এই তো জামাইএব প্রথম। মোহিনীকে সে একপ্রস্থ ধূতিচাদর জামা জুতা কিনিয়া দিল দিল দামী জিনিস, জামাই যে পণ্ডাশ টাকার চাকবে। শ্যামাব টাকা ফুবাইয়া আসিযাছে, কিন্তু কি কবিবে এসব তো না কবিলে নম্ব।

কাজ করিতে কবিতে শ্যামা বকুলেব ভাবভঙ্গি লক্ষ্য কবে। মোহিনী আসিযাছে বলিয়া খুঁসি হয় নাই বকুল? এমন চাপা মেখেটা তাব, মৃদু দেখিয়া কিছু কি বদ্বিবাব যো আছে! খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে অনেক বাত্ৰি হয় বকুল আসিযা শ্যামাব বিছানায শূইয়া পড়ে, শ্যামা বলে বাত অনেক হল আব এখানে কেন মা? ঘবে যাও।

এখানে শূই না আমি?— বকুল বলে।

শ্যামা ভয় পাইয়া সুপ্রভাব মেথেকে ডাকিয়া আনে। সে টানাটানি কবে বকুল যাইতে চায় না শ্যামাব বদ্বেকেব মধ্যে টিপ টিপ করিতে থাকে। শেষে ধৈর্য হাবাইয়া শ্যামা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলে পোড়াবমুখি কেলেঙ্কারি কবে সকলেব মূখে তুই চুণকালি দিবি? যা বলছি যা মেবে ছেঁটে ফেলব তোকে আমি!

সুপ্রভাব মেবে বলে আহা মামী বাকা না গো যাচ্ছে।

তাবপব বকুল উঠিয়া যায়। শ্যামা চুপ কবিয়া তন্তুপোষে বসিযা ভাবে। নানা কাবণে সে বড় বিষাদ বোধ কবে। কে জানে কি আছে মেখেটাব মনে। পূজাব সময চাৰিদিকে আনন্দ উৎসব, বিধানও কাছে নাই যে ছেলেব মৃদু দেখিয়া মনটা একটু শান্ত হয়। ছেলে বড় হইয়াছে তাই আব কলেজ ছুটি হইলে ছুটিয়া মাব কাছে আসে না, বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে যায়।

শীতল বোধ হয় বাহিরে তাসেব আশ্রয় বসিযা আছে শ্যামার বাবণ না মানিযা সে আজ সিন্ধি গিলিযাছে একবাশি। কে আছে শ্যামার?

সারাদিনের খাটুনির পর শরীর শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, মনের মধ্যে একটা দঃসহ ভার চাপিয়া আছে, কত যে একা আর অসহায় মনে হইতেছে নিজেকে সেই শূদ্ধ তা জানে, এতটুকু সাহুনা দিবারও কেহ নাই।

ভাল করিয়া আলো হওয়ার আগে উঠিয়া শ্যামা বকুলের ঘরের দরজার চোখ পাতিয়া দাওয়ার বসিয়া রহিল। বকুল বাহির হইলে একবার সে তাহার মুখখানা দেখিবে। খানিক বসিয়া থাকিয়া শ্যামার লজ্জা করিতে লাগিল, এদিক ওদিক সে একটু ঘুরিয়া আসিল, পুকুর ঘাটে গিয়া মূখে চোখে জল দিল। এও এক শরৎকাল, শ্যামার জীবনে এমন কত শরৎ আসিয়া গিয়াছে। পুকুরের শীতল জল, ঘাসের কোমল শিশির শ্যামাব মূখে আব চরণে কত কি নিবেদন জানায়। সে কি একদিন বকুলের মত ছিল? কবে?

তাবপর ভিতরে গিয়া শ্যামা দেখিল, বকুলের ঘরের দবজা খোলা। কিন্তু বকুল কোথায়? শ্যামা এদিক ওদিক তাকাষ, সম্মুখ দিয়া পাব হইয়া যাওয়ার সময় ভিতরে চাহিয়া দ্যাখে মশারি তোলা, বিছানা খালি, বকুল খা মোহিনী কেউ ঘরে নাই। এত ভোরে কোথায় গেল ওরা? শ্যামা গালে হাত দিয়া সিঁড়িতে বসিয়া রহিল।

রান্নাঘরের পাশ দিয়া চোরের মত বাড়িতে ঢুকিয়া শ্যামাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দৃজনেই তাহারা লজ্জা পাইল। মোহিনী ঘরে চলিয়া গেল। বকুল প্লথ পদে মার কাছের আসিল।

কোথা গিয়েছিলি বকুল?

বকুল কথা বলে না। পাশে বসাইয়া শ্যামা একটা হাতে তাহাকে বেটন করিয়া থাকে। তাই বটে, তেমনি রান্না বটে বকুলের মুখ, ঢেঁকিঘবে সেদিন শ্যামা যেমন দেখিয়াছিল। শূদ্ধ আজ ওর চোখ দুটি ছলছল নয়।

দশমীর দিন বেলা দশটার সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে বিধান আসিল। শ্যামা আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, তুই যে চলে এলি থোকা? মন টি'কল না বন্ধি সেখানে তোয়?

হঠাৎ শ্যামার মন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। সেদিন ভোরে মোহিনীর সঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়া বকুলের মুখ যে রান্না হইয়াছিল তা দেখিবার পরেও

শ্যামার মন কি ভার হইয়া ছিল? ছিল বৈকি! শ্যামার ভাবনা কি শূন্য বকুলের জন্য। এমনি শরৎকালে যাকে শ্যামা কোলে পাইয়াছিল, সোনার টুকরার সঙ্গে লোকে যাকে তুলনা করে, তাকে না দেখিলে শ্যামার ভাল লাগে না। মোহিনীর জন্য মাছ মাংস রাখিতে রাখিতে উন্মনা হইয়া চোখের জল সে ফেলিয়াছিল কার জন্য?

বিধান আসিয়াছে। আব শ্যামার দুঃখ নাই। পৃথিবীতে শরৎ আসিয়াছে হাসির মত, এতদিন শ্যামা হাসিতে পাবে নাই। এবার শ্যামার মুখেও হাসি ফুটিয়াছে।

পরদিন বকুলকে বিদায় দিয়াও শ্যামার দুঃখ তাই বেশিক্ষণ স্থান বহিল না। বামা ঘবে গিয়া তার কাছে পিঁড়ি পাতিয়া বিধান বসিতে না বসিতে কখন যে সে ভুলিয়া গেল মেয়ের বিরহ!

### নয়

শ্যামার মনে আবার নির্বিড় হইয়া আর্থিক দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এবার আর কোনদিকে সে উপায় দেখিতে পায় না। আগে দুর্ভবস্থায় পড়িয়া একটা ভরসা সে করিতে পারিত। বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিলে মোটা কিছু টাকা পাওয়া যাইবে। এখন সে ভরসাও নাই। বাড়ি বিক্রয় অতগদূলি টাকা কেমন করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল? অপচয় করিয়াছে নাকি সে? হযত আরও হিসাব করিয়া খরচ করা উচিত ছিল। এক সঙ্গে অনেকগদূলি টাকা হাতে পাইয়া নিজেকে হয় তো সে বড়লোক ঠাওরাইয়াই বসিয়াছিল।

তবে একথা সত্য যে এ ক'বছর একটি পরিসাও ঘরে আসে নাই। ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিলেও কলসীর জল একদিন শেষ হইয়া যায়। বিধানের পড়ার খরচও কি সহজ! বকুলের বিবাহেও ঢের টাকা লাগিয়াছে।

কিস্তি এখন উপায়?

শ্যামা এবার একটু মন দিয়া শীতলের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিল। খায় দায় তামাক টানিয়া তাস পাশা খেলিয়া দিন কাটায়, হাঁটে একটু খোঁড়াইয়া, বদহজমে ভোগে, রাগে ভাল ঘুম হয় না। তবু কিছ্ কি শীতল করিতে পারে না? ঘরে বসিয়া থাকিয়াই হয়ত সে একেবারে সারিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কাজে কর্মে মন দিলে হয়ত সুস্থ হইবে!

চুলে শীতলের পাক ধরিলছে। বিবর্ণ কপালের ঠিক উপরে এক-গোছা চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। না, বয়স শীতলের কম হয় নাই। বিবাহ সে বেশি বয়সেই করিয়াছিল, বয়স এখন ওর পঞ্চাশের কাছে গিয়াছে বৈকি। তবু, পঞ্চাশ বছর বয়সে পুরুষ মানুষ কি রোজগার করে না? হারান পয়ষাট্টি বছর পর্যন্ত কতটাকা উপার্জন করিয়াছে শীতল কি কিছ্, ঘরে আনিতে পারে না, সংসামান্য? পঞ্চাশটা টাকা অন্তত? আর কিছ্ হোক বা না হোক, বিধানের পড়ার খরচ তো দিতে হইবে।

মৃদু মৃদু শীত পড়িয়াছে। কৌচার খুঁট গায়ে জড়াইয়া বাহিরের অঙ্গনের জাম গাছটার গোড়ায় বেতেব মোড়াতে বসিয়া শীতল তামাক টানে। বাড়ির পোষা কুকুরটা পায়ের কাছে মৃদু গুঁজিয়া চপচাপ শুনইয়া থাকে মাঝে মাঝে শীতলের পা চাটিয়া দেয়। কুকুরটার সঙ্গে শীতলের বড় ভাব। কুকুরটো তার বড় বাধ্য। শ্যামা কাছে আসিয়া মানুষ ও পশুর চোখ-বোজা নিবিড় তৃপ্তির আলস্য চাহিয়া দ্যাখে।

কিস্তি উপায় কি? শ্যামার আর কে আছে, কে তার জন্য বাহির হইবে উপার্জন করিতে?

ধীরে ধীরে মিষ্টি করিয়াই কথাগুলি সে বলে, ভীত বিস্মিত চোখে তার মূখের দিকে চাহিয়া শীতল শুনিয়া যায়। কিছ্ সে যেন বদ্বিতে পারে না, সংসার, কর্তব্য, টাকার অভাব, খোকার পড়া সব জড়াইয়া শ্যামা যেন তাকে ভয়াবহ শাসনের ভয় দেখাইতেছে।

শীতল মাথা নাড়ে, সন্দেহভাবে। সে কি করিবে? কি করিবার ক্ষমতা তার আছে? শিশুর মত আহত কণ্ঠে সে বলে, আমার যে অসুখ গো?

অসুখ তা জানি, সেরে তো উঠেছ খানিকটা, ঠাকুরজামাইকে বলে কম

খাটুনিব একটা কাজ টাক্স তুমি করতে পাববে। আমি আব কতকাল চালাব ,  
বাড়ির টাকা পেলে, বাড়িটা কাব?—শীতল বলে।

বটে। তাই তবে শীতল মনে কবিযাছে, তার বাড়িব টাকায় এতকাল  
চলিয়াছে আর তাহাব কিছু কবিবাব প্রযোজন নাই এতকাল সেই সংসাব  
চালাইয়াছে এই কথা ভাবিয়া বাখিয়াছে শীতল? এবাব তাই তাহাব বসিয়া  
ধাকাব অধিকার জন্মিয়াছে।

এসব জ্ঞান তো টনটনে আছে দেখি বেশ!—শ্যামা বলে।

কুকুবটা উঠিয়া যায়। শীতলের দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ কবে।  
তাবপব আবাব কাতব কণ্ঠে সে বলে আমার অসুখ যে গো।

একদিনে হাল ছাড়িবার পাত্রী শ্যামা নষ। বাব বাব শীতলকে সে  
তাহাদেব অবস্থাটা বুঝাইবাব চেষ্টা কবে। কডা কথা সে বলে না লজ্জা  
দেখ না অপমান কবে না। আবাব বাহিব হইয়া ঘবে টাকা আনা শীতলের  
পক্ষে এখন কত কঠিন সে তা বোঝে পাবুক না পাবুক গা ঝাড়া দিয়া  
উঠিয়া শীতল একবাব চেষ্টা কবুক এইটুকু শুধু তাব ইচ্ছা।

বাখালকে শ্যামা একদিন বলিয়াছিল ঠাকুবজামাই আবাব তো আমি  
নিবুপাষ হলাম?

কেন? অতটাকা কি কবলে বোঁঠান? বলছিললাম টাকা তুমি বাখতে  
পাববে না—

ঠাকুবজামাই ছেলেকে আমার বি-এটা আপনি পাশ কবিযে দিন।

পডার খবচ দেবাব কথা বলছ বোঁঠান—

হ্যাঁ বাখাল এবাব বাগ কবিযাছিল। সে কি বাজা না জন্মিদাব?  
কতটাকা মাহিনা পাষ সে শ্যামা জানে না? একি অন্যায় কথা যে শ্যামা  
ভুলিয়া যায় ক্ষমতাব মানুষেব একটা সীমা আছে আজ কতবছর শ্যামা  
সকলকে লইয়া এখানে আছে কত অসুবিধা হইয়াছে বাখালেব কত  
টানাটানি গিয়াছে তাহাব কিন্তু কিছু সে বলে নাই বলে নাই এই ভাবিয়া  
যে ষতদিন তাব দুমুঠা ভাত জুটিবে শ্যামার ছেলেমেয়েকে একমুঠা তাকে  
দিতে হইবে সেটা তাব কর্তব্য। তাই কি শ্যামা যথেষ্ট মনে করে না একটা  
ছাঁপোষা মানুষেব পক্ষে?

ঠাকুরজামাই, একবছর আমিও তো কিছু কিছু সংসার খরচ দিবেছি ? বলিয়া শ্যামা সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ করে। অনুগ্রহ চাহিতে আসিয়া এমন কথা বলিতে আছে। মদুখনা তাহার শূদ্রকাইয়া যায়। রাখাল বলে, তা জানি বোঁঠান, আজ বলে নব গোড়া থেকে জানি কৃতজ্ঞতা বলে তোমাব কিছু নেই। যাক, আমার কর্তব্য আমি কর্বেছি, নিন্দা প্রশংসার কথা তো আর ভাবিনি, এখানে থাকতেও তোমাদের আমি বাবণ করবিনে, তার বেশি আমি কিছু পারব না বোঁঠান, আমার মাপ কর—এই হাত জোড় কবলাম তোমাব কাছে।

শীতলের একটা ব্যবস্থা ? বিধানের পড়াব খবচ না দিক শীতলের জন্য বাখাল কিছু করিতে পাবে না ?

শীতল ? বাখাল অবাক হইয়া থাকে। শীতল চাকবী করিবে, ওই অসুস্থ আধপাগলা মানষটা ! কি বলছ বোঁঠান তুমি, তোমাব কি মাথাটাখা খারাপ হযে গেছে ?

আমাব যে উপায় নেই ঠাকুরজামাই ?

শেষে বাখাল বলে, আচ্ছা দেখি।

বাখাল সতাই চেষ্টা করিল। শীতল বহুকাল কলিকাতার প্রেসে বড় চাকরি করিয়াছে, এই সব বলিয়া কহিয়া বোধ হয় স্থানীয় একটা ক্ষুদ্র ছাপাখানায় একটা কাজ সে যোগাড়ও করিয়া ফেলিল শীতলের জন্য। বেতন পনের টাকা। কাজ কর্ম দেখিবে, খাতা পত্র লিখিবে মফস্বলের স্খাট ছাপাখানা, কাজ সামান্যই হয়, শীতল পারিবে হয়ত।

খবর শুনিয়া শীতল বিবর্ণ হইয়া বলিল, অসুখ যে আমার আমি পাবব কেন ? কলম ধবলে আমার যে হাত কাঁপে আমি যে লিখতে পাবিনে রাখাল ?

শ্যামা বলিল, আগে থেকে ভড়কাছ কেন বলত ? গিয়েই দ্যাখো না পার কি না, দুদিন যেতে আবস্ত কবলে সব ঠিক হযে যাবে।

কোথায় পণ্ডাশ, কোথায় পনের। পণ্ডাশই বা কেন ? ছাপাখানার কাজ করিয়া তিনশ' টাকাও তো শীতল একদিন মাসে মাসে যবে আনিয়াছে। তবে আজ সে কথা ভাবা মিছে। সেদিন আর ফিরিবে না, সে শীতল নাই, সে



শ্যামাও নাই। পঞ্চাশ টাকার আশা করিয়া পনের টাকাতেই শ্যামা এখন খুঁসি হইতে জানে।

শীতল আর্পিসে যায়। ছাপাখানা প্রায় আধ মাইল দূরে। স্নান করিয়া খাইয়া শীতল ছেঁড়া কোর্ট গায়ে চাপায়, বিষন্ন সন্ধ্যার মধ্যে হৃদয় কয়েকটা শেফটান দিয়া মোটা লাঠিটা বাগাইয়া ধরে। বড় দুর্বল পা দুটি শীতলের, লাঠিতে ভর দিয়া সে গদাটিগদাটি হাঁটিতে আরম্ভ কবে। পোষা কুকুরটি তখন উঠিয়া দাঁড়ায়, লেজ নাড়িতে নাড়িতে সে শীতলের সঙ্গে যায়। পুকুর ঘুরিয়া গলি পথ পাব হইয়া বড় সদব বাস্তা পর্যন্ত শীতলকে আগাইয়া দিয়া আসে।

বকুল চিঠি লিখিয়াছে, সে ভাল আছে। বিধান চিঠি লিখিয়াছে সেও ভাল আছে। সকলে ভাল আছে।

শরীরটা শ্যামারও বহুকাল ভালই আছে। দুবেলা রাঁধে, সংসারেব কাজকর্ম করে, অবিশ্রাম খাটুনি শ্যামার, শক্ত সবল দেহ না থাকিলে কবে শ্যামা ক্ষয় হইয়া যাইত। এত খাটিতে হয় কেন শ্যামাকে? আশ্রিতার সমস্ত অবসর মৃদুতর্গদলি কেমন করিয়া কর্তব্যে ভরিয়া ওঠে কেহ টেরও পায় না। একদিন দেখা যায় ভোব পাঁচটা হইতে রাত এগারোটা অবধি যত কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব সব সে করিতেছে একা।

কস্তাপাড় মোটা একখানা সাড়ি পরিয়া শ্যামা কাজ কবে, দেখিয়া কে বলিবে সে এ বাড়ির দাসী নয়। হাতের চামড়া তাহাব কর্কশ হইয়াছে থাবা হইয়াছে বড়, আধমণ জলের বালতি সে অবলীলাক্রমে তুলিয়া নেয়, গায়ে এত জোর। ছেলেমেয়েরা বড় হইয়াছে, বাত্রে তাহাকে বারবার উঠিতে হয় না, বিধানও এখানে নাই যে জাগিয়া বসিয়া সে তাহার পাঠরত পুত্রের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবিবে, কাজকর্ম শেষ করিয়া শোয়া মাত্র শ্যামা ঘুমাইয়া পড়ে, কোথা দিয়া রাত কাটিয়া যায় সে টেরও পায় না। টাকার চিন্তা করে না শ্যামা? শীতলের পনের টাকার চাকরিতেই সে নির্ভাবনা হইয়া গিয়াছে নাকি! চিন্তার তাহার শেষ নাই। তবে রাত জাগিয়া কোন ভাবনাই সে ভাবিতে পারে না। সারাদিন সহস্র কাজের সঙ্গে ভাবনাব কাজটাও সে করিয়া যায়, অনেকটা কলের মত, পট্টাভ্যাসের মত। এমনি হইয়াছে,

আজকাল। আজীবন শ্যামা যে একা, কারো সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভাবিবার সুযোগ সে যে কোনদিন পায় নাই, অতীতের স্মৃতিতে, বর্তমানের সম্পদে বিপদে, ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনায় চিত্ত তাহার নিঃসঙ্গ, নির্ভরহীন।

ফণী একবার নিউমোনিয়ায় মরমর হইয়া বাঁচিয়া উঠিল, মন্দার যমজ ছেলে দুটির একজন, সে কাল, মরিল জ্বর-বিকাবে। পড়াশোনা ভাই দুটি বেশি দূর করে নাই, পাটের ব্যবসা আবস্ত করিয়াছিল। গত বছর একদিনে এক লগ্নে দু'ভাইয়ের বিবাহ দিয়া মন্দা আনিয়াছিল দুটি বোঁ! শ্যামাব' জীবনে ওদের বিশেষ কোন স্থান ছিল না, কাল,ব মরণ শ্যামার কাছে বিশেষ কিছু শোচনীয় ব্যাপার নয়, তবু সেও যেন গভীর শোক পাইল। মন খারাপ হইয়া যাওয়া আশ্চর্য ছিল না। মামী বলিয়া কোনদিন খাতির না করুক, আশ্রিতা বলিয়া মাঝে মাঝে অপমানজনক ব্যবহাব করুক, স্বল্প কবিতা ওকে তো দুবেলা সে ভাত বাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এমন শোক কেন, পুত্রশোকের মত? কালকে মনে করিয়া, কঁচি বোঁটার বিধবাব বেশ দেখিয়া শ্যামার বৃকেব ভিতরটা পাক দিয়া যেন ভাঙিয়া যাইতে লাগিল, উল্হাদিনী মন্দাকে দুটি সবল বাহু দিয়া বৃকে জড়াইয়া ধবিয়া অসহ্য বেদনায শ্যামাও অজস্র চোখের জল ফেলিল। কেন তার এই অস্বাভাবিক ব্যথা?

পরে মন্দার শোকও যখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে তখনও শ্যামা যেন অশান্ত হইয়া রহিল মনে মনে। বহুসময় মনোবেদনা নয়, সাময়িক মনো-বিকাব নয় একটা দিনও যে হাসিয়া কথা বলে নাই সেই কাল,ব জন্য স্পষ্ট দুঃস্বপ্ন জন্মাল। শ্যামাব মত কালদুর বোঁও অল্প বয়সে বাপ-মাকে হাবাইয়া-ছিল, ইহাও শ্যামা যেন তাব জন্য পাগল হইয়া উঠিল, নিজের মেয়েকেও সে বুঝি এত ভাল কখনো বাসে নাই। বোঁএব বিধবা বেশ মন্দা দেখিতে পাবে না, নিজের শোক লইয়াই সে বিব্রত, বোঁ সামনে গেলে কখনো সে শাপিতে আরম্ভ করে, বোঁকে বলে মানুষথেকে রাঙ্কুসী, আবাব কখনো বৃকে জড়াইয়া হা হা করিয়া কাঁদে, তারপরেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, চোখের সামনে থেকে সরে যা তুই, সরে যা অলঙ্কারী। শ্যামার মমতায় কালদুর বোঁ বড় একটি আশ্রয় পাইল। শ্যামার প্রশস্ত বৃকে মাথা রাখিয়া সজল চোখে সে ঘুমায়, জাগিয়া ওঠে শ্যামারই বৃকে, সারারাত ঠাণ্ড একভাবে কাটাইয়া

শ্যামার পিঠের মাংসপেশী খিঁচিয়া ধরিয়েছে তবু সে নড়ে নাই, কণ্ঠ যে ভাবে বজ্রকীটের কামড় সহিয়েছিল তেমনি ভাবে দেহের যাতনা সহিয়েছে,— নড়িতে গেলে ঘুম ভাঙিয়া বোঁ যদি আবার কাদে ?

কালদূর জন্য শ্যামার শোক কেন বৃদ্ধিতে না পারা যাক, কালদূর বোঁএর জন্য তার ভালবাসা নিশ্চয় বকুলেব বিবহ ? কিন্তু তা যদি হয় তবে কালদূর জন্য শ্যামার এই শোক বিধানের বিরহ হইতে পাবে তো ।

ওসব নয় । আসলে শ্যামার মনটাই আগলা হইয়া আসিতেছে, পঁচিয়া যাইতেছে । গোড়াতে সাত বছর একদিকে পাগলা শীতলেব সঙ্গে বাস করিতে কবিত্তে কাঁচা বয়সের মনটা তাহার কু'ক্'ড়াইয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে ছিল মাতৃস্বলাভের প্রাণপণ প্রসারের ব্যর্থতা—দু'টি একটি সঙ্গী অথবা আত্মীয়-স্বজন থাকিলে যাহা তাহার এতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত না, ' কিন্তু একা পাইয়া সাত বছরে যাহা তাহাকে প্রায় কাবু করিয়া আনিয়াছিল,—এতকাল পবে এখন, জীবন-যুদ্ধে পবিত্রান্ত মনটাতে যখন তাহার আর তেমন তেজ নাই, সেই অস্বাভাবিকতা, সেই বিকাব আবার অধিকার বিস্তার করিতেছে ।

মানুষ নয় শ্যামা ? জীবনের তিনভাগ কাটিয়া গেল, এর মধ্যে এক-দিন সে বিশ্রাম পাইয়াছে ? দেহের বিশ্রাম নয় । দেহ তার ভালই আছে, গর্ভেব নবাগত সন্তানকে বহিয়া সে কাতর নয় । বিশ্রাম পায় নাই তার মন । এখন তাহার একটু সুখ শাস্তি ও স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে বৈকি । প্রসবের তিন-দিন আগেও শ্যামা একা একশ' জনের ভোজ রাঁধিয়া দিবে, শুধু পরের আশ্রয় হইতে এবার তাকে লইয়া চল, ভবিষ্যতকে একটু নিরাপদ করিয়া দাও, আর ওষুধের মত পথ্যের মত একটু স্নেহ দাও শ্যামাকে । একটু নিঃস্বার্থ অকারণ মমতা ।

স্বামী আর আত্মীয়স্বজন শ্যামার সেবা লইয়াছে । সন্তান লইয়াছে সেবা ও স্নেহ । প্রতিদানে সেবা শ্যামা চায় না । আজ শ্যামাকে কেহ একটু স্নেহ দাও ?

. বড়দিনের সময় বিধান আসিলে সুপ্রভা বলিল, বড় হয়েছে তোমি তোমার সব বোকা উঁচত বাবা, বাপ তো তোমার সাথেও নেই পাঁচও নেই— মার দিকে একটু তাকাও ? কি রকম হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাও না ? চাউনি

দেখলে বন্ধুকে মধ্য কেমন কবতে থাকে সেদিন দেখি বিড়বিড় কবে কি সব বকছে আপন মনে, আমাব তো ভাল মনে হয় না।

বিধানের দ্ব'চোখ ভবা বোষ, বলিল তবু তো খাটিষে মাঝেই।

সুপ্রভা আহত হইয়া বলিল আমাকে তুমি এমন কথা বললে বিধান, কত বলেছি আমি তুমি তাব কি জানবে? মাকে তোমাব একদণ্ড বসিষে বাখাব সাধ্য আছে কাবো? নইলে এতলোক বাড়িতে, তোমাব মা কিছ্ৰু না কবলে কাজ কি এ বাড়িব আটকে থাকবে?—সুপ্রভা অভিমান কবিল বেশ আমবা না হয় পব তুমি তো এসেছ এবাব পাব যদি বাখ না মাকে তোমাব বসিষে?

বিধান কাবো অভিমানকে গ্রাহ্য কাব না বলিল না ছোট পিসি মাকে আব এখানে আমি বাখব না, আমি নিতে এসেছি মাকে।

ওমা, কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে?

খবব বিটবামাত্র সুপ্রভাব মূখেই এই প্রশ্ন সকলের মখে গুজবিত হইতে থাকে। বিধান শ্যামাকে লইতে আসিযাছে? মাকে আব এখানে সে বাখবে না? কোথায় লইবে? কাব কাছে? অতটুকু ছেলে এখনো বি এটা পর্যন্ত পাশ দেয নাই এসব কি মতলব সে কবিযাছে?

পড়া ছেড়ে দিযেছিঁস খোকা? চাকরি নিযাছিঁস? আমাকে না বলে এমন কাজ কেন কবতে গেলি বাবা—বলিগা শ্যামা কাঁদতে আবস্ত কব।

বিধান বলে কাঁদছ কেন, এ্যা? ভাল খবব অনলায় কোথায় আত্মদ কববে তা নয় তুমি কান্না জুড়ে দিলে? পাশ তো দিতাম চাকরিব জনো? ভাল চাকরি পেযে গেলাম আব পাশ দিয কি কবব? ব্যাঞ্চে লোক নৈদাৰ জান্য পবীক্ষা হল শঙ্কব আমাকে পবীক্ষা দিতে বললে পাশ টাশ কবব ভাবিনি মা 'তিনশ' ছেলেব মধ্য খাৰ্ড হয় গেলাম। প্রথম সাতজনকে নিজে—নব্বই টাকায় সুব্দ।

নব্বই? বিশ প'চিশ টাকাব কেবাণী বিধান তবে হয় নাই? শ্যামা একটু শান্ত হয়, বলে, আমায় কিছ্ৰু লিখিসনি যে?

এটা বোঝানো একটু কঠিন শ্যামাকে। পড়াশোনা কবিযা বিধান এক দিন বড় হইবে, এত বড় হইবে যে চাবিদিকে বব উঠিবে ধন্য ধন্য—শ্যামাব

এ স্বপ্নের খবর বিধানের চেয়ে কে ভাল কবিতা বাখে? তাই পড়া ছাড়া চাকরি লইয়াছে চিঠিতে শ্যামাকে একথা লিখিতে বিধানের ভয় হইয়াছিল। শব্দ তাই নয়। বিধান ভাবিয়াছিল সে 'দুঃশ চাবশ' টাকার চাকরি করবে এই প্রত্যাশায় শ্যামা দিন গুণিতেছে নব্বই টাকার চাকরি শুনিয়া সে যদি ক্ষেপিয়া যায়।

পরীক্ষা পর্যন্ত আরও একটা বছর ছেলের পড়ার খরচ দিতে পারিবে না ভাবিয়াই শ্যামা যে ক্ষেপিয়া যাইতে বসিয়াছিল বিধান তো তাহা জানিত না চাকরিটা তাহাব নব্বই টাকার শুনিয়াই শ্যামা এমনভাবে কৃতার্থ হইয়া গেল যে বিধান অবাক হইয়া বহিল। সন্দিক্তভাবে 'স জিজ্ঞাসা কবিল খুঁসি হওনি মা তুমি।

খুঁসি হয় নাই! -খুঁসিতে শ্যামা আবেল তাবেল বকিতে আবস্ত কবে এতকাল শ্যামাকে যাবা অবহেলা অপমান কবিতাছে তাদের টিটকারি দেয় কলিকাতায় মস্ত বাড়ি ভাড়া নেয় বকুলকে আনে বিধানের বিবাহ দেয়, দাস দাসীতে ঘরবাড়ি ভাড়া ফেলে। তাবপব হাসিমুখে সকলকে ডাকিয়া বিধানের চাকরির কথা শোনায তাব দুধেব ছেলে নব্বই টাকার চাকরি যোগাড় কবিতাছে কাবো সাহায্য চায় নাই কাবো তোমামোদ কবে নাই—বল তো বাছা এবাব তাদের মূখ বহিল কোথায় ছেলেকে আমাব পড়ার খরচটুকু পর্যন্ত যাবা দিতে চায় নি। কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় শ্যামা সত্যিই ঠা্ড অকৃতজ্ঞ। এতগুলি বছর যাব আগ্রহে সে থাকিতাছে এখন ছেলের চাকরি হওয়ায় নিন্দা আবস্ত কবিতাছে তাব। এবা যে কত কবিতাছে তাব জন্য সব সে ভুলিয়া গিতাছে, মনে বাখিতাছে শব্দ দুটি বিচ্যুতি, অপমান অবহেলা। মন্দা বাগিয়া বলে খনি তুমি বোঁ, এতও ছিল তোমাব পেটে পেটে। এত যদি কষ্ট পেয়েছ তুমি এথেনে থেকে থাকলে কেন? নিজের বাজ্যপাটে গিষে বসলে না কেন বাজ্যবাণী হয়ে? আজ পাঁচ বছর তোমাদের পাঁচটি প্রাণীকে আমি পুষলাম ছেলে পড়লাম মেয়ে বিয়ে দিলাম তোমাব, আজ দিন পেয়ে আমাদের তুমি শাপছ।

অবাক হইয়া শুনিয়া শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, না ঠাকুরাণ, তোমাদের কিছু বলনি তো আমি কেন বলব তোমাদের? কম কবেছ আমার

তোমরা! আমাকে কিনে রেখেছ ঠাকুরবি, তোমাদের ঋণ আমি সাত জন্মে শোধ দিতে পারব না। তোমাদের নিন্দে করে একটি কথা কইলে মৃথ আমার খসে যাবে না, কুষ্ঠ হবে না আমার জিভে!—বলে আর হাউ হাউ করিষা কর্দিয়া শ্যামা ভাসাইয়া দেয়।

শ্যামা কি পাগল হইয়া গিয়াছে? এতদিনে তার আবাব সুখের দিন সুরু হইল। এমন সময় মাথাটা গেল তার খারাপ হইয়া? অনেক বলিয়া বিধান তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল, বারবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হয়েছে মা?—তারপর শ্যামা অসময়ে আজ ঘুমাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া সে যখন জাগিল আর তাকে অশান্ত মনে হইল না। সে শান্ত নীরব হইয়া রহিল।

কত কথা শ্যামার বলবার ছিল, কত হিসাব কত পরামর্শ, কিন্তু এক অসাধারণ নীরবতার সব চাপা পড়িয়া রহিল। বিধান বলিল, কলিকাতায় সে বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিয়াছে, শ্যামা জিজ্ঞাসাও করিল না কেমন বাড়ি, ক'খানা ঘর, কত ভাড়া। এতকাল এখানে থাকিয়া তার চাকরি হওয়ামাত্র একটা মাসও অপেক্ষা না করিষা সকলের চলিয়া যাওয়াটা বোধ হয় ভাল দেখাইবে না, বিধান এই কথা বলিলে শ্যামা সাথ দিয়া গেল। কিন্তু ঝোঁকের মাধ্যম বাড়িটাড়ি যখন সে ঠিক করিয়াই আসিয়াছে দু'চার দিন, পরে চলিয়া তাদের যাইতে হইবে, বিধান এই কথা বলিলে শ্যামা তাতেও সায় দিল। ছেলের সব কথাতেই সে সায় দিয়া গেল।

শেষে বিধান বলিল, পঁড়া ছেড়েছি বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করেছ মা।

শ্যামা একটু হাসিল, না খোকা রাগ করিনি, বড় হয়েছে এখন তুমি বুঝে শূনে যা করবে তাই হবে বাবা, তোমার চেয়ে আমি তো ভাল বুঝিনে, আমার বুদ্ধি কতটুকু?

কাজে যোগ দিতে বিধানের দিন দশেক দেরি ছিল, যাই যাই করিয়াও দিন সাতেক এখানে তাহারা রহিয়া গেল। শীতল চাকরি ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিত মনে জামগাছের তলে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল, পোষা কুকুরটি শূইয়া রহিল তাহার পায়ের মধ্যে মৃথ গুঁজিয়া। শীতলের ইচ্ছা আছে কুকুরটিকেও সঙ্গে লইয়া যাইবে কলিকাতায়, কিন্তু মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে তার সাহস হইল না।

পাগল হওয়ার আর কোন লক্ষণ শ্যামার দেখা গেল না, সেদিন ঘুমাইয়া উঠিয়া তাব যে অসাধারণ নীরবতা আসিয়াছিল তাই শূদ্ধ কার্ণামি হইয়া বহিল। আর যেন তাহার কোন বিষয়ে দায়িত্ব নাই, মতামত নাই, সে মৃতি পাইয়াছে। জীবন যুদ্ধ তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে এবাব বিধান লড়াই চালাক, বিধান সব ব্যবস্থা কবুদ্ধ, সংসারের ভাল মন্দেব দায়িত্ব থাক বিধানের শ্যামা কিছু জানে না, জানিতে চাহে না,—যরের মধ্যে অন্তঃপদেব গোপনতায় তাব যা কাজ এবাব তাই শূদ্ধ সে কবিবে : উপকরণ থাকিলে রাখিয়া দিবে পোলাউ, না থাকিলে দিবে শাক ভাত। বিধান তাহাকে এখানে রাখিলে এখানেই সে থাকিবে, কলিকাতা লইয়া গেলে কলিকাতা যাইবে সব সমান শ্যামাব কাছে। বিধানের চাকুরি-লাভও শ্যামার কাছে যেন আর উল্লাসেব ব্যাপার নয় খুবই সাধারণ ঘটনা। এই তো নিষম সংসারের? স্বামী পুত্র উপার্জন কবে স্ত্রী ও জননী ভাত বাঁধে। আব ভালবাসে। আব সেবা-স্বল্প কবে। আব নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে অক্ষম অমব একটি নির্ভরে।

শহরতলীতে নয় এবাব খাস কলিকাতায় নতুন বাড়িতে শ্যামা নতুন সংসার পাতিল। বাড়িটা নতুন সন্দেহ নাই এখনো বড়োব গন্ধ মেলে। দোতারা বাড়ি একতলাতে বাড়িওলা থাকে। দোতারাব মাঝামাঝি কাঠের ব্যবধান প্রত্যেক ভাগে দু'খানা ঘর। বাম্নাব জন্য ছাদে দুটি ছোট ছোট টিনেব চালা। শ্যামাবা থাকে দোতারাব সামনেব অংশটিতে, বাস্তাব উপরে ছোট একটু বাবান্দা আছে। একটি স্বামী ও দুটি কন্যা সহ অপব অংশে বাস কবে প্রীমতী সবসুখালা দে পাশকরা ধাত্রী।

সবসু যেন বেণ্টে তের্মিন মোটা, ফুটবেলব মত দেখিতে। দেহেব ভাবেই সে যেন সব সময় হাঁপায়। কাজে যাওয়াব সময় সে যখন সাদা কাপড় ঢাকা রিক্সা চাপে আব শীর্ণকাষ কুলিটি বিস্ত টানিয়া লইয়া যায় উপর হইতে দেখিয়া শ্যামা হাসি চাপিতে পাবে না।

সবসু মেয়ে দুটি সুন্দরী। বড মেয়েটির নাম বিভা বিধানের সে সমবয়সী হইবে মেয়ে স্কুলে গান শেখায়। ছোট মেয়েটির নাম শাম্, বিধানের বৌ হইলে মানাষ এমনি বয়স, পড়ে স্কুলে। সবসু সাধ শাম্কে

মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করাইয়া একেবারে ডাক্তার করিয়া ছাড়িবে—  
পাশ করা ধাত্রী নয়, লেডি ডাক্তার। লেডি ডাক্তাররা বড় অবজ্ঞার চোখে  
দেখে সরষকে, এতটুকু নিজের বুদ্ধি খাটাইতে গেলেই বকে। মেয়েকে এম.  
বি করিতে পারিলে গায়ের জ্বালা সরষর হয়ত একটু কমিবে—অন্তত  
তাই আশা।

ওমা, সে কি, মেয়েদের বিয়ে দেবেন না দিদি? শ্যামা বলে।

করুক না বিয়ে? আমি কি ধরে রেখেছি? - বলিয়া সরষ হাসে।

ওদের ব্যাপারটা শ্যামা ভাল বুঝিতে পারে না। সরষর স্বামী নৃত্যলাল  
কিছু করে না, বসিয়া বসিয়া খায় শীতলেব মত, তবু গরীব ওরা নয়।  
সরষ নিজে মন্দ রোজগার করে না, বিভাও পঞ্চাশ টাকা করিয়া পায়। কানা  
খোঁড়া কুৎসিতও নয় মেয়ে দুটি সবষর। বিবাহ দেয় না কেন ওদের? বাধা  
কিসের? বিভার মত বয়স পর্যন্ত বকুলকে অবিবাহিতা রাখিলে শ্যামা তো  
ক্ষেপিয়াই যাইত। ভাবনা হয় না সবষর?

কি আনন্দেই ওরা দিন কাটায়। সাজিয়া গর্জিয়া ফিটফাট হইয়া থাকে,  
গান করে, গ্রামোফোন বাজায়, দিবারান্ত্রি শ্যামার কানে ভাসিয়া আসে ওদের  
হাসির শব্দ। মেয়ে দুটি শূদ্ধ নয়, মোটা সরষ পর্যন্ত যেন উল্লাসের একটা  
হাল্কা হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়ায়। বাপ মা আর মেয়েরা যেন বন্ধু, সমান-  
ভাবে তাহারা হাসি-তামাসা করে, তাস খেলে চারজনে মিলিয়া, একসঙ্গে  
সিনেমা দেখিতে যায়। বাড়িতে লোকজনও কি আসে কম। সকলে তাহারা-  
ধাত্রী ডাকিতে আসে না। অনেক বন্ধুবান্ধব আছে ওদের,—স্ত্রী ও পুরুষ।  
তাদের মধ্যে কষেকটি যুবক যে প্রায়ই কেন আসে শ্যামা তাহা বেশ বুঝিতে  
পারে। কাঠের বেড়ার একটি ফোকরে চোখ রাখিয়া ও-বাড়িতে পুরুষ ও  
নারীর নিঃসঙ্কেচ মেলামেশা দেখিয়া শ্যামা থ বনিয়া যায়, গান শুনিতে  
শুনিতে তাহার ভাত পোড়া লাগে।

বিভা এ-বাড়িতে বেশ আসে না, সে একটু অহংকারী। শাম্ হরদম  
আসা-যাওয়া করে। শাম্‌র প্রকৃতিটা শ্যামার একটু অদ্ভুত মনে হয়, একদিকে  
যেমন সে সরল অন্যায়েকে আবার তেমনি পাকা। পোকা'য় কাটা ফুলের মত  
সে, খানিক অসাধারণ ভাল খানিক অসাধারণ মন্দ। এমনি বয়সে বিবাহ



হইয়া বকুল স্বশূরবাড়ি গিয়াছে, মেয়েটাকে শ্যামাব একটু ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, শিশুর মত সরল আগ্রহের সঙ্গে শামু তাহার ভালবাসাকে গ্রহণ করে, শ্যামা হয় খুঁসি। কিন্তু বিধানের সঙ্গে শামুর আলাপ করিবার ভীষণটা শ্যামার ভাল লাগে না। কেমন সব হেঁয়ালিভরা ঠাট্টা শামু করে, কেমন দুষ্টু দুষ্টু মর্চুক হাসি হাসে, আড়চোখে কেমন করিয়া সে যেন বিধানের দিকে তাকাষ, —সকলের সামনে কি একটা অঙ্কুরিত কৌশলে সে যেন গোপন একটা ভাবতরঙ্গ তার আর বিধানের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া রাখে। অতিশয় দুর্বোধ্য, সুক্কম ও গভীর একটা লুকোচুরি খেলা। শ্যামা কিছু বদ্বিতে পারে না, তবু ভালও তাহার লাগে না। একটু সে সতর্ক হইয়া থাকে। শামু বিধানের ঘরে গেলে মাঝে মাঝে নানা ছলে দেখিয়া আসে ওরা কি করিতেছে। কোনদিন শামুকে বিধান পড়া বলিয়া দেয়, সেদিন শামুর শ্রদ্ধাপূর্ণ নিরীহ ভাবটি শ্যামার ভাল লাগে। কোনদিন বিধান জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলে, বদ্বিতে না পাবিয়া। শামু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাষ, আব থাকিয়া থাকিয়া ঢোক গেলে, সেদিনও শ্যামাব মন্দ লাগে না। সে অসন্তুষ্ট হয় সেদিন, যৌদিন শামু করে দুষ্টামি। দ্বজার বাহিরে শ্যামা থমকিয়া দাঁড়ায়। চোখ ঘুরাইয়া মদ্বখর্জি করিয়া শামু কথা বলে, বিধানের মদ্বখের কাছে তর্জনী তুলিয়া শাসায়, তারপর হাসিয়া যেন গলিয়া পড়ে—দেখিয়া বাগে শ্যামাব গা রি রি করিতে থাকে। এক নিলম্বজ ব্যবহার অতবড় আইবুড়ো মেয়েব! এত কিসের অন্তরঙ্গতা? বিধান ওকে এত প্রশয় দেষ কেন?

ঘরে ঢুকিয়া শ্যামা বলে, কি হচ্ছে তোদের!—খুব সাবধানে বলে। বিধান না টের পায় সে অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

শামু বলে, মাসিমা, আপনাব ছেলে বাজি হেবে দিচ্ছে না— দিন তো শাসন করে?

কিসের বাজি বাছা?—শ্যামা বলে।

বললে জিভ দিয়ে আমি যদি নাক ছুঁতে পারি দদ্বটাকাব সন্দেশ খাওয়াবে। নাক ছুলাম, এখন দিচ্ছে না টাকা।

জিভ দিয়া নাক ছোঁয়া? এই ছেলেমানুষী ব্যাপার লইয়া ওদের হাসাহাসি? ছি, কি সব ভাবিতেছিল সে! তার সোনার টুকরো ছেলে, তার

সম্বন্ধে ওকথা মনে আনাও উচিত হয় নাই। শ্যামা অপ্রতিভ হইয়া যায়।

বিভা আসিলে বসে না, দাঁড়াইয়া দ্ব'চারটি কথা বলিয়া চলিয়া যায়। আচল লুটানো শিথিল-কবরী বিলাসী বাবু মেয়ে সে, উদাসী আনমনা তার ডাব, এ বাড়ির সকলের কত গভীর অপবাধ সে যেন ক্ষমা করিয়াছে এমন উদার ও নম্র তাহার গর্ব। রাজরাণী যেন সখ করিয়া দরিদ্র প্রজার গৃহে আসিয়াছে স্মিত একটু হাসি, ছেঁড়া লেপ তোষক ভাঙ্গা বাস্ত্র প্যাটবা ময়লা জামা কাপড় দেখিয়াও নাক-না-সিঁটকানোর মহৎ উদাবতা, এই সব উপহাস দিয়া সে চলিয়া যায়। বসিতে বলিলে বলে, এই যে বাসি, এসার জন্য কি, বসেই তো আছি সারাদিন। এদিক ওদিক তাকায় বিভা, শ্যামাব হাঁড়ি কলসী, লোহার চায়ের কাপ, ছেঁড়া চটেব আসন, গোবর লেপা ন্যাতা সব লক্ষ্য করে—কিন্তু না, বিভার স্বপন-লাগা চোখে সমালোচনা নাই। কৃষ্ণম না-থাকা নয়, সত্যই নাই। শ্যামা গামছা পরিয়া গা ধোয় বলিয়া বিভা তাকে অসভ্য মনে করে না, হাসে না মনে মনে। সে শূন্য দুঃখ পায়। তার দয়া হয়। খাঁটি সমবেদনার সঙ্গেই সে মনে করে যে অহা, একটু শিক্ষা দীক্ষা পাইলে এমনটা হইত না, সকলের সামনে গামছা পবিত্রে শ্যামা লজ্জা পাইত।

হাসি যদি কখনো পায় বিভাব, সে বিধানের জন্য। ইঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া বিভাকে দেখিলে আবাব সে ঘরে ঢুকিয়া যায়, বিভা যেন অসুখ-অপশ্যা অন্তঃপুরচারিণী, নিচের বাড়িওয়াদাব মেয়ে-বৌএর মত লজ্জাশীলা। বিধান নিজে লজ্জা পাইয়া সবিষা গলে কথা ছিল না, বিভার লজ্জা বাঁচানোর জন্য ভদ্রতা করিয়া সে সরিয়া যায় বলিয়াই বিভার হাসি পায়।

আপনার বড় ছেলে বড়ি? —সে জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামা বলে, হ্যাঁ।

এত অল্প বয়সে পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকেছেন?

দুঃখের সংসার মা, উপায় কি! নইলে ছেলে আমার বড় ভাল ছিল পড়াশোনায়, ওর কি এ সামান্য চাকরি করার কথা? —বলিয়া শ্যামা নিশ্বাস ফেলে, কি পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি হয় না, তাই দেবার জন্যে তাঁর হাঁজল, ভগবান বিরূপ হলেন।

বিভা বলে, ও।

শ্যামার একদিকের প্রতিবেশিরা এমনি। নিচের তলার বাড়িওলা তাদের মতই ধরোয়া গৃহস্থ মানুষ, সরস্বদের মত উড়ু উড়ু পাখী নয়। শ্যামার মত জাদেয়ও ছোট-ছেলের-গন্ধুরা ছেঁড়া লেপতোষক! ক'টা ছিলেন আদালতের পেন্সকার, পেনসন লইয়া এখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। প্রতি মাসের দুই তারিখে সকালবেলা ভাড়ার রিসিদ হাতে সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠিয়া ডাকেন, বিধানবাবু! নেতাবাবু! আছেন না কি?

বাড়িওলাব ছেলেমেয়ে বৌ নাতিনাতনিতে একতলাটা বোঝাই হইয়া থাকে, -ক'খানা মাত্র ঘর, কি করিয়া ওদেব কুলায় কে জানে। তিনটি বিবাহিত পুত্রকে তিনখানা ঘর ছাড়িয়া দিলে বাকি সকলে থাকে কোথায়? বাকি ঘর তো থাকে মোটে একখানি। কতটা গিন্নি, একটি বিধবা মেয়ে, ছোট মেয়ে আর মেয়ের জামাইও এখানে থাকে তাবা, পেটে-ট ওষুদেব ক্যানভাসার ভাইপোটি, সকলে ওই একখানা ঘরে থাকে নাকি? প্রথমটা শ্যামার বড় দুর্ভাবনা হইত। তাবপর একদিন বাত্রে বাঁধিয়া বাড়িয়া বাড়িওলা গিন্নির সঙ্গে খানিক আলাপ করিতে গিয়া সে ব্যাপার বন্ধিয়া আসিয়াছে। বড় দু'খানা ঘরের প্রত্যেকটির মাঝামাঝি এ দেয়াল হইতে ও দেয়াল পর্যন্ত তার টাঙ্গানো আছে, তাতে কুলানো আছে ছিটেব পর্দা। দিনেব বেলা পর্দা গুটানো থাকে, রাতে পর্দা টানিয়া দু'খানা ঘরকে চাবখানা করিয়া তিন ছেলে আর মেয়ে-জামাই শয়ন করে। পর্দাব উপরে একটি বিদ্যুত্তেব বাতি জ্বালিয়া দু'দিকের দৃষ্টিকে আলো দেয়।

সিঁড়ির নিচে যে স্থানটুকু আছে ক্যানভাসার ভাইপোটি সেখানে থাকে। নাম তাহার বনবিহারী। সিঁড়ির উপরে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে নিচে বনবিহারীকে দেখিতে পাওয়া যায়। সারাদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া রাতি আটটা নটার সময় সে ফিবিয়া আসে। ওষুধেব সূটকেশটি চৌকির নিচে ঢুকাইয়া জামাটি খুলিয়া সে পেরেকে টাঙ্গাইয়া দেয়, কাপড় গায়ে দিয়া চৌকিতে বসিয়া জুতার ফিতা খোলে। তারপর চৌকিতে পা তুলিয়া নিজের পা টিপিতে আবশ্য করে নিজেই। হঠাৎ বাড়িওলা গিন্নি ডাক দেয়, বনু এলি, বনু? পাউরুটি আনা হয় নি, ভোলা ভুলে এসেছে, যা তো বাবা মোড়ের

দোকান থেকে চট করে একটা রুটি নিয়ে আয়,—সকালে উঠে খাই খাই করে সবাই তো খাবে আমার। কোনদিন বড়বোঁ কোলের ছেলোটিকে দিয়া যায়, বলে, দেখো তো ভাই পার নাকি ঘুম পাড়াতে হেঁটে হেঁটে? ডানা আমার ছিঁড়ে গেল। কোনদিন বাড়িওলা স্বয়ং আসেন দাবার ছক লইয়া, বলেন, আয় বন্দু বসি একদান।—বন্দুর ভাত ঢাকা দিয়ে রাখো বোঁমা, দুধ থাকে তো দিও দিকি বন্দুকে একটু, দু' হাতাই দিও,—ক্ষীর করে রাখ বাকিটা। কালের মত ঘন কোরো না বাছা ক্ষীর, ঘন ক্ষীর খেয়ে আজ পেট কামড়েছে,—পাতলাই রেখো আর চিনি দিও একটু। ভান্দু, ও ভান্দু, তামাক দে দিকি মা—বড় কলকেতে দিস বেশি তামাক দিয়ে।

এসব দেখিয়া শূনিয়া শ্যামার চোখে যদি জল আসিত, সে জল সোজা গিয়া পড়িত বনবিহারীর মাথায় পথের ধূলায় ধূসর রুদ্ধ চুলে। এক একদিন বিভা আসিয়া দাঁড়ায়। ঝুঁকিয়া দেখিয়া ফিস ফিস করিয়া বলে, অনেক মানুষ দেখেছি, এমন বোকা কখনো দেখিনি মাসিমা। এমন কবে এখানে তোর পড়ে থাকা কেন? মেসে গিয়ে থাকলেই হয়।

রোজগারপাতি বদ্বি নেই।—শ্যামা বলে।

কুড়ি পঁচিশ ও যা পায় মাসিমা, একজনের পক্ষে তাই ঢের। তা'ছাড়া এমন করে থাকার চেয়ে না খেয়ে মরাও ভাল।—পদ্রুমান্দ্র নয় ও।

রাগে বিভা গরগর করে। শ্যামা একটু অবাক হয়, এত রাগ কেন বিভার? 'কোথায় কোন কাপদ্রুয যুবক ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে খেয়াল করিয়া বিচলিত হওয়ার স্বভাব তো বিভার নয়। হঠাৎ বিভা করে কি, ঝুঁকিয়া ডাক দেয়, বন্দুবাবু, মা আপনাকে ডাকছেন, উপরে আসবেন একবার?

বনবিহারী মুখ তুলিয়া ডাকায়, বলে, যাই।

সে উঠিয়া আসিলে শ্যামাকে অবাক করিয়া দিয়া বিভা তাহাকে বকে। রীতিমত খমকায়। বলে, কি যে প্রবৃত্তি আপনার বদ্বিনে কিছু, একেবারে আপনার ব্যাকুবোন নেই, সারাদিন ঘুরে এত রাতে ফিরে এলেন এখনও আপনাকে সংসারের কাজ করতে হবে? কেন করেন আপনি? আমি হলে তো সবাইকে চুলোয় যেতে বলে চাদর মর্দি দিয়ে শূয়ে পড়তাম, এত কি আহ্লাদ সকলের! বিনে মাইনের চাকর নাকি আপনি!—এমনি ভাবে কত

কথাই যে বিভা তাহাকে বলে। বাল সংসাবে এমন নিবীহ হইয়া থাকিলে চলে না। একটু শক্ত হইতে হয়। অপদার্থ জেলিফিশ তো নয় বনবিহাবী।

বলিতে বলিতে এত বাগিষা ওঠে বিভা যে হঠাৎ মৃদু ঘুদাইয়া গটগট কবিয়া সে ভিতবে চলিয়া যায়। মৃদু নিচু করিয়া বনবিহাবী নামে নিচে। শ্যামা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে যে বিভা অনেকদিন এখানে আছে বনবিহাবীর সঙ্গে পবিচয় তাহাব অনেক দিনেব বিভাব গায়ে পড়িয়া বকাবকি কবাটা যেমন বিসদৃশ শোনাইল আসলে হয়ত তা তেমন খাপছাড়া নয়।

এখানে আসিয়া অল্পে অল্পে শ্যামাব মন কিছু স্দুস্থ হইয়াছে।

তবে শ্যামা আব সে শ্যামা নাই। বনগাঁয়ে হঠাৎ সে যেকন্ম শান্ত ও নিবীক হইয়া গিয়াছিল এখানেও সে প্রায় তেমনি হইয়া আছে শৃদ্ধ তাব এই পবিবর্তন এখন আব অস্বাভাবিক মনে হয় না। আসন্ন সন্তান সন্তানাব সঙ্গে পবিবর্তনটুকু খাপ খাইয়া গিয়াছে। চলাফেবা কাজকর্ম সমস্তই তাব ধীর মন্দ্র সংসাটাকে ঠেলিয়া তুলিবার জন্য তাব ধৈৰ্বহীন উৎসাহ আব নাই নিজের সংসাে থাকিবার সময় সে একদিন ছেলেমেয়েব জামাব ছাঁটটি পৰ্বস্ত ক্রমাগত উন্নততব কবিতে না পাবিলে স্বাস্থি পাইত না সংসােব তুচ্ছতম খুঁটিনাটি ব্যাপাবগ্দুলি পৰ্বস্ত তাব কাছে ছিল গুৰুতব এখন সে শৃদ্ধ মোটামুটি সংসাটো চালাইয়া যায় ছোটখাট বৃটি ও ফাঁকি সে অবহেলা কৰে। সংসাের যেখানে বোতাম ছিঁড়িয়া ফাঁকি বাহিব হয় সেখানে সেফাঁটিপন গুঁজিয়া কাজ চালাইতে তাহাব বাধে না। ছেলেদের জীবনেব প্রত্যেকটি মিনিটেব হিসাব বাখা আব হইয়া ওঠে না বিধান দেবি কবিয়া বাড়ি ফিরিলে কাবণ জিজ্ঞাসা কবিতে সে তুলিয়া যায়, শীতেব সন্ধ্যাব ফণীব পায়ে মোজা না উঠিলেও তাব চলে। ঘবেব আনাচে কানাচে ধূলাবালি জামাকাপড়ে মথলা চোবাচ্চা শ্যাওলা জমিতে পায়।

নতুন যাবা শ্যামাকে দেখিল তাবা কিছু বদ্বিতে পাবে না আগে যাবা তাহাকে দেখিয়াছে তাবাই শৃদ্ধ টেব পায় বনগাঁ তাহাকে কি ভাবে বদলাইয়া দিয়াছে।

আবাব শীত শেষ হইয়া আসিল। ফাল্গুন মাসে একটি কন্যা জন্মিল শ্যামাব। বকুল বদ্বি আবাব স্দুস্থ হইল গোড়া হইতে। কিন্তু বকুলেব কি

দু'টি ডাগর চোখ ছিল। এ মেয়ের চোখ কোথায়? হায়, শ্যামার মেবে জন্মিয়াছে অন্ধ হইয়া। গর্ভের অনাদিকালের অন্ধকার তাকে ঘিরিয়া রহিল, এ জগতের আলো সে চিনিবে না কোনদিন।

জন্মাক্ষ? কার পাপের ফল ভোগ করিতে তুই পৃথিবীতে আসিলি খৃদিক! দৃষ্টি তোব হরণ করিল কে? ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা স্মরণ করে, বনগায় একদিন সন্ধ্যার সময় কলাবাগানে ছায়ার মত কি যেন দেখিয়া তাব গা ছম্‌ছম্ করিয়াছিল, স্নানের আগে এলোচুলে তেল মাখবার সময় আন একদিন পাগলা হাবদুর বড়ি দিদিমা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল, অজ্ঞাত-সারে আরও কবে কি ঘটিয়াছিল কে জানে!

কি আর করা যায়, অন্ধ মেয়েকে শ্যামা সমান আদরেই মানুষ কবে, যেমন সে করিয়াছিল বকুলকে, যার ডাগর দু'টি চোখ শ্যামাকে অবিরত অবাক করিয়া রাখিত। দু'মাস বয়স হইতে না হইতে শীতল মেয়েকে বড় ভাল বাসিল। বিধান একটা ঠাকুর আনিয়াছিল, তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়া শ্যামা আবার রান্না আরম্ভ করিলে মেয়ে কোলে করিয়া বসিয়া থাকার কাজটা পাইয়া শীতল ভারি খুঁসি। এখানে আসিয়া বনগার পোষা কুকুরটির জন্য শীতলেব মন কেমন করিত, খৃদিকে কোলে পাইয়া কুকুরেব শোক সে ভুলিয়া গেল। শীতলের বাঁ পায়ের বেদনাটা আবার চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এ জন্য দোষী করে সে শ্যামাকে। শ্যামার জনাই তো চাকরি করিতে দুর্বল পা লইয়া দু'বেলা তাহাকে হাটাহাটি করিতে হইত বনগায়।

অবসর সময়টা শ্যামা তার পায়ে তর্পিন তেল মালিশ করিয়া দেয়। অসুস্থ স্বামীকে চাকরি করিতে পাঠাইয়া অপরাধ যদি তার হইয়া থাকে, এ তার অযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত নয়।

মোহিনী কলিকাতার চাকরি করে কিন্তু খুশদুরবাড়ি বোঁশ সে আসে না, বোধ হয় পিসির বারণ আছে। শ্যামা তাকে দু'দিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, দু'দিন আসিয়া সে খাইয়া গিয়াছে, নিজে হইতে একদিনও খোঁজখবর নেয় নাই। বিধান প্রথম প্রথম কাকার বাড়ি গিয়া মোহিনীর সঙ্গে সর্বদা দেখা-সাক্ষাৎ করিত, এখন সেও আর যায় না। রাগ করিয়া শ্যামাকে সে বলে, এমনি লাজুক হলে কি হবে, মোহিনী বড় অহংকারী মা,—কতবার গিরেছি আমি,

কত বলিছি আসতে এল একবার? নেমস্তন্ন না কবলে বাবুদ আসা হয় না, ভাবি জামাই আমার।' এদিকে তো মাছিমাঝে কেবানী পোস্টোপিসেব।

কিন্তু মোহিনী একদিন বিনা আহ্বানেই আসিল। লজ্জায় মধু রাঙা কবিয়া বিধানের কাছে সে স্বীকার করিল যে বকুলের চিঠি পাইয়া সে আসিয়াছে। বকুলকে এখন একবার আনা দরকার। পনের দিনের ছুটি লইয়া সে বাড়ি যাইতেছে ইতিমধ্যে শ্যামা যদি তাহার পিসিকে একখানা চিঠি লিখিয়া দেয় আব চিঠির জবাব আসাব আগেই বিধান যদি সেখানে গিয়া পড়ে, বকুলকে পাঠানোর একটা ব্যবস্থা মোহিনী তবে করিতে পাবে।

মোহিনীর কথাবার্তা বিধানের কাছে হেঁয়ালির মত লাগে সে বলে, বোসো তুমি মাকে বলি।

মোহিনী বলে না না আমি গেলে বলবেন।

কিন্তু তা হয় না শ্যামাকে না বলিলে এসব সাংসারিক ঘোষপ্যাঁচ কে বুদ্ধিতে পারিবে।

বিধান শ্যামাকে সব শোনায। শুনিবামাত্র ব্যাপার আঁচ করিয়া শাস্ত্র নির্বাক শ্যামার সহসা আজ দেখা দেয় অসাধারণ ব্যস্ততা।

কই মোহিনী? ডাক থোকা মোহিনীকে ডাক।

শ্যামার চোখ ছিল ছিল কবে। আসিবাব জন্য তাই বকুল ইদানিং এত কবিয়া লিখিতেছিল। তাবা আনিবাব ব্যবস্থা করিতে পাবে নাই বলিয়া মেঝে তাব জামাইকে এমন চিঠি লিখিয়াছে যে বিনা নিমন্ত্রণে যে কখনো আসে না সে যাচিয়া আসিয়াছে বকুলকে আনানোর ষড়যন্ত্র করিতে ছুটি লইয়া যাইতেছে বাড়ি। মোহিনীকে কত জেবাই যে শ্যামা কবে। সজল চোখে কত-বাব যে সে মোহিনীকে মনে কবাইয়া দেয় তাব হাতে যেদিন মেঝেকে সর্পিপষা দিয়াছিল সেইদিন হইতে শ্যামার ছেলের সঙ্গে তাব কোন পার্থক্য নাই, বিধান যেমন মোহিনীও তেমনি শ্যামার কাছে। অনুযোগ দিয়া বলে তোমার বাড়ির কাবুদ কি উচিত ছিল না বাবা একখাটা আমায় লিখে জানায। আমি তাব মা, আমি জানতেও পেলাম না ক'মাস কি বৃত্তান্ত? পিসি না বদ্বুক, তুমি তো বোঝ' বাবা মার দঃখু?

মোহিনীকে সে-বেলা এখানেই খাইয়া যাইতে হয়। জামাই কোনদিন

পব নথ তব্দ আজ মোহিনী যেন বিশেষ করিয়া আপন হইয়া যায়। মনটা ভাল মোহিনীব, বকুলেব জন্য টান আছে মোহিনীব, না আসদ্‌ক সে নিমন্ত্রণ না কবিলে অবদ্‌ গৌষাব সে নথ মধুব স্বভাব তাব।

চাব পাঁচদিন পবে বিধান গিয়া বকুলকে লইয়া আসিল। বলিল উঃ মাগো কি গালটা পিসি আমাকে দিলে। বাড়িতে পা দেয়া থেকে সেই যে বড়ি মধু ছুটোল মা, থামল গিয়ে একেবারে বিদায় দেবার সময় অমঙ্গল হবে ভেবে তখন বোধ হয় কিছু বলতে সাহস হ'ল না মধু গামড়া কবে দাঁড়িয়ে বইল। আমি আব যাচ্ছিনে বাব্দ খুঁকিব স্বশুববাডি এ জন্মে।

বকুল তো আসিল, এ কোন বকুল? একি বোগা শবীব বকুলেব নিম্প্রভ কপোল ভীব্দ চোখ কান্দিবহীন মধু লাগিয়াহীন বর্ণ। মেয়েকে তাব এমন কবিয়া দিয়াছে ওবা।—পেট ভবে খেতেও ওবা তোকে দিত না বড়ি খুঁকি? খাটিয়ে মাঝত বড়ি তোকে দিনবাত? আমি কি জানতাম মা এত তোকে কষ্ট দিচ্ছে। আনবাব জনো লিখতিস ভাবতাম আসবাব জন্যে মন কেমন করছে তাই ব্যাকুল হয়েছি,—পোড়া কপাল আমাব।

শ্যামাব মধুে হঠাৎ যে খিল পড়িয়াছিল বকুল আসিয়া যেন তা খুলিয়া দিয়াছে। সেটা আশ্চর্য নথ। মনেব অবস্থা অস্বাভাবিক হইয়া আসিলে এই তো তাব সবাব বড় চিকিৎসা, এমনি ভাবে মশগূল হইতে পাবা জীবনেব স্বাভাবিক বিপদে সম্পদে যাব মহা সমন্বয় সংসারধর্ম। বহু দিনেব দুর্ভাবনায, বনগাঁব পৰাপ্রিত জীবনযাপনে, শ্যামাব মনে যদি বৈকল্য আসিয়া থাকে, ছেলেব চাকরি অল্প মেয়েব জন্ম বকুলেব এভাবে আসিয়া পড়া এততেও সেটুকু কি শোধবাইবে না? আগেব মত হওয়া শ্যামাব পক্ষে আব সম্ভব নথ, তব্দ পৰিবর্তিত পৰিপ্রান্ত ক্ষয় পাওয়া শ্যামাব মধ্যে একটু শক্তি ও উৎসাহ, একটু চাঞ্চল্য ও মধুবতা এখন আসিতে পাবে আসিতে পাবে জীবনেব হাসি-কান্নাব আবও তেজী মোহ সুখেব নিবিড়তব স্বাদ।

মহোৎসাহে শ্যামা বকুলের সেবা আবস্ত করিল।

বনগাঁয়ে চুরি করিয়া বিধানকে সে ভাল জিনিস খাওয়াইত এখানে নিজের মধুেব খাবারটুকু সে মেয়েব মধুে তুলিয়া দিতে লাগিল। নম্বই টাকা আয়ে তো কলিকাতা শহবে বাজার হালে থাকা যায় না, নিজেকে বশিত না



কবিষা মেথেকে দিবার দ্রুতটুকু ঘিটুকু ফলটুকু কোথায় পাইবে সে? ক'চি মেথে মাই থায শ্যামাব নিজেবও দাব্দণ ক্ষুধা, পাতের মাছটি তব্দ সে বকুলেব থালায তুলিয়া দেয মণিকে দিয়া চিনিপাতা দই আনায দ'পযসায, বলে দই ম'থে ব'চবে লো ভাতকটা সব মেথে থেযে নে চে'ছেপ'ছে, লক্ষ্মী থা। দই থেলে আমাব ব'মি আসে তুই থা তো। ও মণি দে বাবা একটু আচাব এনে দে দি'দিকে।

বকুলকে সে বসাইয়া বাখে, কাজ কবিতে দেয না।

দেখিতে দেখিতে বকুলেব চেহাবাব উন্নতি হয়।

কিন্তু ম'দ্র'ক্ষল বাধায সবয্দু। বলে মেথেকে কাজকর্ম কবতে দিচ্ছ না এ কিন্তু ভাল নয় ভাই।

শ্যামা বলে খেটে খেটে সাবা হয়ে এল ওকে আব কাজ কবতে দিতে কি মন সবে দি'দি? অল্পবিস্তব কাজ ধ'বতে গেলে কবে বৈকি মেথে বিছানা টিছানা পাতে। বিকলে খানিকক্ষণ হে'টেও বেড়ায় ছাতে তা তো দেখতেই পাও?

মনে হয় সবয্দ'ব অনধিকায চর্চায শ্যামা বাগ কবে। পাশকবা ধাত্রী! পাঁচটি সন্তানেব জননী সে মেথেব কিসে ভাল কিসে মন্দ সে তা বোঝে না পাশকবা ধাত্রী ত কে শিখাইতে আসিযাছে।

শ্যামা প্রাণপণে মেথেকে এটা ওটা খাওয়াইবাব চেষ্টা কবে বকুলেব কিন্তু অত খাওয়ার সখ নাই তাব সব চেযে জোবালো সখটি দেখা স্বায, বিধানেব বিবাহ সম্বন্ধে। শ্যামাকে সে ব্যতিবাস্ত কবিষা তোলে। বলে, কি কবছ মা তুমি? চাকবী বাকবি কবছে এবাব দাদাব বিযে দাও। শাম'ব সঙ্গে দাদাব অত মাখামাখি দেখে ভযও কি হয় না তোমাব?

কিসেব মাখামাখি লো?— শ্যামা সভযে বলে।

নয? বিযেব য'দগ্য মেথে ও কেন বোজ পড়া জান'তে আসবে দাদাব কাছে? পড়া জানবাব দবকায হয় মাষ্টাব বাখ'দক না! না মা দাদাব তুমি বিযে দাও এবাব।

শাম'ব আসা যাওয়া শ্যামাব চেযেও বকুল বোশি অপছন্দ কবে। কি পাকা গিমিই বকুল হইযাছে। সাংসারিক জ্ঞান ব'দ্বিকিতে ক'চি মনিটি যেন তার

টাইটম্বল, আঁটিতে চায় না। শাম্‌ব কাপড়পরা বেশীপাকানো, পাউডার-মাখা টং দেখিয়া গা যে তাব জ্বলিয়া যায় শ্যামা ভিন্ন কাব সাধা আছে তা টেব পাইবে মনে হয় শাম্‌ব সঙ্গে সখিত্বই বৃদ্ধি তাব গড়িয়া উঠিল। বনগাঁর সেই ঢেঁকি ঘবখানাব চালাস ইতিমধ্যে বৃদ্ধি নতুন খড়ও ওঠে নাই এক আঁটি শঙ্কবেব গায়েব সেই জামাটি বৃদ্ধি আজও চড়ে নাই অশ্রুমুখী সেই অবোধ বালিকা বকুল আজ এই বকুল হইয়াছে দৃষ্টি ছেলেমানুষ ছেলেমেয়েব সহজ বুদ্ধিতে সে আসিতে গন্ধ পাষ এবং বেমালম তাহা গোপন রাখিয়া ওদেব দেখায় হাসিমুখ নাক সিঁটকাষ মাঝ কাছে আব কবে ষড়যন্ত্র। স্বশ্রুবাড়িব লোকেবা গড়িয়া পিটিয়া বকুলকে মানুষ কবিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই।

ষড়যন্ত্র শ্যামাব সাধ আছে। মিথ্যা নব বিধানেব এবাব বিবাহ দেওয়া দবকাব বটে।

বিধান শুনিয়া হাসে। বলে পিসিব গাল সাথ নিয়ে এলাম কি না, মাকে বৃদ্ধি তাই এসব কুপবামর্শ দিচ্ছিস খুঁকী? তাবপব গভীর হইয়া বলে এদিকে খবচ চলে না সে খবব বাখিস তুই? ট্রামেব টিকিট না কিনে মণিব স্কুলেব মাইনে দিবেছি এবাব, তুই আছিস কোন তালে।

বকুল বলে আমাকে এনে তোমাব খবচ বাড়ল দাদা।

তবু তো আছিস আমাষ ডুবিয়ে যাবাব ফাঁকিবে।

বকুল অভিমান কবে। সে আসিয়া খবচ বাড়াইয়াছে বিধান একথাব প্রতিবাদ কবিলে সে খুঁসি হইত। কারো মন বৃদ্ধি একটা কথা যদি বিধান কোনদিন বলিতে পাবে। খানিক পবে আবাব উল্টা কথা ভাবিয়া বকুলেব অভিমান কমিয়া যায়। তাই বটে। দাদা কি পব যে তোষামোদ কবিয়া কথা কাঁহবে তাব সঙ্গে? আবাব সে প্যান প্যান সুব্দ কবিয়া দেষ। যুক্তি দেখায় যে ও-সব বাজে ওজোব বিধানেব এই যে সে আসিয়াছে, সংসাব অচল হইয়াছে কি? একটা বোঁ আসিলেও স্বচ্ছন্দে সংসাব চলিবে। তাব চেয়ে বেশি ভাত বোঁ খাইবে না নিশ্চয়।

সংসারের ভার গ্রহণ করার আনন্দ বিধানের এদিকে কয়েক মাসেব মধ্যেই তিতো হইয়া গিয়াছিল : এই বয়সে ভাইএব স্কুলেব মাইনা দিতে

বোজ হাঁটিয়া আপিস কবা যদি বা সহ্য হয় একেবারে নব্বই নব্বইটা টাকাতেও যে মাসেব খবচ কুলায় না এটুকু মাথা গবম কবিয়া দেশ তব্দল মানুষেব। বকুলকে একদিন বিধান ভয়ানক ধমকাইয়া দিল। বলিল বিয়ে! বিয়ে! একটা টুসনি খুঁজে পাচ্ছ না বিয়ে বিয়ে কবে পাগল কবে দিল আশ্বাস। ফেব ও কথা বললে চড খাবি খুকী।

বলিয়া সে তাপিস গেল। বকুল নাইল না খাইল না গোসা কবিয়া গুইয়া বহিল। বিকালে বাড়ি ফিবিয়া বিধান শুনিল শ্যামাব বকুনি তাবপব সে বকুলকে তুলিয়া খাওয়াইতে গেল।

আজ বিভা বসিয়াছিল বকুলেব কাছে।

বিধানেব সঙ্গে আগে সে কোনদিন কথা বলে নাই আজ দসা কবিয়া বলিল পালাচ্ছেন কেন আসুন না কি এলাছেন বোনকে বোন আজ বাগ ৯৭ সাবাদিন খায় নি?

তাবপব বিভা বলিল শামু খুব প্রশংসা কবে বিধানেব। জগতে নাকি এমন বিষয় নাই নিধান যা জানে না পড়াটো জানিত আসিয়া শামু বোধ হয় খুব বিবস্ত্র কবে বিধানকে? আশ্চর্য মাস মানুকে এমন জ্বালাতন কবিতে পারে ও! বিভা এই সব বলে নিধান মুখ লাল কবিয়া আডল্ট ভাবে শোন। শ্যামাও তো পিছু পিছু আসিয়াছিল বিধানেব সে আব বকুল ভাবে শামুেব কথা ওঠায় বিধানেব মুখ লাল হইয়াছে। তাবা তো বুঝিতে পারে না জীবনে যে কখনো মোষাদেব ধাবে কাছ ঘেঁষে নাই বিভােব মত গান জানা মন টান। আধুনিক মেয়েব কাছ কি তাব দাবুণ অস্বস্তি।

গভীর বিষাদে শ্যামাব মন ভবিধা যায়। এইবােব বর্ণে তাব একবারে হাল ছাড়িয়া দিবােব দিন আসিয়াছে। অরু মোষ দিয়া ভগবানেব সাধ মিটিল না ছেলে কাড়িয়া নেওয়াব ব্যবস্থা কবিয়াছেন এনােব। বিধানেব স্নেহেব স্রোত আব কি তাব দিকে বহিবে? তাব কড়া হাতেব সেবা আব কি ভাল লাগিবে বিধানেব? জননীকে আব তো বিধানেব প্রয়োজন নাই। নিজেব জীবন এবাব নিজেই সে গাড়িয়া তুলিবে যে অধিকােব এতদিন শ্যামার ছিল নিজস্ব। শ্যামা বুঝিতে পারে জগতে এই প্ৰবন্ধকােব মা পায। বকুলকে বড কবিয়া দান কবিয়াছে পবেব বাড়ি, তার চোখেব সামনে বিধানেব নিজেব স্বতন্ত্ৰ জগৎ

গাড়িয়া উঠিতেছে, যেখানে তার ঠাই নাই এতটুকু। মণির বেলা ফণীর বেলাও হইবে এমনি। আপন হইয়া কেহ যদি চিরদিন থাকে শ্যামার, থাকিবে ওই অন্ধ শিশুটি, যার নিম্নীলিত আঁখি দুটিব জন্য শ্যামার আঁখি সজল হইয়া থাকিবে আজীবন।

এক বাড়িতে বাস করিলে পরের জীবনের গোপন ও গভীর জটিলতা-গুঢ়লি, কেহ বলিয়া না দিলেও, ক্রমে ক্রমে সকলেই টের পাইয়া যায়। বিভা ও বনবিহারীর ব্যাপারটা বৃদ্ধিতে পারিয়া শ্যামা ও নকুল হাসাহাসি কবে নিজেদের মধ্যে। বিভার জন্য ভেড়া বনিয়া এখানে পাড়িয়া আছে বনবিহারী, একটু চোখের দেখা, একটু গান শোনা, বিভার যদি দয়া হয় কখনো দুটি কথা বলা এইটুকু সম্বল বনবিহারীর,—মাগো মা, কি অপদার্থ পদ্রুদ্র! না জানিস ভালরকম লেখাপড়া, করিস ক্যানভাসারি, থাকিস পরের বাড়ি দাস হইয়া, তোর একি দুরাশা! সিঁড়ির নিচে ভাস্কো চোকীতে যার বাস তার কেন আকাশের চাঁদ ধরার সাধ? বনবিহারীর পাগলামি বিশেষ অস্পষ্ট নয়, সকলেই জানে : সে নিজেই শৃঙ্খল তা জানে না, ভাবে গোপন কথাটি তার গোপন হইয়াই আছে, ছড়াইয়া পড়ে নাই বাহিরে। টের পাওয়া অবশ্য কারো উচিত হয় নাই, কারণ বনবিহারী কিছই করে না প্রেমিকের মত, বিভা সিঁড়ি দিয়া নামিলে শৃঙ্খল চাহিয়া থাকে, বিভা গান ধরিলে যদি আশেপাশে কেহ না থাকে তবেই সে সিঁড়ি দিয়া গুটি গুটি উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর যা কিছু সে করে সব চুরি করিয়া, কারো তা দেখিবার কথা নয়। ক্যানভাস করিতে বাহিব হইয়া বিভার স্কুলের কাছাকাছি কোথাও সে বোজ্জই দাঁড়াইয়া থাকে ছুটির সময়, কোনদিন সাহস করিয়া সামনে গিয়া বলে, ছুটি হয়ে গেল আপনার ? —কোনদিন দূর হইতেই সরিয়া পড়ে। এইটুকু যে সকলে জানিয়া ফেলিয়াছে টের পাইলে লজ্জায় বনবিহারী মরিয়া যাইবে। তারপর বিভার কাজ করিয়া দিতেও সে ভালবাসে বটে। লম্বিত্তে কাপড় দিয়া লইয়া আসে, ফর্দ মাফিক মাকেট হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনে, যে দুটি ছোট ছোট মেয়ে সকাল-বেলা গান শিখিতে আসে বিভার কাছে, দরকার হইলে তাদের বাড়ি

পেঁছাইয়া দেয়। এখন এসব ছোটখাট উপকার কে না কার কবে জগতে ।  
বাড়িৰ কাজও তো সে কম কবে না। বিভাৰ দাঁটি একটি কাজ কৰিষা দেওযাৰ  
মধ্যে তাৰ গোপন মনেৰ প্ৰতিচ্ছবি যে সকলে দেখিষা ফেলিবে কেমন কৰিষা  
সেটুকু অনদ্মান কৰিবে বনবিহাবী ? বিভাৰ যে ফটোখানা সে চুৰি কৰিষাছে  
সেখানা সে লুকাইয়া বাখিষাছে ক্যানভাসিংএ যাওযাৰ স্ফটিকশাৰ্টিৰ মধ্যে,  
আৰ প্ৰুবানো ব্লাউজটি বাখিষাছে তাৰ ট্ৰাণ্কে তালচাৰি দিয়া। চুপি চুপি  
লুকাইয়া এগৰাল সকলে যে আবিষ্কাৰ কৰিষাছে তাই বা সে জানিবে  
কিবদে ?

বিভা বিব্ৰত হইয়া থাকে। বনবিহাবী এমন নিবাহ যত স্পষ্টই হোক  
এমন মূক ও নিষ্ক্ৰিয় তাৰ প্ৰেম তাৰ বিবুদ্ধে নালিশ খাড়া কৰিবাব তুচ্ছতম  
প্ৰমাণটিবও এমন অভাব যে এ বিষয়ে সকলেৰ যেমন তাৰও তেমন কিছ  
বলিবাৰ অথবা কৰিবাব উপায় নাই। মনে মনে সে কখনো বাগে কখনো  
বোধ কৰে মমতা। সিঁড়ি দিয়া নামাৰ সময় কোনদিন তাকায় কুদ্ধ ভৰ্ৎসনাৰ  
চোখে কোন দিন দাঁটি একটি স্নিগ্ধ কথা বলে। ভাল যে লাগ না একেবাৰে  
তা নয়। একটা কুকুৰও কুকুৰেৰ মত পোষ মানিলে মানুষেৰ তাতে কত গৰ্ব  
কত আনন্দ এতা একটা মানুষ। অথচ এবকম পূজা গ্ৰহণ কৰিবাব উপায় না  
থাকিলে কি বিব্ৰীই যে লাগে মানুষেৰ মনে যাব একফোঁটা দয়ামায়া থাকে।

বকুলেৰ সঙ্গে হাসাহাসি কৰে বটে মনে মনে শ্যামা কিন্তু ব্যথা পায়।  
শব্দ সমর্থ যদ্বক একি ব্যাধি তাৰ মনেৰ। মেবদুন্দুটা পৰ্বন্ত যে ওব গলিষা  
গেল সদুযোগ পাইয়া কি ব্যবহাৰটাই বাড়িৰ লোকে কৰে ওব সঙ্গে নিজেৰ  
মনদ্স্যত যে বিসৰ্জন দিয়াছে কে তাকে মানুষ জ্ঞান কৰিবে দোষ কাৰো নাই।

আচ্ছা শামুৰ জনা বিধানও যদি অমনি হইয়া যায় ? অমনি উল্লাদ ?  
ও ভগবান শ্যামা তবে নিজেই পাগল হইয়া যাইবে।

অনেক ভাবিষা শ্যামা শেষে একদিন বকুলকে বলে শোন খুকী বলি  
দ্যাখ শামুকে যদি থোকাৰ পছন্দ হযে থাকে ওব সঙ্গেই না হয দিই থোকাৰ  
বিষে স্বঘৰ তো, দোষ কি।

বকুল স্তম্ভিত হইয়া যায় বলে ক্ষেপেছ নাকি তুমি মা কি বলছ তাৰ  
ঠিক ঠিকানা নাই ওই মেয়েৰ সঙ্গে তুমি বিধে দিতে চাও দাদাৰ। শামু

ভাল নয় মা—সময়তানের একশেষ। এমন কথা মনেও ঠাই দিও না।

কি হইবে তবে? একদিন শামু না আসিলে বিধান যে উসখুস করিতে থাকে। শামুর হাসির হিল্লোলে সংসার যে শ্যামার ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে।

ভগবান মুখ তুলিলেন।

অনেক দৃষ্টি শ্যামা পাইয়াছে, আর কি তিনি তাকে কষ্ট দিতে পারেন। একদিন বিধান বলিল, শত্ৰুকের সঙ্গে দেখা কবতে গিয়েছিলাম মা, আমাদের বাড়িটা দেখে আসতে ইচ্ছে হ'ল, গিয়ে দেখি ভাড়ার নোটিশ কুলছে। যাবে ও বাড়িতে?

আমাদের বাড়ি! আজও সে-বাড়ির কথা বলিতে ইহারা বলে আমাদের বাড়ি।

শ্যামা সাগ্রহে বলিল, সত্যি থাকা?—যাব, চল সামনের মাসেই আমরা চলে যাই, পরলা তারিখে।

সামনের মাসে পয়লা তারিখে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া তাহা বা বাড়ি বদলাইয়া ফেলিল। বিধান ছুটি ঘাইল একদিনের। সকালে একা গিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া আসিতে বেলা তার বারোটো বাজিয়া গেল। শামু আব বিধা দুজনেই তখন স্কুলে গিয়াছে, বাড়িওয়ালার ছেলেরা গিয়াছে আপিস, বনবিহারী গিয়াছে ওষুদ ক্যানভাস করিতে। দুপুরে এখানেই পাতা পাতিয়া তাহারা ভাত খাইল। তারপর বাকি জিনিসপত্র সমেত রওনা হইয়া গেল সহরতলীর সেই বাড়ির উদ্দেশে, শ্যামাব জীবনের দুটি যুগ যেখানে কাটিয়াছিল।

তেমনি আছে ঘরবাড়ি শ্যামার। শেষবার এবাড়ি হইতে সে যখন বিদায় লইয়াছিল তখন বাড়িটা শুধু ছিল একটু বিবর্ণ, বাড়ির মালিক এখন আগাগোড়া চুণকাম করিয়াছে, রঙ দিয়াছে। শ্যামা সোজা উঠিয়া গেল উপরে। উপরের ঘরখানাকে আর নতুন বলিয়া চেনা যায় না, বাড়ির বাকি অংশের সঙ্গে মিশ খাইয়া গিয়াছে। নকুড় বাবু দোতলায় ঘর তুলিয়াছে একখানা। রেলের বাঁধটার খানিকটা আড়াল পাড়িয়া গিয়াছে। আর কিছুই বদলায় নাই। ধানকলের বিস্তৃত অঙ্গনে তেমনি ধান মেলা আছে, পায়রার

কাকি তেমনি খাইতেছে ধান, উঁচু চোঙাটা দিয়া তেমনি অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইয়া উড়িয়া খাইতেছে বাতাসে।

### দশ

বকুলেব একটি মেয়ে হইয়াছে।

প্রথম বারেই মেয়ে? তা হোক! শ্যামার শেষবারের মেয়ের মত ওতো অন্ধ হইয়া জন্মায় নাই, বকুলের চেয়েও ওর বুদ্ধি চোখ দুটি ডাগর! কাজল দিতে দিতে ওই চোখ যখন গভীর কালো হইয়া আসিবে দেখিয়া অবাক মানিবে মানুষ। কি আসিয়া যাব প্রথমবার মেয়ে হইলে, মেয়ে যদি এমন ফুটফুটে হয়, এমন অপরূপ চোখ যদি তার থাকে?

শ্যামার একটু ঈর্ষা হইয়াছিল বৈকি! বকুলের মেয়ের চোখ আশ্চর্য সুন্দর হোক শ্যামার তাতে আনন্দ, আহা তার মেয়েটির চোখ দুটি যদি অন্ধ না হইত!

বকুলেব মেয়ে মানুষ কবে শ্যামা, প্রসবেব পর বকুলের শরীরটা ভাল খাইতেছে না, তা ছাড়া সন্তান পরিচর্যা সে কি জানে? নিজের মেয়ে, বকুল আর বকুলের মেয়ে, শ্যামা তিনজনেরই সেবা কবে। বকুলেব মেয়ে আর নিজের মেয়েকে হয়ত সে কোনদিন কাছাকাছি শোলাইয়া রাখে, বকুলের মেয়ে তাকায় বড় বড় চোখ মেলিয়া, শ্যামার মেয়ের অন্ধ আঁখি দুটিতে পলকও পড়ে না,—পলক পড়বে কিসে, চোখের পাতা যে মেয়েটার জড়ানো। শ্যামার মনে পড়ে বাদুর কথা—মন্দার সেই হাবা মেয়েটা, দিনরাত যে শব্দ লোলা ফেলিত। এমন সন্তান কেন হয় মানুষের,—অন্ধ, বোবা, অঙ্গহীন, বিকল? কেন এই অভিশাপ মানুষের? এক একবার শ্যামার মনে হয়, হয়ত বকুলেব মেয়ে তার মেয়ের চোখ দুটি হরণ করিয়াছিল তাই ওর ডবল চোখের মত অতবড় চোখ হইয়াছে! তারপর সবিবাদে শ্যামা মাথা নাড়ে। না, এসব অন্যান্য কথা মনে আনা উচিত নয়। কিসে কি হইয়াছে কে তা জানে, সত্য মিথ্যা কিছুতো জানিবার উপায় নাই, আবোল তাবোল যা তা

ভাবিলে বকুলের মেয়ের চোখ দুটির যদি কিছ্ হয়! প্রথম সন্তান বকুলের, বড় সে আঘাত পাইবে।

মেয়ের দুমাস বয়স করিয়া বকুল স্বশুদ্র বাড়ি গেল। যাওয়ার আগে কি কাম্বাই যে বকুল কাঁদিল। বলিল, চেহারা তোমার বড় খারাপ হয়েছে মা, এবার তাকাও একটু শরীরের দিকে, এখনও এত খাটুনি তোমার সইবে কেন এ শরীরে? বিয়ে দিয়ে বৌ আনো এবাব দাদার, সাবাজীবন তো প্রাণ দিবে করলে সকলের জন্যে এবার যদি না একটু সুখ করে নেবে—

বলিল, আমার যেমন কপাল! সেপা নিয়েই চললাম, তোমার কাছে থেকে একটু যে যত্ন করব তা কপালে নেই।

কি গিম্মিই বকুল হইয়াছে! ছাঁচে ঢালা হইয়া আসিতেছে তাহাব চালচলন, কথার ধরণ! যেন দ্বিতীয় শ্যামা।

শীতকাল। বকুল স্বশুদ্রবাড়ি গেল শীতকালে। শীতে সংসারের কাজ করিতে এবছর শ্যামার সতাই যেন কষ্ট হইতে লাগিল। ছেলেকে আপিসেব ভাত দিতে হয়, শীতের সকাল দেখিতে দেখিতে বেলা হইয়া যায়, খুদ্র ভোরে উঠিতে হয় শ্যামার। আগনের আঁচে রান্না করিয়া আসিয়া বাত্রে লেপেব নিচে গা যেন শ্যামাব গবম হইতে চাষ না, যত সে জুড়মুড় হইয়া শোষ হাতে পারে কেমন একটা মোচড় দেওয়া ব্যথা জাগে, কেমন একটা কষ্ট হয় তাহার। ভোবে এই কষ্ট দেহে লইয়া সে লেপেব বাহিবে আসে, আঁচল গায়ে জড়াইয়া হিহি কবিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নিচে যায়। ঠিকা ঐ আসিবে বেলাষ, তাব আগে কিছ্ কিছ্ কাজ শ্যামাকে আগাইয়া বাখিতে হয়। বিধান বাহিরের ঘরে শোষ। ঐ আসিয়া ডাকাডাকি করিলে তাহাব ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়—শ্যামা তাই আগে সন্তর্পণে সদব দবজাটা খুলিয়া বাখিয়া আসে। ঘুম সে ভাঙ্গায় মণির। মণির পরীক্ষা আসিতেছে, নিচের যে ঘরে আগে শ্যামা সকলকে লইয়া থাকিত, সেই ঘরে মণি একা থাকে—পড়াশোনা করে, ঘুমায়ে। ভোর ভোর ছেলেকে ডাকিয়া তুলিতে বড় মমতা হয় শ্যামাব কিন্তু আজও তো তার কাছে ভবিষ্যতের চেয়ে বড় কিছ্ নাই, জোর করিয়া মণিকে সে তুলিয়া দেয়। বলে, ওঠ, বাবা ওঠ, না পড়লে পরীক্ষায় যে ভাল নম্বর পাবনে?



মণি কাতর কণ্ঠে বলে, আর একটু ঘুমোই মা, কত রাত পর্যন্ত পড়েছি জানো?

জানে না! শ্যামা জানে না তার ছেলে কত রাত অবধি পড়িয়াছে! দোতলা একতলার ব্যবধান কি ফাঁকি দিতে পারে শ্যামাকে!—কতবার উঠিয়া আসিয়া সে উঁকি দিয়া গিয়াছে মণি তার কি জানে!

একটু চা বরঞ্চ তোকে করে দি চুপি চুপি, খেয়ে চাক্সা হয়ে পড়তে সদর কর। পড়ে শব্দে মানদ্ব হয়ে কত ঘুমোবি তখন—ঘুম কি পালিয়ে যাবে!

কনকনে হাড় কাঁপানো শীত, বকুলকে সঙ্গে করিয়া শীতল স্বেদার পালাইয়া গিয়াছিল সেবার ছাড়া শীত শ্যামাকে কোনবার এমন কাব্দ করিতে পারে নাই। উনানে আঁচ দিয়া ডালের হাঁড়িটা মাজিতে বসিয়া হাত পা শ্যামার যেন অবশ হইয়া আসে। কি হইয়াছে দেহটার? এই ভাল থাকে এই আবার খারাপ হইয়া যায়? মাঝে মাঝে এক একদিন তো শীত লাগে না, বরং হাল্কা মনে হয় শরীরটা, আবছা ভোরে ঘুমন্ত-পদ্রুতিতে মনের আনন্দে কাজে হাত দেয়? কোনদিন মনে হয় বরষটা আজো পশ্চিমের কোঠায় আছে, কোনদিন মনে হয় একশো বছরের সে বড়ী! এমন অভূত অবস্থা হইল কেন তাহার?

বোধের সঙ্গে বিধান ওঠে। এখনি সে ছেলে পড়াইতে বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু তাহার হৈ চৈ হাঁক ডাক নাই। নিঃশব্দে মৃদু হাত ধুইয়া জামা গায়ে দেয়, নীরবে গিয়া রান্না ঘরে বসে, শ্যামা যদি বলে, ভালটা হয়ে এল, নামিয়ে রুটি সেক্কে দি?—সে বলে না দেরি হইয়া যাইবে, আগে রুটি চাই। দুটো একটা কথা সে বলে, বেশির ভাগ সময় চুপ করিয়া ভোরবেলাই শ্যামার শ্রান্ত মৃদুখানার দিকে চাহিয়া থাকে। সে বদ্বিধিতে পারে শ্যামার শরীর ভাল নয়, ভোরে উঠিয়া সংসারের কাজ করিতে শ্যামার কষ্ট হয়, কিন্তু কিছই সে বলে না। মৃদুখের কথায় যার প্রতিকার নাই সে বিষয়ে কথা বলিতে বিধানের ভাল লাগে না। ভোরের উঠিতে বারণ করিলে শ্যামা কি শব্দিনে?

বিধান চলিয়া গেলে খানিক পরে শ্যামা দোতলার যান, এতক্ষণে ছাদে রোদ আসিয়াছে। জানালা খুলিয়া দিতে শীতলের গায়ে রোদ আসিয়া পড়ে। শীতল কণীকণ্ঠে বলে, কটা বাজল গা?

শ্যামা বলে, আটটা বাজে।—শীতলকে শ্যামা ধরিয়া তোলে, জানালার কাছে বালিশ সাজাইয়া তাহাকে রোদে ঠেস দিয়া বসায়, লেপ দিয়া ঢাকিয়াও দেয় গলা পর্যন্ত। শরীরটা শীতলের ডাকিয়া গিয়াছে। দুর্বল পাণ্টি তাহার চন্মে চন্মে একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে, আর সারিবে না। দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও দুর্বল হইয়া আসিতেছে, চন্মে চন্মে তারাও নাকি অবশ হইয়া যাইবে,—যাইবেই। কে জানে সে কতদিনে? শ্যামা ভাবিবারও চেষ্টা করে না। জীবনের অধিকাংশ পথ সেও তো অতিচন্ম করিয়া আসিয়াছে, ভাবিবার বিষয়বস্তু খানিক খানিক বাছিয়া লইবার শক্তি তাহার জন্মিয়াছে—কত অভিজ্ঞতা শ্যামার, কত জ্ঞান! সধবা থাকিবার জন্য এ বয়সে আর নিরর্থক লড়াই করিতে নাই। এ তো নিয়মের মত অপরিহার্য। আশা যদি থাকিত, শ্যামা কোমর বাঁধিয়া লাগিত শীতলের পিছনে, অবশ পাণ্টিকে সবল করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া দিত।

মিছামিছি হল্লা শ্যামা আর করিতে চায় না। ক্ষমতাও নাই শ্যামার—অর্থহীন উদ্বেগ, ব্যর্থ প্রয়াসে ব্যর্থ করিবার মত জীবনীশক্তি আর কই? কতকাল পরে সে সুখের মুখ দেখিয়াছে। এবার সংসারের বাঁধা নিয়মে যত-খানি আনন্দ ও শান্তি তাহার পাওয়ার কথা সে শুধু তাই খুঁজিবে, বেদিকে দুঃখ ও পীড়ন চোখ বদ্বিজিয়া সেদিকটাকে করিবে অস্বীকার।

ভাল কথা। শ্যামার এতটুকু প্রার্থনা অননুমোদন করিবে কে? স্বামীর আগামী মৃত্যুকে শ্যামা অগ্রাহ্য করুক, কমা সে পাইবে সকলের। কিন্তু সম্ভানের কথা এত সে ভাবিবে কেন? ঝড়ঝাপটা আসিলে ওদের আড়াল করিবার জন্য আজও সে থাকিবে কেন উদ্যত হইয়া? পদ্ম, স্বামীর কাছে বসিয়া খুঁকির অঙ্ক চোখ দু'টি দেখিতে দেখিতে কেন সে হিংসা করিবে বকুলের মেয়ের পশ্মপলাশ আঁখি দু'টিকে? একি অন্যান্য শ্যামার! জননী হিসাবে শ্যামা তো দেবীর চেয়েও বড়, এত সে মন্দ স্ত্রী কেন? শ্যামার এ পক্ষপাতিত্ব সমর্থনের যোগ্য নয়।

শীতলের অবস্থার জন্য শ্যামার মনে সর্বদা আকুল বেদনা না থাকাটা হ্রস্ত দোষের, তবে সেবাযত্নে শীতলকে সে খুব আরামে রাখে, শীতলের কাছে থাকিবার সময় এত সে শান্ত এত তার সন্তোষ যে রোগবশ্তার মধ্যে শীতল

একটু শান্তি পায়। আদর্শ-পন্থীর মত স্বামীর অসুখে শ্যামা যে উত্তলা নয়, এইটুকু তার সুফল।

খদিককে দুধ দিয়া শ্যামা নিচে যায়। পথ্য আনে শীতলের। ঘটিভরা জল দেয়, গামলা আগাইয়া ধরে, বিছানায় বসিয়া মৃদু ধোয় শীতল। মৃদু মোছে শ্যামার আঁচলে। কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফে শীতলের মৃদু ঢাকিয়া গিয়াছে, ঋষির মত দেখায় তাহাকে। দীর্ঘ তপস্যা যেন সাক্ষ হইয়াছে, এবার মহামৃত্যুর সমাধি আসিবে।

কখন? কেহ জানে না। শ্যামা কাজের ফাঁকে ফাঁকে শতবার উপবে আসে, ডাক্তার বলিয়াছে শেষ মৃদুত আসিবে হঠাৎ, সে সময়টা কাছে থাকিবার ইচ্ছা শ্যামার।

মোহিনী মাঝে মাঝে আসে।

ওরা ভাল আছে বাবা? বকুল আর খদিক?

চিঠি পান নি মা?—মোহিনী জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামা একগাল হাসিয়া বলে, হ্যাঁ বাবা, চিঠি তো পেরেছি—পরশু পেরেছি যে চিঠি। লিখেছে বটে ভালই আছে—এমনি দশা হয়েছে বাবা আমার, সব ভুলে যাই। কখন কোথায় কি রাখি আর খুঁজে পাইনে, খুঁজে খুঁজে মরি সারা বাড়িতে।

বিধানবাবুর বিয়ে দেবেন না মা?—মোহিনী এক সময় জিজ্ঞাসা করে। বকুল খদিক চিঠি লিখিয়াছে তাগিদ দিতে। এই কথা বলিতেই হয়ত আসিয়াছে মোহিনী।

শ্যামা বলে, ছেলে যে বিয়ের কথা কানে তোলে না বাবা? বলে মাইনে বাড়ুক। ছেলের মত নেই, বিয়ে দেব কার?

এ বাড়িতে আসিয়া বিবাহের জন্য ছেলেকে শ্যামা যে পীড়াপীড়ি করিয়াছে তা নয়, ভয়ে সে চুপ করিয়া আছে, ধরিয়া লইয়াছে বিবাহ বিধান এখন করিবে না। এর মধ্যে শামুকে বিধান কি আর ভুলিতে পারিয়াছে? যে মায়াজাল ছেলের চারিদিকে কুহকী মেয়েটা বিস্তার করিয়াছিল কয়েক মাসে তাহা ছিন্ন হইবার নয়। শামুর অজ্ঞান হাসি আজও শ্যামার কানে লাগিয়া

আছে। এখন ছেলেকে বিবাহের কথা বলিতে গিয়া কি হিতে বিপরীত হইবে? যে রহস্যময় প্রকৃতি তাহার পাগল ছেলের, কিছুদিন এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

মোহিনী বলে, বিধানবাবুর অমত হবে না মা, আপনি মেয়ে দেখুন।

মোহিনীর বলার ভঙ্গিতে শ্যামা অবাক হইয়া যায়। এত জোর গলায় মোহিনী কি করিয়া ঘোষণা করিতেছে বিধানের অমত হইবে না? বিধানের মন সে জানিল কিসে?

তারপর মোহিনী কথাটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। বলে যে কদিন আগে বিধান গিয়াছিল তাহার কাছে, বিবাহের ইচ্ছা জানাইয়া আসিয়াছে।

যেচে বিয়ে করতে চান শূনে প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম মা, তারপর ভেবে দেখলাম কি জানেন,—আপনার শরীর ভাল নয় কাজকর্ম করতে কষ্ট হয় আপনার। ভেবে চিন্তে তাই সম্মত হয়েছেন। ওসব কিছু বললেন না অবিশা, বলবার মানুষ তো নন,—

শ্যামা জানে না! পড়া ছাড়িয়া বিধান একদিন হঠাৎ চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিল, আজ বিবাহে মত দিয়াছে। সেদিন অভাবে অনটনে শ্যামা পাগল হইতে বসিয়াছিল, আজ সংসারের কাজ করিতে তাহার কষ্ট হইতেছে। সেবার বিধান ত্যাগ করিয়াছিল বড় হওয়ার কামনা, এবার ত্যাগ করিয়াছে মত। শূদ্ধ মত হয়ত নয়। মৃত আর শাম্বে স্মৃতি হয়ত আজও একাকার হইয়া আছে ছেলের মনে।

তা হোক, ছেলেরা এমনি ভাবেই বিবাহে মত দিয়া থাকে, মায়ের জন্য। নহিলে স্বপন দেখিবার বয়সে কেহ কি সাধ করিয়া বিবাহের ফাঁদে পড়িতে চায়। তারপর সব ঠিক হইয়া যায়। বৌএর দিকে টান পড়িলে তখন আর মনেও থাকে না কিসের উপলক্ষে বৌ আসিয়াছে, কার জন্য। চোখের জলের মধ্যে শ্যামা হাসে। খুঁজিয়া পাতিয়া ছেলের জন্য বৌ সে আনিবে পরীর মত রূপসী, মার জন্য বিবাহ করিতে হইয়াছিল বলিয়া দুর্দিন পরে আর আপশোষ থাকিবে না ছেলের—মনে থাকিবে না শামুকে।

শ্যামার মনে আবার উৎসাহ ভরিয়া আসিল। জীবনে কাজ তো এখনো তার কম নয়! আনন্দ উৎসবের পথ তো খোলা কম নয়! এত সে প্রাস্ত হইয়া

গিয়াছিল কেন? কত বড় সংসার গড়িয়া উঠিবে তাহার। এখনি হইয়াছে কি! বিধানের বৌ আসিবে, মণির বৌ আসিবে, ফণীর বৌ আসিবে,—যে ঘরে ওদের সে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে এক একটি শূভদিনে আসিতে থাকিবে নাতিনাতনির দল। দোতালায় সে আরও ঘর তুলিবে, পছন্দ দিকের উঠানে দালান তুলিয়া আরও বড় করিবে বাড়ি। অত বড় বাড়ি তাহার ভরিয়া যাইবে নবীন নবনারীতে—ও-বাড়ির নকুড় বাবুর শাশুড়ির মত মাথায় শনের নুড়ি বুলাইয়া কুঞ্জো হইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিবে জীবনের সেই বিচিত্র উজ্জ্বল আবর্তের মাঝখানে!

সবই তো এখনো তাহাব বাকি?

কেবল একটা দুঃখ তাহাকে আজীবন দহন করিবে। তার অন্ধ মেয়েটা। ওর জন্য অনেক চোখের জল ফেলিতে হইবে তাহাকে।

শ্যামা মেয়ে খুঁজিতে লাগিল। সুন্দরী, স্বংগজাতা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, কিছু কিছু গানবাজনা লেখাপড়া সেলাইএর কাজ জানা, চোন্দ পনের বছর বয়সের একটি মেয়ে। খানিকটা শামুর মত, খানিকটা শ্যামার ভাড়াটে সেই কনকের মত আর খানিকটা শ্যামার কল্পনার মত হইলেই ভাল হয়। টাকা শ্যামা বেশি চায় না, অসম্ভব দাবী তার নাই।

কয়েকটি মেয়ে দেখা হইল, পছন্দ হইল না। তারপর পাড়ার এক-বাড়ির গৃহিণী, শ্যামার সঙ্গে তার মোটামুটি আলাপ ছিল, একটি খুব ভাল মেয়ের সন্ধান দিলেন। শহরের অপরপ্রান্তে গিয়া মেয়েটিকে দেখিবামাত্র শ্যামা পছন্দ করিয়া ফেলিল। বড় সুন্দরী মেয়েটি, যেমন রঙ তেমন নিখুঁত মুখ চোখ। আর কোমল আর ক্ষীণ আর ভীরু। শ্যামাকে যখন সে প্রণাম করিল মনে হইল দেহের ভার তুলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, এমন নরম সে মেয়ে, এত তার কোমলতা।

মেয়ে পছন্দ করিয়া শ্যামা বাড়ি ফিরিল। সে বড় খুঁসি হইয়াছে। এমন মেয়ে যে খুঁজিলেও মেলে না! কি রূপ, কি নম্রতা! ওর কাছে কোথায় লাগে শামু?

মোহিনীর সঙ্গে বিধানকে সে একদিন জোর করিয়া মেয়ে দেখিতে পাঠাইয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া মোহিনী বলিল, না মা, পছন্দ হল না মেয়ে।

শ্যামা ঘেন আকাশ হইতে পড়িল।

কার পছন্দ হল না, তোমার?

আমার পছন্দ হয়েছে। বিধানবাবুর পছন্দ নয়।

পছন্দ নয়? ওই মেয়ে পছন্দ নয় বিধানের? বাংলাদেশ খুঁজিলে আর  
অমন মেয়ে পাওয়া যাইবে? বিধান বলে কি?

কেন পছন্দ হল না থাকা?

বিধান বলিল, দূর, ওটা মানুষ নাকি? ফু\* দিলে মটকে যাবে।

না, শামদুকে ছেলে আজও ভোলে নাই। শামদুর নিটোল গড়ন, শামদুর  
চপল চঞ্চল চলা-ফেরা, শামদুর নিলম্ব দূরস্তপনা আজও ছেলের দৃষ্টিকে  
ঘেরিয়া রহিয়াছে, আর কোনো মেয়েকে তার পছন্দ হইবে না। শ্যামার মূখে  
বিবাদ নামিয়া আসে। ফু\* দিলে মটকাইয়া যাইবে? মেয়েমানুষ আবার ফু\*  
দিলে মটকায় নাকি! শামদুর মত সবল দেহ থাকে কটা মেয়ের? থাকা ভালও  
নয়। কাঠ কাঠ দেখায়, পাকা পাকা দেখায়, অসময়ে সর্বাত্মে যৌবন আসিলে  
কি বিসদৃশ দেখায় মেয়েমানুষকে বিধান তার কি জানে? ও যে ধ্যান  
করিতেছে শামদুর, শামদুর পুরুষ সূত্রাম দেহটা যে চোখের সামনে ভাসিয়া \*  
বেড়াইতেছে ওর।

লম্বায় দৃষ্টি ছেলের মূখের দিকে শ্যামা চাহিতে পারে না। রূপ ও  
সুসমাই স্পষ্ট নয়, ছেলে তাঁর যৌবন চায়। দেহ অপরিপুষ্ট হইলে ছবিব  
মত সুন্দরী মেয়েও ওর পছন্দ হইবে না। ছি, একি রুচি বিধানের?

ওরকম বৌ আসিলে শ্যামা তো তাকে ভালবাসিতে পারিবে না!

আবার মেয়ে খোঁজা হইতে লাগিল। মেয়ে খুঁজিতে খুঁজিতে কাবার  
হইয়া গেল মাথ মাস।

ফাল্গুনের গোড়ায় শীত কমিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা সতেজে সুস্থ  
হইয়া উঠিল।

ফাল্গুনের শেষের দিকে বাগবাজারের উকিল হারাদন বাবুর মা-হারা  
মেয়েটার সঙ্গে বিধানের বিবাহ হইয়া গেল। মেয়ের নাম সুবর্ণলতা।

শ্যামা যা ভাবিয়াছিল তাই। মস্ত খাড়ি মেয়ে, যৌবনের জোয়ার নব  
একেবারে বান ডাকিয়াছে! রঙ মন্দ নয়, মূখ চোখ মন্দ নয়, কিন্তু শ্যামার

চোখে ওসব পাড়িল না, সে সভয়ে শব্দে বোঁএর স্ফুট ও সুন্দর শরীরটি দেখিয়া মনে মনে সকাভর হইয়া রহিল।

বাড়ন্ত বোঁ এনেছ, না গো?—বলিল সকলে।

হ্যাঁ বাছা, জেনে শুনাই এনেছি, ছোট মেয়ে ছেলেরও পছন্দ নয়, আমারও নয়। একা আর পেরে উঠিনে মা সংসারের খানি টানতে, বড় সড় বোঁটি এল শেখাতে হবে না কিছ, নিজেই সব পারবে।—বলিয়া শ্যামা কণ্ঠে একটু হাসিল।

তা, মন্দ কি হবেছে বোঁ? প্রতিমের মত মৃদুখানা। সকলে বলিল।

তাই নাকি? শ্যামা ভাল করিয়া সুবর্ণের মূখের দিকে চাহিল। তা হইবে।

বিবাহ উপলক্ষে বকুল আসিয়াছিল, বাখালের সঙ্গে মন্দাও আসিয়াছিল। বকুল আসিয়াছিল তিন দিনের জন্য, বিবাহের হৈ চৈ খামিবার আগেই সে চলিয়া গেল। বোঁকে ভাল লাগিয়াছে বকুলের। যাওয়ার সময় এই কথা সে শ্যামাকে বলিয়া গেল।

শ্যামা বলিল, তোর কি পছন্দ বুঝিনে বাবু, এত কি ভাল যে একে-বাবে গদগদ হয়ে গেলি?

বকুল বলিল, দেখো, ও বোঁ যদি ভাল না হয় কান কেটে নিও আমার, মা-মরা মেবে একটু আদরশয় পাবে যার কাছে প্রাণ দেবে তার জন্যে। কি বলছিল জান? বলছিল তুমি নাকি ওর মার মত।

তাই নাকি? তা হইবে।

বকুল চলিয়া গেল, বোঁ চলিয়া গেল, বিবাহ বাড়ি নিখুম হইয়া আসিল, রহিয়া গেল মন্দা। এই তো সৈদিন শ্যামা মন্দার আশ্রয় ছাড়িয়া আসিয়াছে, দাসীর মত খাটিয়াছে মন্দাব সংসারে, অহোরাত্র মন মৃগাইয়া চলিয়াছে, সে স্মৃতি ভুলিবার নয়। একবিন্দু কৃতজ্ঞতা নাই শ্যামার, মন্দা রহিয়া গেল বলিয়া সে এতটুকু কৃতার্থ হইয়া গেল না। কয়েক বছর আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া শ্যামার কাছে কি সমাদর মন্দা আশা করিয়াছিল সেই জানে, বোধ হয় ভাবিয়াছিল আজও শ্যামার উপর কৃতজ্ঞ করিতে পারিবে। কিন্তু

সে না পাইল মনের মত সমাদর, না পারিল কোনদিকে কৰ্ত্ত্ব্য করিতে। শ্যামার সংসারে কি কৰ্ত্ত্ব্য আর সে করিতে চাহিবে, ভাল করিয়া আবার শীতলের চিকিৎসা করানোর জন্যই তাহার উৎসাহ দেখা গেল সব চেয়ে বেশি। বলিল, রয়ে কি গেলাম সাথে? কি করে রেখেছ তোমরা দাদাকে। দাদাকে ভাল না করে আমি এখান থেকে নড়িছিনে বো!

কত সে দরদী বোন, কত তার ভাবনা। কে জানে, হইতেও পারে। আজ তো সপুত্র সকন্যা শ্যামার ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, কিছুই তো ওদের জন্য আর তাহাকে করিতে হইবে না, শীতলের জন্য হয় তো তাই আন্তরিক ব্যাকুলতাই মন্দার জাগিয়াছে। শ্যামাকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

শ্যামা বলিল, ওর আর চিকিৎছে নেই ঠাকুরাকি, ওর চিকিৎছে এখন সেবাস্ত্র।

মন্দা স্তম্ভিত হইয়া বলিল, মুখ ফুটে এমন কথা তুমি বলতে পারলে বো! তুমি কি গো, এ্যা?

শ্যামা বলিল, কি বলতে হবে তুমিই না হয় তবে বলে দাও?

মন্দা রাগিয়া উঠিল, কাঁদিয়াও ফেলিল। কে জানে অকৃত্রিম বেদনার মন্দা কাতর হইয়াছে কিনা। এতো অর্থ সাহায্যের কথা নয়, ভারবহনের কথা নয়, ভাইএর জীবন তাহার। চিকিৎসা নাই, ভাই তাহার বাঁচিবে না? মন্দার হয় তো ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। শীতলের অসংখ্য পাগলামি আর অজস্র লেহ,—বড় ভালবাসিত শীতল তাহাকে। সেই দিনগুলি কোথায় হারাইয়া গিয়ছে, কিন্তু এই বাড়িতেই সে সব ঘটিয়াছিল। এখানে বসিয়া অনায়াসে কল্পনা করা চলে সে সব ইতিহাস। হয় তো তাই মন্দার কামা আসে।

বলে, দাদার জন্যে কিছুই করবে না তুমি? ডাক্তার কবরেজ দেখাবে না?

শ্যামা বলে, ডাক্তার কি দেখানো হয় নি ঠাকুরাকি? ডাক্তার না দেখিলে চুপ করে বসে আছি আমি? ষোল টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার এনেছি, কলকাতার সেরা কবরেজকে দেখিয়েছি—জবাব দিয়েছে সবাই। আমি জ্ঞান কি করব?

তবে আর কি, কৰ্ত্ত্ব্য করেছে এবার টান দিয়ে ফেলে দাও দাদাকে



রাস্তায়! আজ বৃষ্ণতে পারছি বোঁ দাদা কেন বিবাগী হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

এতকাল পরে মন্দা তবে শ্যামাকে চিনিতে পারিয়াছে?

শীতলের পায়ের কাছে বসিয়া মন্দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। চমকাইয়া উঠিয়া বড় ভয় পায় শীতল। দাড়ির ফাঁকে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, আমার সেই কুকুটো আছে মন্দা?

দাদা গো! বলিয়া মন্দা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

শীতল থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। মনে হয় আর কিছুদিন যদি বা সে বাঁচিত মন্দার বৃক্ষফাটা কান্নায় এতদিন মরিয়া যাইবে। বড় কষ্ট হয় শীতলের, বড় ভয় করে। বড় বড় কালো লোমশ পা ফেলিয়া নিজের মরণকে সে যেন আগাইয়া আসিতে দেখিতে পায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে মন্দার দিকে।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শ্যামা বলে, ঠাকুবাবি, শোন, বাইরে এসো একবার—

সকলেই বৃষ্ণিতে পারে মরণাপন্ন মানুষের কাছে এভাবে কাঁদিতে নাই এই কথা বলিতে চায় শ্যামা। মন্দা চোখ মুছিয়া উক্ত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া বসে। বেশ করিয়াছে কাঁদিয়া। শীতলও বৃষ্ণি তাই মনে করে। মন্দার আকস্মিক কান্নায় আঁতকাইয়া উঠিয়া তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তবু শ্যামার বৃষ্ণি বিবেচনার চেয়ে যে দরদের কান্না মারিয়া ফেলার উপক্রম করে তাই বৃষ্ণি ভাল শীতলের কাছে। কি উৎসুক চোখেই সে মন্দার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ছেলেবেলা বকুল আর বনগায় মন্দার সেই কুকুরটা ছাড়া এ জগতে সকলে ফাঁকি দিয়াছে শীতলকে।

দিন কুড়ি থাকিয়া মন্দা চলিয়া গেল। আসিল নববর্ষ আর গ্রীষ্ম। শীতের শেষে শ্যামার শরীরটা ভাল হইয়াছিল, গরমে আবার যেন সে দুর্বল হইয়া পড়িল। কাজ করিতে শ্রান্তি বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় হাত-পা চিবাইতে থাকে। কিন্তু কাহাকেও সে তাহা বৃষ্ণিতে দেয় না, চুপ করিয়া থাকে। কেন, দুর্বল শরীরে খাটিয়া মরে কেন শ্যামা? তার সেবা করার জন্য ছেলে না তার বিবাহ করিয়াছে? বোঁকে আনাইয়া লইলেই তো এবার সে অনান্নাসে বসিয়া

বসিয়া আসাস করিতে পারে! কিন্তু কেন যেন বৌকে আনিবার ইচ্ছা শ্যামার হয় না। না আনিলে অবশ্য চলিবে না, ছেলের বৌকে কি বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখা যায় চিরদিন? হাক্, দুর্দীন হাক্।

একদিন বিধান আপিস গিয়াছে, কোথা হইতে রঙীন খাম আসিল একখানা, আকাশের মত নীল রঙের! শ্যামা অবাক হইয়া গেল। এর মধ্যে 'চিঠি' লিখিতে সুরু করিয়াছে বৌ? ওদের ভাব হইল কবে? কদিনের বা দেখা-শোনা! বিধান লুকাইয়া লুকাইয়া যায় না তো স্বশ্রুতবাড়ি? নিজের মনে শ্যামা হাসে। লুকাইয়া স্বশ্রুতবাড়ি যাওয়ার ছেলেই বটে তার! কি লিখিয়াছে বৌ? চিঠিখানা সে বিধানের মশারির উপর রাখিয়া দিল।

বিধান আসিলে বলিল, তোর একখানা চিঠি এসেছে থোকা, রেখে দিইছি মশারির ওপরে।

বিধান চিঠি পড়িয়া পকেটে রাখিয়া দিল।

বাগবাজারের চিঠি বদ্বি? ওরা ভাল আছে?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল।

বিধান বলিল, আছে।

ছেলের সংক্ষিপ্ত জবাবে শ্যামা যেন একটু রাগ করিয়াই সরিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে একটা ছুটির দিনে শ্যামা একটু বিশেষ আরোজ্ঞন করিয়াছিল রান্নার। রাঁধিতে রাঁধিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। রান্নাঘরের ভিতরটা, অসহ্য গরম, শ্যামা খেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ওমনি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। সামান্য ব্যাপার, মূর্ছাও নব, সম্যাস-রোগও নর, মাথায় একটু জলটল দিতেই শ্যামা সুরু হইয়া উঠিয়া বসিল। বিধান কিন্তু তাহাকে সেদিন আর উঠিতে দিল না, শোয়াইয়া রাখিল। বিকালে বিধান বাহির হইয়া গেল। রাতি আটটার সময় ফিরিয়া আসিল সুবর্ণকে সঙ্গে করিয়া।

বিধানের নিবেদন অমান্য করিয়া শ্যামা তখন রাঁধিতে গিয়াছে। সুবর্ণ প্রণাম করিতে সে একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

একি রে থোকা? বলা নেই কওয়া নেই বৌমাকে নিয়ে এলি যে তুই? জিজ্ঞেস করা দরকার মনে করিল নে বদ্বি একবার?

এরকম অভিযর্থনার জন্য বিধান প্রস্তুত ছিল না। সে চপ করিয়া

রহিল। সুবর্ণকে দেখিয়া শ্যামা খুঁসি হয় নাই? তার সেবা করার জন্য সে যে হঠাৎ বোঁকে লইয়া আসিরাছে এটা সে খেয়াল করিল না? বিধান দৃষ্টিতে হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুবর্ণের কি হইল বোঝা গেল না।

শ্যামা মণিকে বলিল, যা ত মণি, তোর বৌদিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা গে। কি সব কাণ্ড বাবা এদেব! রাতদুপুরে হুট করে নতুন বোঁকে এনে হাজির—কিসে কি ব্যবস্থা হবে এখন?

বিধান ভরে ভরে বলিল, বাইরে তোমার বেমাই বসে আছেন মা।

তাকেও এনেছিস? আমি পারবো না বাবু রাত দুপুরে রাজ্যের লোকের আদব আপ্যন কবতে, মাথা বলে ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার, গা হাত যা চিবুচ্ছে যেন মচুচে যাচ্ছে,— কি বলে ওদেব তুই নিষে এলি থোকা? এক ফোঁটা বুদ্ধি কি তোর নেই?

কি রাগ শ্যামার! ছেলেবেলা যাকে সে ধমক দিতে ভয় পাইত সেই ছেলেকে কি তার শাসন! বেশ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াই সে রাঁধিতে আসিরা-ছিল। সুবর্ণকে দেখিয়াই তার মাথা ধরিয়া গেল, গা-হাত চিবাইতে আরম্ভ করিল, শ্যামার অন্ত পাওয়া ভার। কি শোচনীয় ভাবে তার মনের জোর কমিয়া গিয়াছে! তারই সেবার্থে পরিণীতা পত্নীকে তারই সেবার জন্য অসময়ে বিধান টানিয়া লইয়া আসিরাছে,—শুধু অনুমতি নেব নাই, আগে ছেলের এই কাণ্ডে শ্যামা কত কৌতুক বোধ করিত, কত খুঁসি হইত, আজ শুধু বিরস হওয়া নয়, বিরস্তুটুকু চাপিয়া পর্যন্ত রাখিতে পারিতেছে না। এ আবার কি রোগ ধরিল শ্যামাকে? ছেলে একটি যৌবনোচ্ছল মেয়েকে বাছিয়া বিবাহ করিয়াছে বলিয়া জননীর কি এমন অবদ্ব্য হওয়া সাজে।

ছেলে তো এখনো পর হইয়া যায় নাই? মেনকা উর্বশী তিলোত্তমার মোহিনী মায়াতেও পর হইয়া যাওয়ার ছেলে তো সে নব? শ্যামা কি তা জানে না? এমন অন্ধ জ্বালাবোধ কেন তার?

বোধ হয় হঠাৎ বলিয়া, ওরা খবর দিয়া আসিলে এতটা হয়ত হইত না। ক্রমে ক্রমে শ্যামা শান্ত হইল। একবার পরণের কাপড়খানার দিকে চাহিল,—না, হলুদ-কালি-মাথা এ কাপড়ে কুটুমের সামনে যাওয়া যায় না।—যা ত' থোকা, চট করে ওপোর থেকে একটা সাফ কাপড় এনে দে তো আমার। কাপড়

বদলাইয়া শ্যামা বাহিরের ঘরে গেল। হারাধন বিধানের বিছানায় বসিয়াছিল, শীর্ণদেহ লম্বাকৃতি লোক, হাতের ছাতিটার মত জরাজীর্ণ, দেখিতে অনেকটা সেই পরাণ ডাক্তারের মত।

শ্যামাকে দেখিয়া হারাধন বদ্বি একটু অবাক হইল। বলিল, আহা, আপনি কেন উঠে এলেন? কেমন আছেন এখন?

শ্যামা বলিল, থোকা বদ্বি বলেছে আমার খুব অসুস্থ?

হারাধন বলিল, তাই তো বললে, গিয়ে একদণ্ড বসলে না, তাড়াহুড়ো করে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল,—কাপড় ক'খানা গুছিয়ে আনার সময়ও মেয়েটা পায় নি। মেয়ের মাসি কে'দে মরছে, অমন করে কেউ মেয়ে পাঠাতে পারে বেয়ান?

বোঝা গেল, শ্যামাকে সুস্থ দেখিয়া হারাধন অসন্তুষ্ট হইয়াছে। হারাধনের অসন্তোষে শ্যামা কিছু খুঁসি হইল। মধুব কণ্ঠে বলিল, ওমনি পাগল ছেলে আমার বেয়াই, আমার একটু কিছু হলে কি করবে দিশে পায় না। সকালে উনুনের ধাব থেকে বাইরে এসে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, পড়ে গেলাম উঠানে, তাইতে ভড়কে গেছে ছেলে।—বড় তো কষ্ট হ'ল আপনাদের?

শ্যামা মিষ্ট আনাইল, খাইতে পীড়াপীড়ি করিল, হারাধন কিছু খাইল না। খাইতে নাই। বলিয়া গেল, নার্তি হইলে যাচিয়া আসিয়া পাত পাড়িবে। হারাধনকে বিদায় করিয়া শ্যামা সুবর্ণের খোঁজে গেল।

কোথায় গেল সুবর্ণ? সে তো একতলায় নাই।

সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া শ্যামা উপরে গেল। শীতলের পারের কাছে মাথা নত করিয়া সুবর্ণ বসিয়া আছে, তার কোলে শ্যামার অঙ্ক মেয়েটি। থাবা পাতিয়া বসিয়া ফণী হাঁ করিয়া বৌদিদির মুখখানা দেখিতেছে, আহ্লাদে গদগদ হইয়া মণি কথা কহিতে গিয়া ঢোক গিলিতেছে। ধীরে ধীরে শীতল কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে সুবর্ণকে। সুবর্ণের মুখখানা ঈষৎ আরক্ত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চন্দনের স্বচ্ছ ফোঁটার মত।

ঘরের মেয়ে? তাই তো বটে! তার স্বামী-পুত্রের মাঝখানে ওকে তো অনভ্যন্ত, আকস্মিক আগন্তুক মনে হয় না। ঘরের মেয়ের মতই যে দেখাইতেছে সুবর্ণকে?

শ্যামা আগাইয়া গেল, বলিল, বোঁমা, কিছ্ খাওনি বিকেলে, এসো তোমার খেতে দি।

নতুন বোঁএর আর ভাল মন্দ কি, সে তো শূঁধু একতাল লজ্জা ভয় নম্রতা, তবু ওর মধ্যেই মনটা বোকা যায়, সরল না কুটিল, কুড়ে না কাজেব লোক। মা-হারা মেয়ে? কথাটা শ্যামার মনে থাকে না,—তুমিই আমার হারাণো মা, বলিয়া শ্যামার স্নেহের ভাণ্ডারে ডাকাতি করিবার মেয়েও সুবর্ণ নয়, সে সরল কিন্তু বুদ্ধিমতী, কাজের মানদ্ব কিন্তু কুলরমণী নয়। দরকার মত একখানা দুখানা বাসন সে বাসন-মাজার মতই মাজিয়া আনে, কাজটুকু করিতে পাইয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে না যে মনে হইবে পুষ্প-চরন করিতে পাইয়াছে। শাশুড়ীর হাতের কাজ কাড়িয়া যে বৌ কাজ করে কোনো শাশুড়ীই তাকে দেখিতে পারে না, সুবর্ণ সে চেষ্টা করে না, স্বাভাবিক নিয়মে যে সব কাজ শ্যামার হাত হইতে খসিয়া তাহার হাতে আসে মন দিয়া সেইগুলিই সে করিয়া যায়, আব একটি সজাগ দৃষ্টি পাতিয়া রাখে শ্যামার মূখে, আলো নিভিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিবার উপক্রমেই চালাক মেয়েটা হুটি সংশোধন করিয়া ফেলে।

নেহাৎ দোষ করিয়া ফেলিলে প্রয়োগ করে একেবারে চরম অস্ত্র! চোখ দুটা জলে টাবটুবু ভর্তি করিয়া শ্যামাব সামনে মেলিয়া ধরে। ভাল করিয়া সুন্দর করার আগেই শ্যামার মূখের কথাগুলি জমিয়া যায়।

শ্যামা হঠাৎ সুন্দর বদলাইয়া সম্মুখে হাসিয়া বলে, আ আবাগের বোট, এই কথাতে চোখে জল এল! কি আর বলেছি মা তোকে এঁা?

চোখ! অশ্রুসজ্জল চোখকে শ্যামা বড় উন্নয়। মানদ্বের চোখের সম্বন্ধে সে বড় সচেতন। চোখ ছিল তার বকুলের আর চোখ হইয়াছে বকুলের মেয়েটার! শ্যামার মেয়েটি অন্ধ, এত যে আলো জগতে একটি রেখাও তার খুঁকির চেতনায় পৌঁছায় না। সজ্জল চোখে চাহিয়া যে-কোন দৃষ্টিমতী শ্যামাকে সম্মোহন করিতে পারে।

বড় দোটোনায় পড়িয়াছে শ্যামা।

ছেলের বোটাকে ভালবাসিবে কি বাসিবে না।

এমনি মন্দ লাগে না, মায়া করিতে ইচ্ছা হয়, বকুল যে ফাঁকটা রাখিয়া গিয়াছে সুবর্ণকে দিয়া তাহা ভরিয়া তুলিবার কল্পনা প্রিয়ই মনে হয় শ্যামার। কিন্তু হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গে, উঃ একি হিল্লোল তুলিয়া সামনে দিয়া হাঁটিয়া গেল বৌ, একি আগুন ওর দেহময়? এমন করিয়া কে ওকে গড়িয়াছিল, রক্তমাংসের এই মোহিনীকে? সুবর্ণ মান করে, চাহিয়া দেখিয়া শ্যামার বৃকের রক্ত যেন শুকাইয়া যায়। বড় ভয় করে শ্যামার। কে জানে ওর ওই ভয়ানক সুন্দর দেহের আকর্ষণে কোথা দিয়া অমঙ্গল ঢুকিবে সংসারে।

কড়া শীতে যেমন হইয়াছিল, চড়া গরম পড়িতে শ্যামার শরীর আবার তেমনি খারাপ হইয়া গেল। এবার একটা অতিরিক্ত উপসর্গ দেখা দিল— তিরিকে মেজাজ। অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষে বকুলি ছাড়া কথা বলাই যেন সে বন্ধ করিয়া দিল। থাকে থাকে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে, থাকে পায় তাকেই যত পারে বকে, তারপর অদ্ভুতের নিন্দা করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলে। শ্যামার ভয়ে বাড়িশুদ্ধ সকলের মূখ্য সর্বদা শুকনো দেখায়। সবচেয়ে মুশ্কিল হয় সুবর্ণের। অন্য সকলে শ্যামার সম্মুখ হইতে পালাইয়া বাঁচে, তার তো পালানোর উপায় নাই। তার উপর বিধান আবার তাহাকে হুকুম দিয়া রাখিয়াছে, সব সময় কাছে কাছে থাকবে মার, যা বলেন শুনবে, আগুনের আঁচে বেশি যেতে দেবে না, ওপোর-নিচ করতে দেবে না, সেবাধন করবে—মার শরীর ভাল নয় জানত? বিধান বলিয়া খালাস, সকালে উঠিয়া ছেলে পড়াইতে যায়, বাড়ি ফিরিয়াই ছোট্ট আপিসে, ফেরে সন্ধ্যার পর, সারাদিন শ্যামা কি কান্ড করে সে তো দেখিতে আসে না, সুবর্ণের অবস্থা সে কি বৃকিবে! কিছ, বলিবার উপায়ও সুবর্ণের নাই। কি বলিবে? যদি বলিতে যায়, বিধান যে ভাবিয়া বসিবে, দ্যাখো এর মধ্যে নালিশ করা সুন্দর হইয়াছে।

কিন্তু বিধান সব বোঝে। চিরকাল বৃকিয়া আসিয়াছে। সুবর্ণ এখনো জানে না যে বৃকিয়াও বিধান কোনদিন কিছ, বলে না, চুপচাপ নিজের কাজ করিয়া যায়, চুপচাপ উপায় খাওয়ার। বনগার শ্যামা একবার পাগল হইতে বসিয়াছিল এবারও সেই রকম আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া বিধান কম ভয় পায় নাই, প্রতিবিধানের কোন উপায় শব্দ সে শুধিয়া পাইতেছে না। ব্যাপারটা

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যঘটিত, শ্যামাকে লইয়া কোথাও চেঞ্জে যাইতে পারিলে ভাল হইত, কোন ঠান্ডা দেশে, দার্জিলিং অথবা সিমলা। সে অনেক টাকার কথা। অত টাকা কোথায় পাইবে সে?

সংসার চালানোর ভাবনাতেই এই বয়সে সে বৃদ্ধ হইয়া গেল। এ বাড়িতে সে ছাড়া আর সকলেই বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে বাড়িটা পৰ্ব্বস্ত তাদের নয়, মাসে মাসে ভাড়া গৃহণিতে হয় বিধানকে।

সত্যি কি শ্যামার আবার সেইরকম হইতেছে, বনগাঁয়ে যেমন হইয়াছিল, যেজন্য পড়া ছাড়িয়া চাকরি লইতে হইয়াছিল বিধানকে? শ্যামার চোখের দিকে তাকাও, বাহিরে দূরন্ত রোদের যেমন তেজ তেমনি জ্বালা শ্যামার চোখে। এ বৃদ্ধ জীবনব্যাপী দুঃখের অভিশাপ। আজীবন শাস্ত আবেষ্টনীর মধ্যে স্দরক্ষিত আশ্রয়ের আড়ালে বাস করিতে না পারিলে এমনি বৃদ্ধি হইয়া যায় অসহায় নারী, আজীবন দুঃখ দুর্দশার পীড়ন সহিয়া শেষে যখন স্মৃতি হওয়াব সময় আসে তখন তুচ্ছ আবহাওয়ার উত্তাপেই গলিয়া যায়। আঁচল গায়ে জড়াইয়া শ্যামা কত শীত কাটাইয়া দিয়াছে, তিনটি উনানেব আঁচে বসিয়া পার করিয়া দিয়াছে কত গ্রীষ্ম। এবার সে এত কাবু হইয়া গেল!

তারপর একদিন আকাশে ঘনঘটা আসিল। মাটি জুড়াইল, জুড়াইল মানুষ। বিকারের শেষের দিকে ধীরে ধীরে চূপ করিয়া মানুষ যে ভাবে শুয়াইয়া পড়ে শ্যামাও তেমনি ভাবে হ্রমে হ্রমে শাস্ত ও বিষন্ন হইয়া আসিল।

সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তবু, স্দবর্ণকে শ্যামা পুরাপুরি স্দনজরে দেখিতে পারিল না। একটা বিবেকের ভাব রহিয়াই গেল। বিধান কত আদরের ছেলে শ্যামার, সাত বছর বক্সা থাকিয়া, প্রথম সন্তানকে বিসর্জন দিয়া ওকে শ্যামা কোলে পাইয়াছিল, —স্দবর্ণ তার বো। তবু স্দবর্ণকে বৃদ্ধের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না, কি দুর্ভাগ্য শ্যামার!

শীতল তেমনি অবস্থায় এখনো বাঁচিয়া আছে, ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী বৃদ্ধি ব্যর্থ হইয়া যায়! এতদিনে তার মরিয়া যাওয়ার কথা। মৃত্যু কিন্তু দুর্টি

একটি অঙ্গ গ্রাস করিরা, সৰ্বাঙ্গের প্রায় সবটুকু শক্তি শূন্য হইয়া আছে, হঠাৎ কবে আবার ক্ষুধা জাগিবে এখনো কেহ তাহা বলিতে পারে না।

শ্যামা বলে, হ্যাঁ গা, বড় কি কষ্ট হচ্ছে? কি করবে বল দেখি? বোঁমা বসবে একটু কাছে? গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে? কোন্‌খানে কষ্ট তোমার? ও মণি ডাকতো তোর বৌদিকে, ওষুদ মালিশ করে দিয়ে থাক।—কোথায় যে যায়, ফাঁক পেয়েছে কি ছেলের সঙ্গে ফুসফাস গুজগাজ করতে চলল—কি মন্ত দিচ্ছে কানে কে জানে!

সুবর্ণ ওষুদ মালিশ করিতে বসে।

শ্যামা বলে, দেখ তো মণি ও-বাড়ির ছাদে কে? নকুড়বাবুর বাঁশি বাজানে ভাইটে বুলি? দেতো দরজাটা ভেজিবে,—বোঁমা, আরেকটু সামলে সুমলেই না হয় বসতে বাছা, একটু বেশি লজ্জা থাকলে ক্ষোভিত নেই কারো।

সুবর্ণ জড়সড় হইয়া যায়, রাঙা মুখ নত করে। শ্যামা যখন এমনি ভাবে বলে কোন উপায়ে মিশাইয়া যাওয়া যায় না শুন্যে?

ভাল লাগে না, বলিয়া শ্যামারও ভাল লাগে না! সুবর্ণের স্নান মুখখানা দেখিয়া কত কি সে ভাবে। ভাবে, সে যদি আজ ওমনি বৌ হইত এবং আর কেহ যদি ওমনি করিয়া তাকে বলিত, কেমন লাগিত তার? বিধানের কানে গেলে কত ব্যথা পাইবে সে! মণি বড় হইতেছে, কথাগুলি তার মনে না-জানি কি ভাবে কাজ করে! এ কি স্বভাব, এ কি জিহ্বা হইয়াছে তার? কেন সে না বলিয়া থাকিতে পারে না? শ্যামা বাহিরে যায়। বর্ষার মেঘলা দিন। ধানকলের অঙ্গনে আর ধান মেলিয়া দেয় না, অতবড় অঙ্গনটা জনহীন, তুলিরমণী নাই, পায়রার কাক নাই। খুঁকিকে শ্যামা বুদ্ধের কাছে আরও উৎসূতে তুলিয়া ধরে। বিধানের বোঁকে কি কটু কথা শ্যামা বলিয়াছে, কি বিষাদ শ্যামার মনে—দিগদিগন্ত চোখের জলে ব্যাসা হইয়া গেল।

আশ্বিনের গোড়ার হারাধন মেয়েকে লইয়া গেল।

বাওয়ার সময় সুবর্ণ অবিকল মা-হার্য মেয়ের মতই ব্যবহার করিয়া গেল। শ্যামা ভালবাসে না, শ্যামা কটু কথা বলে, তবু মনে হইল সুবর্ণ



স্বাইতে চায় না, এখানে থাকিতে পারিলেই খুঁসি হইত। শ্যামা নিবিবাদের ভাবিয়া বসিল, এটান বিধানের জন্য—সে যা ব্যবহার করিয়াছে তার জন্য সুবর্ণের কিসের মাথাবাখা?

পূজার পরেই আমার আনবেন মা।—সুবর্ণ। সজল চোখে বলিয়া গেল।

শ্যামা শব্দ বলিল, আনব।

বিধানের বোঁ! সে বাপের বাড়ি যাইতেছে। বৃকে জড়াইয়া একটু তো শ্যামা কাঁদিতে পারিত? কিন্তু কি করিবে শ্যামা, যাওয়ার জন্য সুবর্ণ তখন সাজগোজ করিয়াছে, বোঁএর সে চোখ-ঝলসানো মূর্তির দিকে শ্যামা চাহিতে পারিতেছিল না, মনে হইতেছিল, যাক্, ও চলিয়া যাক্, দুর্দিন চোখ দুটো একটু জুড়াক শ্যামার।

পূজার সময় মন্দা আসিয়া কয়েকদিন রহিল। শীতলকে দেখিতে আসিয়াছে। মন্দার জন্য সুবর্ণকেও দুর্দিন আনিয়া রাখা হইল। সুবর্ণ ফিরিয়া গেলে একদিন মন্দা বলিল, হ্যাঁ বোঁ, একটা কথা বল তোমার, ভাল করে তাকিরে দেখেছ বোঁমাব দিকে? আমার যেন সন্দেহ হ'ল বোঁ।

শ্যামা চমকাইয়া উঠিল। তারপর হাসিয়া বলিল, না ঠাকুরঝি, ও তোমার চোখের ভুল।

মন্দার চোখের ভুলকে শ্যামা কিন্তু ভুলিতে পারিল না, দিবারাত্রি মনে পড়িতে লাগিল সুবর্ণকে আর মন্দার ইস্তিত। কি বলিয়া গেল মন্দা? সত্য হইলে শ্যামা কি অন্ধ, তার চোখে পড়িত না? শ্যামা বড় অন্যান্যমন্স্ক হইয়া গেল। সংসারের কাজে বড় ভুল হইতে লাগিল শ্যামার। কি মন্স্ক মন্দা বলিয়া গিয়াছে, সুবর্ণকে দেখিবার জন্য শ্যামার মন ছটফট করে, সে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারে না। একদিন মণিকে সঙ্গে করিয়া সে চলিয়া গেল বাগবাঙ্করে। মন্দার মন্স্ক কি শ্যামার চোখে অজ্ঞানও পরাইয়া দিয়াছে? কই, সুবর্ণের দিকে চাহিয়া এবার তো শ্যামার চোখ পীড়িত হইয়া উঠিল না?

শ্যামা বলিয়া আসিল, সামনের রবিবার দিন ভাল আছে, ওইদিন বিধান আসিয়া সুবর্ণকে লইয়া যাইবে। না, তাকে বলা মিছে, বোঁকে সে আর বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না।

সুবর্ণের মাসি বলিল, এই তো সেদিন এল, এর মধ্যে এত ভাড়া কেন? আরেকটা মাস থেকে থাক্।

শ্যামা বলিল, না বাছা না, তুমি বোঝ না,—যার ছেলের বোঁ সে ছাড়া কারো বদ্ব্যবহার কথা নয়,—ঘর আমার আঁধার হয়ে আছে।

একে একে দিন গেল। ঋতু পরিবর্তন হইল জগতে। শীত আসিল, শীতল পরলোকে গেল, শ্যামা ধরিল বিধবাব বেশ, তারপর শীতও আর রহিল না। সুবর্ণকে শ্যামা যেন বৃকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটি দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কোথায় গেল ক্ষুদ্র বিদ্রোহ, তুচ্ছ শত্রুতা। সুবর্ণের জীবন লইয়া শ্যামা যেন বাঁচিয়া রহিল। তারপর এক চৈত্র নিশাস্ত এ বাড়ির যে ঘরে শ্যামা একদিন বিধানকে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে সুবর্ণ অচৈতন্য হইয়া গেল, ঘরে রহিল কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ, দেয়ালে রহিল শাষিত মানুষের ছায়া, জানালার অল্প একটু ফাঁক দিয়া আকাশের কয়েকটা তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।

শেষ





























